পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গমহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—বুধবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৪১

জুবিলী অভিনয়—শুক্রবার, ১৪ই ভাদ্র (জন্মাষ্টমী)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সমর্পণ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতী স্বত্বাধিকারী

সুহৃদ্বরেষু,

সাংবাদিকরূপে যখন 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে সংস্পৃষ্ট ছিলাম, তখন হইতেই আপনি আমার রচনায় পক্ষপাতী ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাইয়াও—সাহিত্যের তপোবন ত্যাগ করিয়া যখন বাণিজ্যের বনে প্রবেশ করি, তখনও আপনি বারবার আমাকে সাহিত্যের পথে ফিরাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু 'নিয়তেঃ কেন বাধ্যতে!' দীর্ঘকাল পরে যখন ফিরিলাম, তখন সাহিত্য সেবাকেই করিতে হয় একান্ত অবলম্বন। তখন একমাত্র আপনিই হইয়াছিলেন সহায়ক। শুধু মৌখিক সহানুভূতি নয়—আর্থিক মর্য্যাদাও দেন প্রচুর! সে কথা ভুলি নাই,—ভুলিবার নয়। আপনারই প্ররোচনায় সাংবাদিক ও নাট্যকার হয় কথাশিল্পী। তাই এই দীন শিল্পীর সর্ব্বস্ব বসুমতী এবং তাহার আনন্দ—একমুখী হইয়া বসুমতীর সেবায়। কলিকাতায় আসিয়া,—নিশ্চিন্ত হইয়া 'মহামানব' রচনার মূলেও আপনার আন্তরিকতা, সহায়তা। সুতরাং 'মহামানব' সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে উদ্দেশে 'সমর্পণ' করিবার প্রলোভন আমি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। গঙ্গার উদ্দেশে নানা জনে নানাবিধ উপচার উৎসর্গ করিয়া তৃপ্তি পান,—অক্ষম গঙ্গার জলে অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গাপূজা সারে,—বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের মালিকের উদ্দেশে নাট্যকারের এই 'সমর্পণ'—গঙ্গারজলে গঙ্গার পূজারই অনুরূপ। সুতরাং গ্রহণ সম্বন্ধে অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

৫৯ এ, বাগবাজার
কলিকাতা

গুণমুগ্ধ
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

মহাদেব, ইন্দ্র

অগস্ত্য		
দৃঢ়স্যু	… …	অগস্ত্যের পুত্র।
সুশর্ম্মা	… …	বিদর্ভরাজ।
নহুষ	… …	স্বর্গাধিপ।
সুদেব	… …	বিদর্ভ রাজমন্ত্রী।
পুণ্ডরীক	… …	ঐ সেনাপতি।
রাজক	… …	ঐ সভাপণ্ডিত।
ভট্টরাজ	… …	ভাট্।
ইল্বল	… …	দৈত্যরাজ।
বাতাপী	… …	ঐ ভ্রাতা।
বিন্ধ্যরাজ	… …	বিন্ধ্যাচলাধিপতি।
ভীমরুল, শার্দ্দুল	… …	ঐ অনুচরদ্বয়।
কালকেয়	… …	সাগরিকার সেনাপতি।
বুল্‌বুল্	… …	মূক দৈত্য।

কিন্নর, রাজাগণ, পিতৃগণ. ব্রাহ্মণগণ. দ্বৌবারিক,
আশ্রবাসিগণ, দৈত্যগণ ও প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

মহাদেবী, কিন্নরী, ছায়া।

লোপামুদ্রা	… …	বিদর্ভ-রাজকন্যা।
সাগরিকা	… …	সমুদ্রেশ্বরী।
আতাপী	… …	বাতাপীর স্ত্রী।

মোহিনী, পুণ্যমূর্ত্তী, সখিগণ, দৈত্য-তরুণীগণ
ও যোগিনীগণ ইত্যাদি।

দুটি কথা

রঙ্গমহলের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক আমাকে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইতে হয়—একখানি সর্ব্বর-সাশ্রিত পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়া দিবার জন্য এবং তাহার মেয়াদ থাকে এক পক্ষ মাত্র! নাটকের বিষয় বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে আমার পরম শুভানুধ্যায়ী সুবিখ্যাত বি, দাস কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম অগস্ত্যদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। প্রায় আঠারো বৎসর পূর্ব্বে আমি অগস্ত্য চরিত্রের একটি আখ্যান বস্তু লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। সেই আখ্যায়িকাটি যে তিনি মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ধারণাও করি নাই। নানা কারণে এত অল্প সময়ের মধ্যে অগস্ত্যদেবের ঘটনাবহুল আখ্যানবস্তুকে কালোপযোগী করিয়া নাটক রচনায় আমার আস্থা ছিলনা, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি বিপিনবাবু এক প্রকার জোর করিয়াই আমাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক প্ররোচনায় অগস্ত্যদেবের মহামানবরূপে প্রকাশ। আজ মহামানবের এই যে সার্ব্বজনীন সুখ্যাতি, ইহার মূল উপলক্ষ যে তিনিই, একথা অস্বীকার করিবার অবকাশ কোথায়?

মহামানব রচনা-প্রসঙ্গে রঙ্গমহলের কর্ণধার শ্রীযুক্ত কালীপদ গোস্বামী মহাশয়ের নাট্যকারের প্রতি একান্ত নির্ভরতা এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার অকুতোসাহসের কথাও উল্লেখযোগ্য।—এক একটি অঙ্ক আমি লিখিয়া পাঠাইয়াছি,—তিনি নির্ব্বিকারে তাহা মহলায় ফেলিয়াছেন। তাঁহার এই একান্ত নির্ভরতার জন্য নাট্যকারকেও সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করিতে হইয়াছিল তাঁহার অনুকম্পার উপর—যিনি চিরদিনই নির্ভরকারীকে করুণা বিতরণে ধন্য করেন।

বলা বাহুল্য, নাটকখানি এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিবার

পর, যথাযথভাবে প্রসাধনেরও অবকাশ পাওয়া যায় নাই। রঙ্গালয়ের অভিনয় সৌকর্য্যার্থ মূল নাটকের দুইটি দৃশ্য (৩য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য, ৫ম অঙ্কের ১ম দৃশ্য) ও কতিপয় দৃশ্যের অংশ বিশেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কয়েকখানি গানের অদল-বদল হইয়াছে মাত্র,—প্রযোজনার দিক দিয়ে মূল নাটকের অন্য কোনও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় নাই।—দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যের প্রথম গান ও তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যের প্রথম গান—সুষ্ঠু সুর সংযোগে রূপান্তরিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে গীত হয়,—কিন্তু সাহিত্যের দিক দিয়া গান দুইখানির মর্য্যাদা লঘু বলিয়া, মূল গানই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সময় সংক্ষেপের অনুরোধে যে কয়খানি গান অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে—নাটকে সেগুলি যথাযথভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে।

নাটকোপযোগী নব নব দৃশ্যপটাদি নির্ম্মাণে কর্ত্তৃপক্ষগণ যেমন চেষ্টা যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও স্ব স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে নাটকের মর্য্যাদা রক্ষায় বিরত হন নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই তরুণ তরুণী এবং নামের প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের অল্পই,—কিন্তু অভিনয়ে তাঁহারা নাম করা অভিনেতৃদের সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধা রাখিয়াছেন।

এই নাটকের সাজ সজ্জা সরবরাহ করিয়াছেন সুবিখ্যাত বি, দাস কোম্পানী,—সৌখীন নাট্যসমাজ সমূহে যাঁহাদের প্রতিষ্ঠা অপরাজেয়। যাঁহারা মহামানবের অভিনয়ে ব্রতী,—ইহাঁদের কার্য্যালয়ে (৪১ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড) কর্ম্মকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলে উপদেশ ও সহায়তা পাইবেন সন্দেহ নাই।

৫৯-এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
১৪ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী, ১৩৪১

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অভিনয় রজনীর

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

ইন্দ্র	শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
মহাদেব	” অমলচন্দ্র গুপ্ত
ইল্বল	” ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র
অগস্ত্য	” গণেশচন্দ্র গোস্বামী
সুশর্ম্মা	” ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
রাজক	” ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সুদেব	” রাধামাধব বসু
পুণ্ডরীক	” বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য
বিন্ধ্যরাজ	” জাহ্নবীনাথ চক্রবর্ত্তী
ভীমরুল	” নীরঞ্জন সেন
শার্দ্দুল	” ইন্দ্রভূষণ দে সরকার
নহুষ	” মিঃ এস্ ম্যালকম্ ডিবারেস্
ভট্টরাজ	” গগনচন্দ্র মল্লিক
বাতাপী	” চৈতন্যগোপাল রায়
বুলবুল	” পাঁচুগোপাল দে
মাতুলী	” গগনচন্দ্র মল্লিক
রাজাগণ	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, শ্রীকালীপদ বসু
কালকেয়	শ্রীসতীশচন্দ্র দাস,

ব্রাহ্মণগণ — শ্রীতারক মুখোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরাধামাধব বসু, শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, শ্রীকালীনাথ বসু।

দৈত্যগণ — শ্রীতারাপদ ঘোষ, শ্রীভোলানাথ মল্লিক, শ্রীঅশ্বিনী চৌধুরী, শ্রীতারক মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশব মজুমদার, শ্রীকালীপদ ঘোষ, শ্রীইন্দ্রভূষণ দে, শ্রীঅতুল চৌধুরী।

আশ্রমবাসীগণ—শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল দে, শ্রীকালীপদ বসু।

বৃদ্ধ আশ্রমবাসী—শ্রীপাঁচুগোপাল দে।

কিন্নর — শ্রীমতী আন্নাকালী।

স্মারক — শ্রীপ্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য ও সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

মহাদেবী	শ্রীমতী	দুর্গারাণী
লোপামুদ্রা	"	ঊষারাণী (বড়)
সাগরিকা	"	পুষ্পরাণী
ছায়া	"	স্নেহলতা
আতাপী	"	রাণীবালা
কিন্নরী	"	দুর্গারাণী (ছোট)

সখীগণ — শ্রীমতী রাণীবালা, প্রভাবতী, দুর্গারাণী (বড়) দুর্গারাণী (ছোট) ঊষারাণী (ছোট) আন্নাকালী, কমলাবালা, তুলসীরাণী প্রভৃতি।

মহামানব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস

শৃঙ্গসমন্বিত কৈলাস তখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিশেষভাবে কিছুই যেন দেখা যাইতেছে না ; কিন্তু দূরাগত অসংখ্য মিলিত-কণ্ঠের অতি করুণ সুর এই তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা ধ্বনি তুলিয়াছে।

গান

"সার্থক হোক সাধনা তোমার
 হে মহামানব হউক জয়।
সত্যের পথ দেখাও মানবে
 দূর ক'রে দাও সকল ভয়॥
দূর কর হে মহান্ ধর্ম্মের গ্লানি,
শোনাও মানবে তব অভয় বাণী,
দূর কর ত্রাস
 হও আজি সুপ্রকাশ,
শোনাও মানবে ওগো
 নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়॥"

এই মিলিত আর্ত্ত-সুর যত নিকটতর ও স্পষ্ট হইতে লাগিল তাহার সংঘাতে অন্ধকারও
ক্রমশঃ তরল হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আলোক ফুটিয়া উঠিল ;
সেই অস্পষ্ট আলোকে শিলাময় পর্ব্বতাংশ প্রকাশ পাইল ; দেখিতে
দেখিতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ভাতিয়া উঠিল, সেই বিচ্ছুরিত
আলোক ধারায় দেখা গেল—সদ্য জাগরিতা মহাদেবী
শিলাসনে আসীনা—মহাদেব ধীরে ধীরে
প্রবেশ করিতেছেন।

মহাদেব। জাগিয়াছ মহাদেবী ?

মহাদেবী। জাগায়েছে, জগতের ব্যথিতা সতীর
নিগৃহীতা আত্মা যত !
আর্ত্ত-রোদনের নিদারুণ ধ্বনি,
পর্ব্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজিছে এখনো।
দ্রবীভূত হিমাচল সতী অশ্রুজলে।

মহাদেব। আর্য্য-জগতের অবস্থা এখন—
শোচনীয় অতিশয় !
আর্য্য রাজগণ বিলাস-বিহার পরায়ণ,
স্বার্থপর, বিবাদ ব্যসনে শক্তিহীন।
ঋষিগণ মুক্তিকামী, আত্মান্বেষী,
আত্মহিতে রত ;
আধ্যাত্মিক আধ্যান ব্যতীত
জীব-জগতের তত্ত্ব করিতে গ্রহণ,
তাঁরা উদাসীন সদা।
তাই অনার্য্যের তীব্র অত্যাচারে

বিদলিত আর্য্যভূমি,
নিগৃহীতা সতী নারী,
বিচলিত আমিও হয়েছি দেবী।

মহাদেবী। শক্তিহীনে কে করিবে শক্তিদান ?
শক্তিমানে করুণা আমার চিরদিন।
আর্য্য ও অনার্য্য উভয়ে ত আমার সন্তান!
কেন একে শক্তিহীন, অন্যে শক্তিধর ?
অত্যাচার সহে কেহ, অত্যাচারী কেন অন্যজন ?
শক্তিহীন ভোলে কেন শক্তিবোধনের মন্ত্র ?
কেন ভুলে যায়, জাগাতে আমায়—মহেশ্বর ?

মহাদেব। মহাশক্তির মর্ম্মের দুয়ারে
শক্তিমান সন্তানের তীব্র আবাহন—
আঘাত কি করে নি এখনো ?
সত্যাশ্রয়ী নির্ভীক নন্দন তব,
মহাসাধনায় আত্মশক্তি করিয়া আয়ত্ত,
মুক্তিমোক্ষ দিয়ে জলাঞ্জলি
জীবের কল্যাণহেতু,
আর্ত্তত্রাণে শক্তিসাধনায় রত।
স্তব্ধ রুদ্র তার সাধনায়।
পরহিতে এমন সাধনা আর দেখি নাই!
উদ্দাম সাধক হেন—
মর্ত্তভূমে আর আসে নাই।

মহাদেবী। তাই আজি চিত্ত মম এত বিচলিত!

মহাদেব। দেখিতে কি চাও মহাদেবী,
ত্যাগশীল সন্তানের শক্তির সাধনা ?

মহাদেবী। দেখিব তাহারে মহেশ্বর ?
দেখিব সে কেমন সাধক,—
শক্তি চায় কোন্ সিদ্ধি করিতে সাধন,
কোন্ বিধি কোন্ মন্ত্রে
সে চায় আমার কৃপা—সিদ্ধি সুদুর্লভ

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধবলগিরি

তপোমগ্ন অগস্ত্যদেব

পর্ব্বতশৃঙ্গে নৃত্যশীল কিন্নর-কিন্নরীর আবির্ভাব

গান

আলো—আলো ! আরো ঢালো।
আলোয় আলোয় আলোর পথে
নেচে নেচে চলো ॥
প্রাণ খুলে সবাই হাসো,
সুখ-সায়রে সবাই ভাসো,
এসো এসো ছুটে এসো—আলোয় আলো ঢালো ॥

কিন্নর কিন্নরী। (উভয়ে সহসা ভীষণ উত্তাপ পাইয়া)—উহুহুঃ—একি উত্তাপ—একি জ্বালা ! রক্ষা কর—রক্ষা কর—

পর্ব্বতের এক অংশ ভেদ করিয়া ইন্দ্রের প্রকাশ

ইন্দ্র। পালাও, পালাও,—কিন্নরমিথুন! এ বড় ভীষণ স্থান। ব্রাহ্মণ অগস্ত্য এখানে তপোমগ্ন।—তার তপস্যার প্রভাবে এ স্থান প্রতপ্ত। বায়ুপ্রবাহে বহ্নির জ্বালা, তুষার স্তূপও অগ্নিময়, শিলাসব উত্তপ্ত;—সাবধান! পর্ব্বত স্পর্শ ক'র না,—শূন্যে শূন্যে পালাও।

কিন্নর কিন্নরী। জয় হোক্—জয় হোক—দেবরাজ!

কিন্নর কিন্নরীর পলায়ন

ইন্দ্র। একি অদ্ভুত তপস্যা এই ব্রাহ্মণ যুবকের! আমি ইন্দ্র, ত্রিদিব ঈশ্বর—এর তপে চমকিত। এ স্থানে—আমারো দেহে তাপ স্পর্শ করছে। কি চায়—এই উন্মাদ সাধক! ওহে ব্রাহ্মণপুত্র—ওহে মিত্রনন্দন অগস্ত্য! তোমার তপস্যায় আমি প্রীত,—কি চাও তুমি? বল, বল,—তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নেই,—দুই চক্ষু উন্মীলন করে দেখ—আমি কে?

অগস্ত্য। কে?

ইন্দ্র। স্বয়ং ত্রিদিবপতি ইন্দ্র তোমার সম্মুখে—

অগস্ত্য। বটে?—কিন্তু আমি ত আপনাকে চাই নি দেবতা!

ইন্দ্র। ওঃ!—তা আমাকে না চাও,—আমার প্রভাব, অতুল ঐশ্বর্য্য,—অমরাবতীর ইন্দ্রত্ব?

অগস্ত্য। হাঃ হাঃ হাঃ!—এবার তবে আমাকে ঠিক ধরেছ! হাঃ হাঃ হাঃ!—মা, মা! শুনছিস্—কি বলে?

ইন্দ্র। কঠোর তপস্যা ব্রাহ্মণকে উন্মাদ করেছে দেখছি!—ভাল, কি

তুমি চাও অগস্ত্য? কিসের জন্য তোমার এই কঠোর তপ? কি তোমার কামনা?

অগস্ত্য। শুনবে তাহলে?—প্রলয় সাধনা!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আরো শুনতে চাও?—সর্ব্বভূতে যে মা,—যাঁর কমলনয়নের কটাক্ষে তোমার মত শত শত ইন্দ্রের সৃষ্টি হয়—লয় পায়,—যার ইচ্ছায় প্রলয় ছুটে আসে,—আমি চাই সেই প্রলয়ঙ্করীকে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

ইন্দ্র। সে নেই,—আসবে না; তাকে—পাবে না।

অগস্ত্য। এ অগস্ত্যের প্রলয় সাধনা,—সে আছে,—সে আসছে,—তবু বলছ তাকে পাব না? হাঃ হাঃ হাঃ—তাহলে তুমি আসতে না বাধা দিতে!—সে আসছে দশদিক আলো করে—আমি তার সাড়া পেয়েছি—দিকে দিকে!

ইন্দ্র। তোমার সাধনা ব্যর্থ হবে, আমি বাদী—

অগস্ত্য। তুমি? হাঃ হাঃ হাঃ—আবার হাসালে—

ইন্দ্রের দিকে তাকাইলেন

ইন্দ্র। (ভীষণ জ্বালা অনুভব করিয়া)—উঃ! জ্বালা, জ্বালা!

অগস্ত্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
এইবার পেয়েছি তোমারে,
আর কোথা রহিবে লুকায়ে!
মর্ম্মের মন্দিরে
এতদিনে জাগিয়াছ কুলকুণ্ডলিনী!
সত্তা তার দিকে দিকে করিতেছি অনুভব

ঐ সব তারই নিদর্শন।
হাঃ হাঃ হাঃ—বহ্নি চারিধারে!
ওরে, অগ্নিক্ষেত্র আজি আর্য্যভূমি,
ধূ ধূ বহ্নি জ্বলে সদা;
শয্যা যার বহ্নির সাগর—
বহ্নি বিভীষিকা তার—হাঃ হাঃ হাঃ—

মোহিনীমূর্ত্তি প্রকাশ

মোহিনী। হে বীর সাধক! হেরি তব অদ্ভুত সাধনা,
আমি আসিয়াছি তোমারে তুষিতে,
কায়মনোপ্রাণে করিতে তোমার সেবা—

অগস্ত্য। (সরোদনে)
এইবার কাঁদালি আমায়—
ধরিয়া রূপের আলো।
দশ হাতে রূপ দিয়েছিলি ঢেলে
আর্য্যের সংসারে—
রক্ষা-শক্তি করিয়া হরণ!
মা! মা! রূপ কর্ সম্বরণ, কর্ সম্বরণ—
নহে দুই চক্ষু উৎপাটন করিব এখনি—

মোহিনীমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান; জ্যোতির্ম্ময়ী বৃদ্ধা তপস্বিনীরূপিণী পুণ্যমূর্ত্তির প্রকাশ

পুণ্যমূর্ত্তি। রূপে তোর নাহি স্পৃহা,
কিবা তবে আকিঞ্চন?

অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ ?
মোক্ষ কিম্বা মহামুক্তি—

অগস্ত্য। হাঃ হাঃ হাঃ আবার হাসালি।
স্বর্গ মোক্ষ মুক্তি ? না না-না—
লইতে ও সব, আছে বহুজন।
বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া—
কৃচ্ছ্রসাধনায়, যে মুক্তি আয়ত্ত হয়—
না—না—সে আমার জন্য নয় !
হিরণ্ময় স্বর্গদ্বার দিয়া
অনন্ত ভোগের স্পৃহা—না-না-না—
ওসব চাহিনা কিছু,—
আমি চাহি শুধু—হাঃ হাঃ হাঃ—
শোন্ তবে শোন্—
সর্ব্বৈশ্বর্য্যভরা বসুন্ধরা মাঝে
অসংখ্য বন্ধন পরি আর্ত্তজীব সনে
পরিপূর্ণরূপে তোমারে পাইতে চাই !
সঙ্কীর্ণতার বৃতি দিয়ে ঘেরা
সীমাবদ্ধ গণ্ডী তব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া—
এই তুঙ্গ শির হিমাদ্রি হইতে
জলধি অবধি পরিব্যাপ্ত,
তেজোদৃপ্ত সুবিপুল মূর্ত্তি তব
রচনা করিতে চাই।—
আর কিছু নাহি বলিবার।

মহাদেবীর প্রকাশ

মহাদেবী। বলিতে হবে না কিছু আর,
তার আগে কাম্য তোর হইয়াছে লাভ,
অষ্টসিদ্ধি তোরে করেছে আশ্রয় ;
আমিও তন্ময় বৎস—এই অভিনব সাধনায়।
সিদ্ধ হোক তোর এ সাধনা,
সত্য হোক এ উচ্চ কামনা তোর,
তোরই হাতে উঠুক গড়িয়া—
ভাবি ভারতের মূর্ত্তি অনুপম।
করি পাষণ্ডদলন,—সাম্য-মৈত্রী-শক্তির ধারায়
ভূমণ্ডলে মহাকীর্ত্তি করিতে স্থাপন—
আমার সর্ব্বস্ব তোরে করিনু অর্পণ।

দিব্য ধনু ও অক্ষয় যুগ্ম তূণ প্রদান

মহাদেবীর অন্তর্দ্ধান,—রণরঙ্গিণী যোগিনীগণের প্রকাশ, শৃঙ্গে শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া শঙ্খনাদ

অগস্ত্য। মা! মা! মা! আমি তোর পাগল ছেলে!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিদর্ভরাজের সুসজ্জিত উদ্যান

রাজকন্যা লোপামুদ্রার স্বহস্তে উদ্যান পরিচর্য্যা

রাজকন্যার সহচরিগণের উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে

গান

(সমবেতকণ্ঠে)

তেমন মালী কোথায় পাব ঐ মালিনীর মনের মত।
রাজ-আসন ছেড়ে যে জন গাছের সেবায় হবে রত॥

(প্রধানা সহচরী) :—

গাছের মত প্রেমিক আছে কোথা,
তাই, সবায় ছেড়ে তারেই চায় লতা,
অনুরাগে কাণে কাণে প্রেমের কথা শোনায় কত।

(সকল সহচরী সমবেতকণ্ঠে) :—

ওলো, বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি এখন,
তরুলতার গোপন কথায় মজেছে সখির মন,
বাগানে তাই টানটি এমন, গাছের ওপর দরদ এত॥

লোপামুদ্রা। দূর্‌—দূর্‌—গানের শ্রী দেখ না!

১ম সহচরী। তোমার মন এখন গানে ত নয়—গাছে! ভাল লাগবে কি করে?

লোপামুদ্রা। তোদের গান কাণেই বাজল, মনের ওপর ত একটুও আঁচড় দিতে পারল না!

১ম সহচরী। আচ্ছা, তোমার এসব কি খেলা বল ত! রাজকন্যা তুমি, পালঙ্কের ওপর দিনরাত শুয়ে থাকবে, আমাদের সঙ্গে গল্প গুজব কোরবে, পাশা খেলবে, গান শুনবে, —তা নয়, মালিনীর মতন বাগানে বসে গাছের সেবা —মাটি নিয়ে খেলা!

লোপামুদ্রা। মাটির দেহ মাটিতেই একদিন মিশে যাবে, এই সব গাছের দেহই তখন তার গতি করবে। তোরা আমাকে রাজকন্যা ভেবে যতটা গরব করিস্‌, আমি তেমনি নিজেকে সাধারণ এক নারী মনে করে ততটা তৃপ্তি পাই; আমরা যে—মা! আমাদের জন্ম সেবা করতে, সেবা নিতে নয়।

২য় সহচরী। তোমার কাছে যত সব অনাসৃষ্টির কথা—

লোপামুদ্রা। তোরা যা, আমাকে একলা থাকতে দে।

সহচরীদের প্রস্থান।

লোপামুদ্রা। বাবার সতত চিন্তা, কি কোরে আমাকে দুর্দ্ধর্ষ দানবরাজ ইল্বলের হাত থেকে রক্ষা করবেন,—অথচ রাজকন্যার জন্য বিলাস-ধারার অন্ত নেই! উঠতে বসতে শত শত দাসী, সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ এই সব সহচরী! যে দেশে নারীকে রক্ষা করতে হয় রত্নের মত চোর-ডাকাতের লক্ষ্য থেকে, সে দেশে নারী জন্মায় কেন?—না—না—না—ভুল বলেছি—দেশের কি দোষ,—দোষ—নারীর! কেন সে

নিজেকে এত অসহায় মনে করে; কেন সে ভুলে যায়, তার অন্তরের শক্তি বিকাশ করে জানাতে!

নেপথ্যে—ছায়া— গান

নির্য্যাতনে পিষ্ট নারী করছে দানব অত্যাচার।
পুরুষ কোথায় ক্লীব যত সব করবে কে তার প্রতীকার॥

গাহিতে গাহিতে ছায়ার প্রবেশ

লোপামুদ্রা। ওকি—কে—কে—কেও? ছায়ামূর্ত্তি?—না—রাগিণী রূপ ধরে এল!—কি বিষাদময়ী মূর্ত্তি!—কে—তুমি? বল—বল—কে তুমি? কি করে এখানে এলে?

ছায়ার গীতাংশ

কুলের লক্ষ্মী ধর্ষিতা হায়! দেখিস্ এসব কাণ্ডকে
শ্মশানভূমে দানব আজি নৃত্য করে তাণ্ডবে
লক্ষ্মীহারা লক্ষ্মীছাড়া তবুও তোরা মুখ দেখাস্!
জ্বলত যেথা প্রেমের শিখা সেথায় অতল অন্ধকার॥

লোপামুদ্রা। আমার প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করতে কে তুমি মমতাময়ী আমার কাছে এলে?

ছায়ার গীতাংশ

নিজেই নারী ধরুক কৃপাণ, দেবীর কৃপায় লভুক বল;
দেখিস্ তোরা পুরুষ হয়ে, দেখিস্ ওরা মেয়ের দল;
পরিত্রাহী ডাকবে দানব, উঠবে জেগে হাহাকার॥

লোপামুদ্রা। ভারতের ব্যথিতা নারীর লাঞ্ছনার মূর্ত্তি আমার চোখের ওপর তুলে ধরলে—তুমি কে?

ছায়া। আমি তাই, আমি তাই;—ব্যথিতা লাঞ্ছিতা নারী-আত্মার সমষ্টি যে আমি! আমি ছায়া,—আবার আমিই কায়া!

লোপামুদ্রা। তুমি!! (অপলকনয়নে চাহিয়া রহিলেন)

ছায়া। দেখছ আমাকে? দেহ দেখে কিছু বুঝবে না; দেহের মধ্যে যে মন, নিজের মন দিয়ে তাই দেখ।

লোপামুদ্রা। তাই দেখছি।—একটু আগে আমিও ভাবছিলুম—সৃষ্টি-রাজ্যে নারী আজ কতদূর নেমে গেছে, কত অসহায় সে, আপনাকে রক্ষা করতেও তার শক্তি নেই! অথচ এই নারীই রক্ষাকালী,—অনাচার দলন করে সৃষ্টি রক্ষা করেছিল।

ছায়া। ঠিক বলেছ।—আর আজকের অবস্থাও ত তার দেখছ? নারীর শ্রেষ্ঠ সংস্কার যে বিবাহ, তাও গোপনে সম্পন্ন হচ্ছে, পাছে দানব তা পণ্ড করে,—কন্যা আর স্বয়ম্বরা হয় না ঐ আশঙ্কায়! এই আতঙ্কই আজ প্রচণ্ড হয়ে আর্য্যের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করেছে—

লোপামুদ্রা। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে একথা বলছ, সেখানকার রাজার মনেও এই আতঙ্ক, আর তার মূলে আমি।

ছায়া। আমি তা জানি, তাই না এখানে এসেছি। সবার মুখে শুনি, রূপে গুণে বিদ্যায়—বিদর্ভের রাজকন্যা—

লোপামুদ্রা। লোকে বলুক, কিন্তু তুমি ঐ অর্থহীন খ্যাতির ঝঙ্কার তুলে রাজকন্যাকে লজ্জা দিয়ো না।

ছায়া। লোকজগতে লক্ষ নারী আছে, কিন্তু লোক মুখে খ্যাতি রটে

স্বজনের। তোমার খ্যাতিকে সার্থক করতে—মহত্ব দিতে আমি এসেছি।

লোপামুদ্রা। আমার অন্তরের এই অসীম দৈন্য দেখেও !

ছায়া। অন্তরে যার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, দৈন্যই যে তার মহত্ব।

লোপামুদ্রা। তাহলে এ দৈন্যের সমাধান হবে কিসে ?

ছায়া। ত্যাগে !

লোপামুদ্রা। কি কি ত্যাগ করতে হবে, শুনি।

ছায়া। সর্ব্বস্ব !—ঐশ্বর্য্য, বিলাস, সংস্কার, অহঙ্কার সব,—

লোপামুদ্রা। কি নিয়ে থাকতে বল ?

ছায়া। নারীধর্ম্ম আর মাতৃত্ব।—পার্ব্বতী যেমন সর্ব্বস্ব বর্জ্জন করে, পর্ণমাত্র ভক্ষণ করে, কঠোর তপস্যায় সর্ব্বত্যাগী শিবের গলায় মালা দিয়ে—বিশ্বের মাতৃত্ব বেছে নিয়েছিলেন।

লোপামুদ্রা। কি বলছ তুমি! আমার যে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হয়ে উঠছে।

ছায়া। তা ত হবেই ! মনের আনন্দেই যে প্রাণের প্রাচুর্য্য ! ত্যাগের আনন্দে মন তোমার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে ভরে গেছে,—এর পূর্ণবিকাশ উৎসর্গে !—আতঙ্ক তখন লজ্জায় জিব কাটবে, পঙ্গু নেচে উঠবে, নারীর ধর্ম্ম অগ্নিদীপ্ত হয়ে জগত আলোকিত করবে।—আসি, আবার দেখা হবে।

প্রস্থান

লোপামুদ্রা। (কিছুক্ষণ মুহ্যমান অবস্থায় থাকিয়া সচকিতে) নিজেকেই বুঝি হারিয়ে ফেলেছিলুম।—কই, কোথায় ? চলে গেছেন ! আশ্চর্য্য ! যেন স্বপ্ন ! অদ্ভুত ! ত্যাগ,—সর্ব্বস্ব ত্যাগ, লক্ষ্য—ধর্ম্ম, মাতৃত্ব !

আঃ—মা! মা! আমি মা! আমার ত মা নেই,—আমি—আমি—নিজেই আমার মা!—আমি নারী,—নারীই জগতের মা,—জগতের আপদ বিপদ নিবারণ করাই ত তার কায!—ঐ যে বাবা আসছেন—

বিদর্ভরাজ সুশর্ম্মার প্রবেশ

এই যে বাবা—সভা ভাঙ্গলো এতক্ষণে?

সুশর্ম্মা। নামেই সভা হয়েছিল মা, নিষ্পত্তি ত সেখানে হবার নয়;—সে যে তোমার সভাতেই হবে।—বাঃ, প্রকৃতির সাহায্যে তোমার এ সভা কি চমৎকারই সাজিয়েছ মা! এ যে আমার রাজসভাকেও হারিয়ে দিয়েছে দেখছি।

মহামাত্য, মহাবলাধ্যক্ষ ও সভাপণ্ডিত রাজক শর্ম্মার প্রবেশ

আপনারাও দেখুন, আমার এই পাগ্‌লী মায়ের কীর্ত্তি,—পাকা হাতে কেমন পরিপাটি উদ্যান-রচনা!

মহামাত্য। চমৎকার! কল্যাণী মা আমাদের উদ্যানকে আদর্শ রাজসভা করেছেন!

মহাবলাধ্যক্ষ। অপূর্ব্ব রচনা! উদ্যান-কণ্টকগুলি লতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দণ্ডের প্রতীক্ষা করছে! এটি আরো সুন্দর!

সভাপণ্ডিত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মত তুলসী বৃক্ষগুলিকে কেমন উচ্চ মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। সাধু—সাধু!

সুশর্ম্মা। মা, তুমি ত জানই, এঁরা প্রত্যেকেই আমার সভার স্তম্ভ স্বরূপ; সকলেই বর্ষীয়ান, আমার সমান,—তুমি অসঙ্কোচে এঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে পার।

লোপামুদ্রা। সে অধিকার যখন আমাকে দিচ্ছেন মহারাজ, তখন আমি আমার রাজা ও রাজপুরুষদের সমক্ষে সাধারণ প্রজার মতই আলোচনা করতে চাই।

সুশর্ম্মা। স্বচ্ছন্দে।

সভাপণ্ডিত। সাধু, সাধু!—

মহামাত্য। মার আমার সৌজন্যের সীমা নেই।

সুশর্ম্মা। সভার কথা শোন মা, সকলেরই ইচ্ছা, সত্বরেই তোমার বিবাহের আয়োজন করা হয়। সভাপণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং তোমার উপযুক্ত সর্ব্বগুণান্বিত পাত্রের সন্ধানে সম্মত আছেন। দেশের যে দুর্দ্দিন তাতে—

লোপামুদ্রা। মার্জ্জনা করবেন মহারাজ! দেশের দুর্দ্দিনের কথা তুললেন, তাই বলছি—এ অবস্থায় কন্যার বিবাহের সমস্যার আগে, দেশের দুর্দ্দিন দূর করবার ব্যবস্থা কি শ্রেয়ঃ নয়?

সুশর্ম্মা। সে চিন্তা ত তোমার নয় মা! সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আমাদের। কন্যাকে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা—পিতার ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম পালনে অন্তরায় হওয়া কন্যার কর্ত্তব্য নয়।

লোপামুদ্রা। তাহলে কন্যার প্রতি এই অনুমতি হোক, দেশ পর্য্যটন করে সে নিজে তার পতি নির্ব্বাচন করুক।

সুশর্ম্মা। সে কি?

মহামাত্য। তাই ত?

মহাবলাধ্যক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর হইলেন।

সভাপণ্ডিত নস্য লইয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিলেন।

সভাপণ্ডিত। মা আমাদের চমৎকৃত করেছেন!

লোপামুদ্রা। আপনারা বোধ হয় ভুলে গেছেন, এই দেশেই আমারই মত এক রাজকন্যা—পিতার আদেশে পতি নির্ব্বাচনে নিজে—

সভাপণ্ডিত। হাঁ—হাঁ—হাঁ—মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, মদ্ররাজ সুতা সাবিত্রীর কথা মা বলছেন—ওহো হো-হো-হো—সে এক দিন ছিল!

মহামাত্য। হুঁ—

মহাবলাধ্যক্ষ। তখন নারীকে সর্ব্বলোকে দেবীর চক্ষে দেখত!

সুশর্ম্মা। আজ সেই নারী লম্পটের লুণ্ঠনের নিধি! সবই ত জান তুমি মা, জেনে এ প্রস্তাব কেন তুলছ!

লোপামুদ্রা। তাহলে বলুন মহারাজ! নারী যখন লুণ্ঠনের সামগ্রী, তখন তার নিষ্কৃতি কিসে?

রাজা মস্তক নত করিলেন, মহামাত্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, মহাবলাধ্যক্ষ দন্তে অধর দংশন করিয়া কোষবদ্ধ অসি মুষ্টিস্পর্শ করিলেন

সভাপণ্ডিত। কেন?—উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয় গ্রহণে।

লোপামুদ্রা। আপনিই বলুন, এই আর্য্যভারতে এমন উপযুক্ত কে, যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে নারী নিজেকে নিরাপদ মনে করবে?

সভাপণ্ডিত। অনুসন্ধান করলে এমন উপযুক্ত পাত্রের অভাব হবে না, আশা করতে পারা যায়।

লোপামুদ্রা। বিদর্ভের মহারাজ যাকে রক্ষা করতে সদাই সন্ত্রস্ত, ক্ষমা করবেন আচার্য্যদেব, তার উপযুক্ত রক্ষক ভারতের রাজন্য-সমাজে কেউ আছে বলে মনে হয় না,—তাহলে নারীকে আজ এ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত না, দেশের এ দুর্দ্দিন থাকত না।—

সুশর্ম্মা। মা, তুমি বুদ্ধিমতী; সবই বুঝছ ; অবস্থা বুঝে এখন আমাদের নিশ্চিন্ত কর।

লোপামুদ্রা। মহারাজ! তাহলে এ রাজ্যের কুলপ্রথা অনুসারে স্বয়ম্বর ঘোষণা করুন—

সুশর্ম্মা। স্বয়ম্বর!

সভাপণ্ডিত। সর্ব্বনাশ!

মহামাত্য। সেও আজ স্বপ্ন!

মহাবলাধ্যক্ষ। রাজকন্যা আজ আমাদের পুনঃ পুনঃ সমস্যায় ফেলছেন!

সুশর্ম্মা। মা, তুমি ত জান, দানবরাজ ইল্বলের প্রচণ্ড শক্তি রোধ করতে আর্য্যের সমবেত শক্তিও অসমর্থ। বহু স্বয়ম্বর সভায় তার মীমাংসা হয়ে গেছে। তাই স্বয়ম্বর প্রথাও লুপ্ত হয়েছে। আমাদের শোচনীয় অবস্থা জেনেও, কেন এ সমস্যার কথা তুলছ মা?

লোপমুদ্রা। রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হলে স্বয়ম্বরসভায় দানব এসে তাকে লুণ্ঠন করবে, এই নিয়ে আপনাদের সমস্যা ; আর সহধর্ম্মিণীর রক্ষায় স্বামী অক্ষম জেনেও, কন্যাকে নির্ব্বিচারে তাকে বরণ করতে হবে—নারীজীবনের এ সমস্যা আরও কতখানি প্রবল, আপনারাই তার বিচার করুন।

দৌবারিকদ্বয়ের সশঙ্কিতভাবে দ্রুত প্রবেশ

দৌবারিকদ্বয়। মহারাজ!

সুশর্ম্মা। ব্যাপার কি?

১ম দৌবারিক। একটা অদ্ভুত লোক আমাদের বাধা না মেনে এইখানে আসছে—

সভাপণ্ডিত। য়ঁ্যা! দানবদের কেউ নয় ত?

২য় দৌবারিক। লোকটা হয় ত পাগল।

মহাবলাধ্যক্ষ। পাগল তোরাই! নইলে তোদের অতিক্রম ক'রে—

অগস্ত্যের প্রবেশ

অগস্ত্য। সত্যই এদের কোন দোষ নেই, আমি বারণ না মেনে—সটান চলে এসেছি এখানে! হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

সুশর্ম্মা। এদের বারণ না মানা, আর রাজবিধি লঙ্ঘন করা সমান কথা।

অগস্ত্য। তাই নাকি! তবে ত আমি অন্যায়—উহুঁ—তা নয়, তা নয়, তা হতে পারে না;—তবে—আচ্ছা—হ্যাঁ—যদি বলি—আমি ব্রাহ্মণ, তাই রাজবিধি না মেনে—রাজদর্শনে এসেছি! কেন না, শুনেছি রাজার অন্তঃপুরেও ব্রাহ্মণের পথ খোলসা।—নয় কি, পণ্ডিতঠাকুর? হাঃ হাঃ হাঃ—

সুশর্ম্মা। আপনি ব্রাহ্মণ?—প্রণাম।

রাজা, রাজকন্যা, মহামাত্য ও মহাবলাধ্যক্ষের প্রণামের অভিনয়

সভাপণ্ডিত। রও—রও!—তুমি ব্রাহ্মণ? অসম্ভব!—তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে—তুমি একটা বর্ব্বর! ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে সাহস কর—এত ধৃষ্টতা তোমার?—মাথায় শিখা নেই, হাতে জপের মালা নেই, ললাটে ফোঁটা নেই, দেখলেই মনে হয় একটা ঘোর অনাচারী—

অগস্ত্য। হাঃ হাঃ হাঃ—(উচ্চহাস্য)—নিজের নিন্দা শুনলে এমনি হাসি, আর সুখ্যাতি কেউ করলে তখন কাঁদি—এই আমার স্বভাব।

সুশর্ম্মা। বুঝিছি—আপনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আচারভ্রষ্ট,—কেমন ?

অগস্ত্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(উচ্চহাস্য)—একেই বলে—রাজবুদ্ধি! অগত্যা—তাহাই।—হাঁ—তবে একটা কথা—মহারাজের মুখেই শুনতে চাই, আচারটা কি ?

সুশর্ম্মা। আমার সভাপণ্ডিত উপস্থিত আছেন, ইনিই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

সভাপণ্ডিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক সদাচারী বিদর্ভরাজের সভাপণ্ডিত আচারভ্রষ্টের সঙ্গে বিচার করে না।

অগস্ত্য। ক'র না—তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু রাজাকে মিছিমিছি বাড়িয়ে আমাকে রাগিয়ো না বলছি। রাজা যদি আজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক,—তাহলে ব্রাহ্মণ আজ কামাচারী রাক্ষসের ভোক্ষ্য হচ্ছে কেন ? মোক্ষকামী ব্রাহ্মণ আজ তপঃ ত্যাগ করে রাজনীতি নিয়ে রাজার সঙ্গে চর্চ্চা করতে আসে কেন ?

সুশর্ম্মা। আমার অনুরোধ এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক বলে গর্ব্ব করবার দিন সত্যই আজ রাজার নেই। ব্রাহ্মণ যদি আজ আচারভ্রষ্ট হন, সে দোষ ব্রাহ্মণের নয়—রাজার।

অগস্ত্য। আবার বলে সেই—আচার! আচার যে কি, তাই জানে না, তবু তাই নিয়ে পাখীর মত বারবার আওড়ায়—

লোপামুদ্রা। সেটা হচ্ছে পাখীর স্বভাব;—মানুষের স্বভাব অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া। আমরা যখন জানি না, আপনিই জানিয়ে দিন না—আচার কি ?

অগস্ত্য। (এতক্ষণে লোপামুদ্রার দিকে চাহিলেন এবং চোখোচোখী

হইবামাত্র স্বোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন) ওরে—ওরে! এতক্ষণে একজনকে পেয়েছি—যে জানতে চায়! বাঃ বাঃ বাঃ!

সভাপণ্ডিত। বদ্ধপাগল!

অগস্ত্য। ওই ত আমাকে পাগল করে!—হাঁ, কি জানতে চাইছিলে? আচার—আচার—না?—বলব? খুব সোজা ব্যবস্থা,—এতে শিখা নেই, পট্টবস্ত্র নেই, দীর্ঘ ফোঁটা নেই;—ওই—ও, বলে—আচার বাইরে নয় রে—মনে!—মনকে কর শুদ্ধ, মনের মন্দিরে ও'কে ধরে বসা—ওকে জাগা—ওর শক্তি টেনে নিয়ে নিজের শক্তির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মনস্কামনা সিদ্ধ কর্!—নিষ্ঠা বল, শুদ্ধি বল, সাধনা বল, আর তপস্যাই বল—সব—এইখানে! (বক্ষপ্রদর্শন) এইটে নির্ম্মল হলে—আর ও-কে আনতে পারলে।

লোপামুদ্রা। (আত্মগতভাবে বলিয়া ফেলিলেন)—সত্য, অতি সত্য, নির্ভীক কথা! (পিতার নিকট গিয়া) নয় কি বাবা!

সভাপণ্ডিত। ঐ, 'ও'টা কে?

অগস্ত্য। ওরে, ওরে, আমার চেয়েও পাগল—'ও'কে চেনে না!—ওরে, ওযে—মা! তোমার, আমার, সবার, জগতের! ওকে হারিয়েই যে তোরা সব খুইয়ে বসে আছিস্!

সুশর্ম্মা। ওঁকে এখন কি করে আমরা পেতে পারি ঠাকুর?

অগস্ত্য। সেই কথাই ত বলতে এসেছিলেম এ রাজ্যে! কিন্তু শোনে কে? তাই না রাজাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—তাঁর রাজ্যের এ দশা কেন? নইলে, মহারাজ বিদর্ভের রাজনীতির বিচার করতে আসে—বর্ব্বর পাগল অনাচারী অগস্ত্য!

সভাপণ্ডিত ব্যতীত সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন

সুশর্ম্মা। আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন প্রভু!

সভাপণ্ডিত। আমি পূর্ব্বেই এরূপ অনুমান করেছিলেম। আমার কথা মিথ্যা নয়;—ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও অনার্য্য-ভাবাপন্ন—

সুশর্ম্মা। কৃপা করে আসন গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন ব্রহ্মণ্যদেব!

অগস্ত্য। ব্রহ্মণ্যদেব আজ উন্মাদের মত অতিষ্ঠ, বসবার অবকাশ কই? পথে আসতে আসতে দেখলেম, মন্দিরে মন্দিরে পূজার কি ঘটা! নৈবেদ্যের কি বাহার! রাজ-পুরোহিতদের কি উল্লাস!—কিন্তু মা কোথায়? মন্দিরের বাইরে—উপেক্ষিত অনাদৃত ক্ষুধাতুর আর্ত্তের মাঝে!

সুশর্ম্মা মহামাত্যের দিকে চাহিলেন
সভাপণ্ডিত ভ্রূকুটি করিলেন

অগস্ত্য। আরো দেখলেম,—যে মা আমার সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব বিপদের আগে; যাঁকে অগ্রবর্ত্তিনী করে দেবতারা তাঁর পৃষ্ঠ রক্ষা করতেন মহাসমরে; সেই মার অংশ-রূপিণীরা আজ অত্যাচারের ভয়ে অসূর্য্যম্পশ্যার মত অন্ধকার আশ্রয় করেছে,—তাই না অত্যাচার ব্যগ্র লোলুপ হয়ে তাদের লাঞ্ছনা করছে,—আর তারা সহ্য করছে,—রাজা শুনছে, রাজ্য দেখছে; অনাচার হেসে টিটকিরি দিয়ে দুর্ব্বল আচারের গলা টিপে মারছে!

সুশর্ম্মা। সত্য; কিন্তু উপায় কি প্রভু?

অগস্ত্য। উপায়—উপায়?—দেহে রোগ এলে তাকে তাড়াতে ত

উপায়ের অভাব হয় না! মহা মহা বৈদ্য এসে ধন্না দিয়ে পড়ে। সমস্ত রাজ্যের অঙ্গজুড়ে রোগ, রাজ্যের মহামন্ত্রী, মহাবলাধ্যক্ষ, মহাপণ্ডিত সব বিদ্যমান থাকতেও রোগ তাড়াবার উপায় পাচ্ছ না, আশ্চর্য্য!

সভাপণ্ডিত। স্বয়ং অগস্ত্যদেব যখন এখানে উপস্থিত, তিনিই উপায় নির্দ্দেশ করুন!

অগস্ত্য। অগস্ত্যদেব শুধু উপায় নির্দ্দেশ করেই নিরস্ত হবার পাত্র নয়—

সভাপণ্ডিত। তবে?

অগস্ত্য। উপায় আশ্রয় করতে রাজাকে নিয়োজিত করবে।

রাজার সান্নিধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন ও পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন

তুমি রাজা, রাজ্য তোমার রুগ্ন, যে কোন মুহূর্ত্তে ধ্বংস তাকে গ্রাস করতে পারে!—তোমার এ বিলাস কেন? লজ্জা করেনা ঐশ্বর্য্য-বিভব দেখাতে?—সব ত্যাগ কর রাজ্যের রোগ দূর করতে। রাক্ষস রাজ্যের কন্যাদের লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়, তাদের রক্ষা করতে কেউ নেই,—রাজকন্যাকে সন্তর্পণে সুরক্ষিত প্রাসাদে রক্ষা কর কোন্ মুখে?—ত্যাগ কর তাকে—আত্মরক্ষার মন্ত্র দিয়ে,—আদর্শ হও আগে স্বয়ং,—এই ত্যাগের মন্ত্র আর্য্যজগতে ধ্বনিত হোক—ত্যাগের আলোকে আর্য্য তার লুপ্ত শক্তি ফিরিয়ে আনুক—

সুশর্ম্মা। হে মুক্তি-মন্ত্রের ঋষি! সর্ব্বস্বত্যাগের অর্ঘ্য সাজিয়ে আমি তোমার বন্দনা করছি!

নতজানু হইলেন সঙ্গে সঙ্গে লোপমুদ্রা মহামাত্য ও মহাবলাধ্যক্ষ নত হইলেন

সভাপণ্ডিতের মহাবিরক্তির অভিব্যক্তি

অগস্ত্য। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া)—মা! মা! দেখছিস্?—ওকি হাসাছিস যে! আমারই মতন ক্ষ্যাপা, (অবনত রাজা ও রাজকন্যার মস্তক-স্পর্শ করিয়া) বাপ বেটি—দু'জনেই! হাঃ হাঃ হাঃ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

বিচিত্র পরিচ্ছদে বাতাপী ও আতাপীর প্রবেশ

আতাপী। ওমা, এলুম কোথায় গো? বনের যে আর শেষ নেই!

বাতাপী। বনের শেষেই এসে দিয়েছি পা;—এর পরেই বামুনদের গাঁ!

আতাপী। তাই বুঝি গা-টা আমার এমন ছম্‌ছম্ করছে রে?

বাতাপী। কেন? কেন?—গা আবার ছম ছম কর্‌ছে কেন রে?

আতাপী। করবে না? যে কাণ্ড সেখানে বাঁধাতে চলেছি আজ,—খুন্ জখম্ লুঠ—শেষে আগুন!—একদণ্ডেই সব ছারখার, পাড়াকে পাড়া কাবার? গা ছম্‌ছম্ করবে না এতে,—প্রাণ কাঁপে না?

বাতাপী। তুই যে হাসিয়ে দিলি আতাপী? এ সব দেখে এখনো তোর প্রাণ কাঁপে, গা ছম্ ছম্ করে? কই, আমাদের ত কিছুই হয় না,—বরং এমনি কাযের মত কায পেলে—স্ফূর্ত্তি দেখে কে!

আতাপী। তোরা যে পুরুষ,—আর ছেলেবেলা থেকে এইদিকেই যে তোদের টাঁক? তাই মড়কের মত শুধু মড়্‌মড়্ ক'রে ভাঙ্গতেই শিখিছিস!—আর আমরা যে মেয়ে,—মায়ের জাত! তোদের ঘরে এসে জাত হারিয়েও স্বভাবটুকু যে আজো ভুলতে পারি নি—

বাতাপী। ও সব ঘেন্‌ঘেনানী আর শোনাস্ নি আতাপী, মাঝে মাঝে তোকে যেন ভূতে পায়; তখনই চোখ তোর ছল্‌ছল্ করে, এমনি সব মায়ার কথা ক'স! কিন্তু কাযের বেলায় ত ক'সেই কায করিস্ —তখন ত দরদ দেখিনা।

আতাপী। কি করে দেখবি বল? স্বভাব যে খুঁৎটুকু করে,—তোর সঙ্গ যে অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার গলা টিপে মারে! আচ্ছা বলতে পারিস্—তোর দাদা-রাজার বামুন আর মেয়েদের ওপর এত আক্রোশ কেন?

বাতাপী। কেন,—তা জানিস্ না বুঝি? তবে ত তুই গোড়াতেই গলদ করে বসেছিস্?—সে কথা তাহলে বলি শোন্;—এক ছিল ভারী নামী বামুন—তার তপের তেজে সবাই থরহরি কম্প! বড় বড় রাজারা নাকি তাকে খুসী করে অনেক কিছুই আদায় করত;—সুখ, শান্তি, ভাগ্য, এমন কি ছেলে পর্য্যন্ত! শুনে দাদার কেমন ঝোঁক হল;—একদিন তার তপোবনে গিয়ে ধরে বসলেন,—আমার আর কিছুর অভাব নেই, চাই শুধু একটা ছেলে—তারই উপায় করে দিন।—বামুন শুনেই ঘাড় নেড়ে বলল—উহুঁ,—ও হবার নয়। দাদার মাথায় অমনি খুন চেপে গেল।—সেই দিন থেকেই তপোবন ভাঙ্গা আর বামুনমারা যাগ সুরু হয়।

আতাপী। আর মেয়েরা কি অপরাধ করেছিল?

বাতাপী। এক রাজকন্যাকে দেখে রাজার মনটা হঠাৎ কেমন দুলে ওঠে, রাজা তাকে বে করতে চায়। মেয়ের বাপ বলে পাঠায়—হবে না বাপু! শুনেই দাদা-রাজা হন্যে হয়ে ওঠে!—সেই থেকে যত রকমের শক্তি থাকতে পারে—সমস্ত হাত ক'রে—দাদা মেয়ে-ধরা

পালা আরম্ভ করে দিলে।—তাই না আজ লাখো মেয়ে আমাদের কয়েদ-ঘর আলো করে আছে।

আতাপী। তাহলে এই বামুনমারা যাগ আর মেয়ে-ধরা কায—আর কতকাল চলবে ?

বাতাপী। তার কি আর লেখা-যোখা আছে রে ?—যে পর্য্যন্ত থাকবে দাদার মনে ওই রোখ্, আর আমাদের এই যাদুর জোর ?—ওকি, কথাটা শুনেই তোর মনটা বুঝি আবার মায়ায় টন্‌টন্ করে উঠল ?

আতাপী। দূর ! তা কেন ? আমি ভাবছি, আর কেউ যদি এসে আমাদের এ বিদ্যে রোখে ?

বাতাপী। কেউ নেই, কেউ নেই ;—ওরা সব ভেড়ার দল ! ঘরে বসে কি বসে সবাই শিং নাড়ে,—কত কি বলে ;—সামনে এসে উঁকি দিতেও চায়না কেউ !—নইলে, যখন এই জলজ্যান্ত বাতাপী ভেড়া হয়ে ওদের আহার যোগায়—ওরা ত দিব্যি তোয়াজ করে খায় ! শেষে যখন পেট চিরে বেরুই—ওঃ ! কি সে মজা !—কিন্তু আরো বেশী মজা এই—ভেড়া-হয়ে-মরার-কথা শুনে ওরা সবাই ধিক্ ধিক্ বলে গাল পাড়ে,—কিন্তু ভ্যাড়ার মাংস খাবার লোভটুকু কোনো বামুন ছাড়ে না,—এরা আবার আমাদের রুখবে ?

আতাপী। ওরে, চুপ্ চুপ্ ! বামুনের নাম করতে না করতেই ঐ ছাখ এক বামুন দেখা দিয়েছে ?

বাতাপী। ও বাব্বা ! দেখেই মনে হচ্ছে বেশ একটা কাৎলা গোছের বামুন রে আতাপী ! মুখখানা দেখেই এক নজরে চিনে নিয়েছি— লোভীর একশেষ !—যতই লম্বা শিখা, আর ছিটে ফোঁটা থাক—

আতাপী। বলিস কি?

বাতাপী। আর বলাবলি কি? ঢলাঢলি হাতে-হাতেই দেখিয়ে দিতে যদি না পারি, তাহলে আমি মায়াবী বাতাপীই নই! ওরে! এই চোখ দুটোকে ঠাওরাস কি?—চল্‌—চুপি চুপি মতলবটা ভেঁজে নিই—

উভয়ের অন্তর্দ্ধান

বিদর্ভরাজ সভাপণ্ডিত রাজকের প্রবেশ

রাজক। অসূয়া মানুষকে যে অসমসাহসী করে, এ কথা মিথ্যা নয়! তাইনা আজ বিদর্ভরাজের মহামানী সভাপণ্ডিত রাজকশর্ম্মা পদব্রজে এ হেন দুর্গম অরণ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী অগস্ত্যের অনুসরণে উপস্থিত হয়েছে? আমার কত বড় স্বার্থ যে এর সঙ্গে জড়িত আছে, অন্যে তা কি বুঝবে? রাজা, রাজকন্যা যদি পাগল হয়,—অমাত্য, বলাধ্যক্ষ—এরা যদি রাজার মতে মত দেয়,—প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্রাহ্মণ আমি—তার অনুমোদন ত করতে পারি না?—বিশেষতঃ আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও যখন আমারই মতন ব্রাহ্মণ! অগস্ত্য হবে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা,—আর এই রাজকশর্ম্মা করবে তাঁর সেবা?—উহুঁ। জাতিশত্রু যে! কলমীদামের মত সারাজাতটাই যে জড়িয়ে আছে, টানতে আরম্ভ করলেই কোনখান থেকে হয়ত কুলগত সম্পর্ক বেরিয়ে পড়বে,—তখন এই জাত-শত্রু জ্ঞাতি শত্রু হয়ে দাঁড়াবে!—উহুঁ,—এ আপদকে সরাতেই হবে,—তাই না খুঁৎ ধরতে—ছিদ্র খুঁজতে ওর পেছু নিয়েছি—এখন—

আতাপীর সন্তর্পণে প্রবেশ ও রাজকের দুই চক্ষু আচ্ছাদন

য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—এ—এ—এ—বুঝিছি বাবা!—দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—(কম্পন)

আতাপী। (উচ্চ হাস্য—এবং তাহাতে রাজকের ভীষণভাবে কম্পন) হিঃ হিঃ হিঃ!—মিছে কথা; আমি দুর্গাও নই, কালীও নই,—বরং কতকটা অপ্সরী বলতে পার—

রাজক। তুমি যেই হও, আমাকে দয়া কর; আমি নিরীহ ব্রাহ্মণ,—আমাকে ছাড়ান দাও—

আতাপী। ছি! এমনই তুমি বেরসিক? আমি তোমাকে দেখে মোহিত হয়ে চোখ দুটো টিপে ধরলুম, আর তুমি বলছ—ছাড়ান দাও!—ভাল, তাহলে ছেড়েই চললুম—

চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া অপূর্ব্বভঙ্গীতে রাজকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

রাজক। (বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া)—য়্যাঁ! সত্যাই অপ্সরী নাকি? দিব্যটি ত! যেন—বন থেকে বেরুলো টিয়ে—সোনার টোপর মাথায় দিয়ে!

আতাপী। আর চেয়ে থেকে ফল কি বঁধু? আমি চললুম—

রাজক। না—না—না—তা কেন, তা কেন, যাবে কেন? থাক, থাক, যেয়ো না—আগে কি আমি জেনেছিলুম—তোমার এত রূপ?

আতাপী। পণ্ডিত মশাই বুঝি রূপ দেখতে খুব ভালবাসেন?

রাজক। ঠিক ধরেছ সুন্দরী,—রূপের নেশা আমাকে যেন মাতিয়ে

তোলে। তা, সে রাজসভাই বল, বিচারসভাই বল, আর এই অরণ্যই বল! সভায় যখন আহূত হই,—আমাকে বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ পণ্ডিত জেনে—আমার মুখে গাম্ভীর্য্যের হাসি দেখে সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করে,—আর অমনি তারই সুযোগে সভার যে অংশে সুন্দরী মহিলারা বিচরণ করেন,—সেই অংশেই বিশ্বম্ভর হয়ে বসি—বুঝেছ?

আতাপী। একটু একটু বুঝিছি বই কি!—তাহলে বেছে বেছে আমিও ঠিক মনের মতন মানুষ যাচাই করে ফেলেছি বলুন?

রাজক। তা ফেলেছ বই কি সুন্দরী? আর আমার স্বভাবটা কি জান,—তরুণী রূপসীদের সংস্পর্শটা আমি বড় ভালবাসি,—বুঝেছ?

আতাপী। তা আর বুঝিনি? আমিও গুণের জহুরী কি না,—তোমার গুণটুকু দেখেই ধরে ফেলেছি—

রাজক। তাই নাকি, তাই নাকি?—তা—তা—কি গুণ আমার দেখলে বলত—বলত?

আতাপী। দেখবামাত্রই মুখে তুমি মিছরীর ছুরির মতন মনমাতানো হাসি এনে একবারে ইয়ে করে দাও—

রাজক। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, সবাই এ কথা বলে,—আমার চতুর্থ পক্ষের গিন্নী পর্য্যন্ত—

আতপী। গিন্নীও তাহলে আছেন সংসারে? তার ওপর আবার চতুর্থ পক্ষ? ওরে বাবা—

রাজক। তাইত—তাইত—বড় বেফাঁস কথা—কথার পীঠে বলে ফেলেছি!—(প্রকাশ্যে)—হাঁ—হাঁ—তা সে থাকলেও না থাকারই

মধ্যে—বুঝেছ? না আছে তার রূপ, আর না পাবে একটুও গুণ—বুঝেছ?

আতাপী। হাঁ—তা বুঝিছি বই কি!—আর তা থাকলেই বা হয়েছে কি? সে আছে—ঘরে, আর আমরা ত এখন এই ঘোর বনে!—তা দেখ,—তোমার সঙ্গে আমি দেখনহাসি পাতাব মনে করছি—

রাজক। কেন—কেন? বেছে বেছে এই সম্বন্ধটাই কেন—

আতাপী। বুঝছ না?—দেখবামাত্রই যে তুমি হেসে মনটি একবারে ইয়ে করে দিয়েছ!

রাজক। তোমার কথাগুলো কিন্তু ভারি মিষ্ট,—যেমন রূপ, তেমনি কথা—

আতাপী। আর গুণের কথাটাই বলতে ভুলে গেলে? সত্যি গো,—আমার অনেক গুণ,—তার একটা নমুনা না হয় দেখাই—

আতাপীর গান ও নাচ

বঁধু হে, দাঁড়াও তুমি এই তরুতলে।
তোমার ঘিরে নাচব আমি, আজি তালে তালে তালে
তুমি শুধু দেখাও তোমার ইয়ে-করা হাসি
সত্যি বঁধু তোমায় আমি বড় ভালবাসি
তুমি আমার দেখনহাসি, দেখি তোমার কুতূহলে।
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও সখা, আমার বামে নাও
হাসিমুখে ইয়ে ক'রে—শিখাটি দোলাও
ভয় কি বঁধু—চ'মকে কেন চাও?—দেখবে না কেউ—
জানবে না কেউ, ডুবে জল খেলে॥

সুরাভাণ্ড ও পাত্রহস্তে মত্ত অবস্থায় বাতাপীর প্রবেশ

বাতাপী। আরে—রে—রে—রে! য়ঁ্যা,—এই এমন দিনের বেলায়—আমারই বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়াচ্ছ সোনারচাঁদ? বটে—বটে—বটে—

আতাপী। ওমা গো—গেছি গো!—(চাপা সুরে) এখন উপায় কি বঁধু? আমার মিনসে যে—ওরে বাবা? (কম্পনের অভিনয়)

বাতাপীর মদ্যপান ও ভঙ্গীপূর্ণ দৃষ্টিপাত

রাজক। ও বাবা! এ যে ঠিক সেই—এক কৌপীন কা ওয়াস্তে!—একটা কৌপীন বাঁচাতে সাধু সব হারিয়েছিল,—আমারও যে সেই অবস্থা,—শত্রুর সন্ধানে এসে—শেষে চুটিয়ে পীরিত!—একবারে হাতে-হাতে ধরা পড়ে একদম আড়ষ্ট!

বাতাপী। ওরে বেটা চিতে বাঘ! ফোঁটা কেটে—টিকি নেড়ে—তোমার এই কায? আমার বউটিকে একলা পেয়ে বাগাবার চেষ্টা বাবা! (মদ্যপান)

রাজক। (স্বগতঃ) যেমন চেহারা—তেমনি মদ্যপ!—শেষে জোর করে মদ্যপান করিয়ে আচারভ্রষ্ট না করে!—(প্রকাশ্যে)—বাপু হে—শোনো, শোনো, আমার কথা শোনো,—আমার কোনো অপরাধ নেই—ঐ স্ত্রীলোকটি স্বয়ংই উপযাচিকা হয়ে আমাকে—

আতাপী। তবে রে মিথ্যেবাদী মিনসে,—দোষ আমার একার সব, আর তুমি একবারে সাধু! সাতেও ছিলে না, পাঁচেও না! দাঁড়াও ত—তোমার দেখন-হাসি-গিরি ঘোচাচ্ছি আমি—

রাজক। হাঁ—হাঁ—হাঁ,—ছাড়ান দাও বাবা—ছাড়ান দাও—

বাতাপী। আরে—রও—রও—রও,—বিচার করব আমি,—চুপ ! মাল আমার, আমি মালিক ;—সাজাও হবে আমার মন-মাফিক্ !—(আতাপীকে) শোন্—(পাত্রে মদ্য ঢালিয়া)—এই নে—খাইয়ে দে বেটা চিতেবাঘকে !

রাজক। দুর্গা ! দুর্গা ! যে আশঙ্কা মনে করেছিলুম, তাই যে দেখছি—ওরে বাবা, পূর্ণপাত্র নিয়ে এগিয়ে আসে যে—

আতাপী। এই নাও—ধরো।—(চাপা স্বরে) তোমারও বরাত, আমারও বরাত মিনসে এসে পড়লো ! তা বঁধু ! এক পোষে ত শীত পালায় না—খেয়ে ফেলো এটুকু কি আর করবে ভেবে ?

রাজক। রক্ষা কর—রক্ষা কর,—আমি তাহলে আচারভ্রষ্ট হব !

বাতাপী। আহা হা—লুকিয়ে সেরে ফেল না বাবা চিতেবাঘ,—যেমন লুকিয়ে পিরিত চালাচ্ছিলে ! ওতে দোষ নেই, আর এতেই দোষ ?—

রাজক। গন্ধে যে ধরা পড়ে যাব বাবা,—আর মত্ততাও যে সব ব্যক্ত করে দেবে—

বাতাপী। তারও না হয় উপায় করা যাবে বাবা ! ভাবনা নেই, রকম আছে ! দিব্য নধর ভেড়ার থল্‌থলে মাংস,—রাঁধবে আমার এই রূপসী নিজে। তোমার নেমন্তন্ন চিতেবাঘ,—ফলারটা জাঁকবে ভাল,—ততক্ষণ ক্ষিধেটা পাকিয়ে ফেলো বাবা !—চোখটি বুজিয়ে পাত্তরটা খালি করে দাও বাবা,—তারপর আর সাধতে হবে না—নিজেই হাত সুড় সুড় করে বাড়িয়ে দেবে—

রাজক। নিস্তার নেই বাবা নিস্তার নেই,—এখন উপায় ! ব্রহ্মণ্যদেব ! তোমার যে সর্ব্বস্ব যায় !—বাবা অগস্ত্য তুমিই না হয় এসময় অগতির গতি হও—তাহলে না হয় কতকটা—

অগস্ত্যের প্রবেশ

আতাপী। (সর্ব্বপ্রথম দেখিয়া)—ওমা—কে গো এ !—য়্যাঁ !

বজ্রদৃষ্টিতে অবলোকন, তাহার হাত হইতে মদ্যপাত্র পড়িয়া গেল

রাজক। এসেছ বাবা মায়াবী—এসেছ! এসো—এসো—আমার দুর্গতি দেখ—আমাকে রক্ষা কর—

অগস্ত্য। একি—আপনি এখানে ?

বাতাপী। (অগ্রসর হইয়া অগস্ত্যের মুখের দিকে অপূর্ব্বভঙ্গীতে চাহিয়া আত্মগত ভাবে)—তাইত! নতুন বামুণ যে!

রাজক। বনভ্রমণে এসেছিলাম বাবা,—তাইতেই এই বিভ্রাট! এই দুটো অনাচারী বর্ব্বর আমাকে বলপূর্ব্বক মদ্যপান করিয়ে আমাকে আচারভ্রষ্ট করতে চায় ?

অগস্ত্য। বলেন কি ? তবুও আপনার সহজাত আচার আপনাকে রক্ষা করতে পারছে না ? কিন্তু আমি এখন কি করতে পারি ? আপনার বিচারে আমিও ত অনাচারী !

রাজক। (স্বগতঃ) এতক্ষণে সমস্যার ভঞ্জন হল!—ইনিও এ দলেরই ; জলে জল মিশে গেছে কি না, তাই আর উচ্চবাচ্য নেই। দাঁড়াও—আগে নিস্তার পাই—তার পর—(প্রকাশ্যে) তা এখন বুঝিছি বাবা, মনে করলে তুমিই এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের আচারটুকু রক্ষা করতে পার—

অগস্ত্য। আচার! আচার! হাঃ হাঃ হাঃ—এখনো সেই বাঁধা বুলি! কিন্তু ভাবের ঘরে এভাবে আর চুরি চলবে না—ওই ও হাসছে, আর বলছে—না থাক্,—আচ্ছা, আমার সঙ্গে এসো,—কিন্তু

সাবধান! পেছনে অত্যাচার, সামনেও অনাচার, মাঝখানে মূর্ত্তিমান আচার তুমি—হাঃ হাঃ হাঃ!

রাজক। য পলায়তি, স জীবতি!

অগস্ত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আতঙ্কে তাহার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া প্রস্থান

বাতাপী। আ—তা—পী—

আতাপী। কী—ই—ই—ই—

বাতাপী। রোজার ঘাড়েই শেষে ভূত চাপলো!—কিছু কইলে না, রুখলে না, লড়লে না,—শুধু চেয়েই ঘাবড়ে দিয়ে গেলো!

গান

বাতাপী। ও কে? ও কে? ও কে?
দেখেই ওরে—ও আতাপী—
তোর বাতাপীর—
প্রাণটা কেন কাঁপে?

আতাপী। হাতে ওর ধনু, পীঠে বাঁধা তূণ,
বুকখানা কি বড়, চোখেতে আগুন,
ওগো প্রাণবঁধু তুমিই বল না—
পোড়া দুটো চোখ—
ওরি পানে কেন পড়ে থাকে?

বাতাপী। চুপ্ চুপ্ চুপ্—সামলে কথা ক'

আতাপী। সামলাবো কিসে বল?—
আমি যেন হাড়গোড় ভাঙ্গা দ!

উভয়ে। চ চ চ—সরে পড়ি—

কায কি হেথায় থেকে

বোঝা পড়া করুক রাজা—

নিজের চোখে দেখে ॥

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিধ্বস্ত পুলস্ত আশ্রমের একাংশ

সমগ্র আশ্রম ব্যাপিয়া দৈত্যগণের আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা চলিয়াছে; নানাকণ্ঠে নানারূপ চীৎকার,—আক্রমণকারিদের তর্জ্জন-গর্জ্জন, আক্রান্তদের হাহাকার ও আর্ত্তস্বর, আশ্রমভঙ্গের শব্দ প্রভৃতি একটা ভীতিপ্রদ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে।

আশ্রমের এই অংশে আশ্রমবাসিগণ ছুটিয়া আসিতেছিল; কাহারও মাথায় প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্রের বোঝা, কাহারও হাতে বিগ্রহ, কাহারও মাথায় মঙ্গলঘট, কাহারও স্কন্ধে ব্রহ্মজাত, নারীদের ক্রোড়ে শিশু,—তৈজসপত্র প্রভৃতি ছিল। কেহ কেহ ভগ্নস্তূপ মধ্যে লুকাইবার স্থান খুঁজিতেছে, কেহ কেহ পলায়নের পথ দেখিতেছে,—কতিপয় তরুণ সাহস করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া ঘাড় তুলিয়া আশ্রমের অপরাংশের ভয়াবহ অত্যাচার দেখিতেছে ও শিহরিয়া তাহার বর্ণনা করিতেছে।—দৃশ্যস্থলে সমবেত নরনারী প্রত্যেকেরই মুখে ভয়ের ছায়া—মৃত্যু আসন্ন জানিয়া একটা আকুলি-ব্যাকুলি ভাব।—এইভাবে তাহারা কথোপকথন করিতেছিল;—

১ম। এইখানে—এইখানে—এই গাছটার আড়ালে—

২য়। আর একটু এগোলে হয় না?

৩য়। কোথায় এগোবে—চারদিক যে ঘিরে ফেলেছে!

নারীগণ। হা ভগবান! হা ভগবান!

৪র্থ। চুপ্ চুপ্—চীৎকার ক'র না—এখনি এদিকে ছুটে আসবে—

৫ম। (নেপথ্যে চাহিয়া)—ওঃ—কি অত্যাচারটাই না করছে! সব ভাঙছে, যাকে সামনে পাচ্ছে—হত্যা করছে! উঃ কি ভয়ঙ্কর, দেখা যায় না।

নারীগণ ও বৃদ্ধগণ। ভগবান রক্ষা কর—ভগবান রক্ষা কর—

৪র্থ। চুপ করো—চুপ করো—চীৎকার ক'র না—

৬ষ্ঠ। (নেপথ্যে চাহিয়া)—কি সর্ব্বনাশ! মেয়েগুলোকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! ওঃ—

নারীগণ। ও মাগো! কি হবে!

৪র্থ। চুপ্—চুপ্—চুপ্—চীৎকার ক'রনা—থামো থামো—

নেপথ্যে আর্ত্তনাদ। রক্ষা কর, রক্ষা কর, ছেড়ে দাও ;—ওঃ!

নারীগণ। মাগো মা কি হবে?

৪র্থ। চুপ্—চুপ্—চুপ্—

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। ধরো—ধরো—ধরো—

নেপথ্যে আর্ত্তনাদ। রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর—

নেপথ্যে ইঘল। আগুন জ্বালো—আগুন জ্বালো—চারদিকে আগুন দাও—

৫ম। (নেপথ্যে চাহিয়া)—সর্ব্বনাশ—এইদিকে আসে যে—

৬ষ্ঠ। (নেপথ্যে চাহিয়া)—মশাল জ্বেলে দলে দলে ছুটে আসছে—পালাও—শীঘ্র পালাও—

সকলে। পালিয়ে চলো—পালিয়ে চলো—

সকলের বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন প্রয়াস

দলে দলে দৈত্যগণের প্রবেশ, কয়েকজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল ;

দৈত্যগণ। ধর ধর—মারো—মারো—ঐ পালায়—ধর ধর—

নানাকণ্ঠে। চারদিকে আগুন ধরিয়ে দাও—পুড়িয়ে মারো—পুড়িয়ে মারো—

তুমুল কোলাহল,—আশ্রমবাসিদের আক্রমণ—কাহারও কাহারও পলায়ন—কোনো কোনো দৈত্যের পশ্চাদ্ধাবন—ধরিয়া আনা—আক্রমণ—হত্যাকাণ্ড—দ্রব্যজাত বিগ্রহাদি লুণ্ঠন—নারীদের কেশ ধরিয়া আকর্ষণ—তাহাদের ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া হাস্যোল্লাস—ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়ায়,—আক্রান্তদের আর্ত্তনাদ—আক্রমণকারীদের জয়োল্লাস—বিধ্বস্ত আশ্রমে অগ্নিপ্রদান—হতাহতদের সেই অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর অভিনয়।

দৈতরাজ ইল্বলের জনৈক তরুণীকে ক্রোড়ে লইয়া প্রবেশ—আত্মরক্ষায় তরুণীর প্রাণপণ প্রয়াস,—তরুণীর বৃদ্ধ পিতার প্রবেশ, কন্যার মুক্তিপ্রার্থনা—ইল্বলের পদাঘাত—পরক্ষণে পিতাপুত্রী উভয়কেই অস্ত্রাঘাত ও তাহাদের মৃত্যুবরণ—মৃতদেহের উপর দাঁড়াইয়া ইল্বল ও দৈত্যগণের উল্লাসপূর্ণ জয়ধ্বনি।

নেপথ্যে—রণবাদ্য, জয়শঙ্খ ও দামামাধ্বনি—

দৈত্যগণ। জয় দৈত্যরাজ ইল্বলের জয়! জয় দৈত্যরাজ ইল্বলের জয়!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিধ্বস্ত আশ্রমের একাংশ

দৈত্য তরুণী ও তরুণ দৈত্যদের নৃত্যগীত

তরুণ ও তরুণী সকলে।—

রাজা, আমাদের রাজা, আমাদের রাজা।

তরুণগণ।—

আমরা দানব জগতজয়ী, দেব-মানবের ত্রাস,

এই আমাদের অতুল কীর্ত্তি, উচ্চ অভিলাষ॥

তরুণীগণ।—

পাত্র ভরিয়া এনেছি মদিরা, তোমাদের তরে ওগো!

তোমাদের তরে,

ধর ধর ধর—পিয় পিয় পিয়—শ্রমশ্রান্ত অধরে।

(নেপথ্যে চাহিয়া)

ঝম্ ঝম্ ঝম্—জয়-বাজনা তোরা বাজা॥

সকলে।-

রাজা, আমাদের রাজা, আমাদের রাজা॥

বাতাপী ও আতাপীর প্রবেশ

বাতাপী ও আতাপী।—

মেঘের সনে সাপের খেলা, হাওয়ার সনে হাহাকার
আলো করা পুরীর ওপর বহিয়ে দিতে পারাবার—
আমরা পারি, আমরা পারি, মানুষের এই সাজা।

সকলে।—

ঝম্ ঝম্ ঝম্ জয়-বাজনা তোরা বাজা
রাজা, আমাদের রাজা, আমাদের রাজা॥

ইল্বলের প্রবেশ

সকলে। জয় দৈত্যরাজ ইল্বলের জয়! জয় দৈত্যরাজ ইল্বলের জয়।

ইল্বল। এ জয় ত শুধু ইল্বলের নয় ভাই সব! এ জয় যে সমস্ত দৈত্যের! দৈত্যরাজ্যের—বিশাল দৈত্য জগতের!

দৈত্যগণ। (অস্ত্র ও পতাকা সঞ্চালন করিয়া) জয় দৈত্যের জয়,—দৈত্যরাজ ইল্বলের জয়,—দৈত্যকুলের জয়,—দৈত্যজগতের জয়।

সাগরিকার প্রবেশ সঙ্গে সেনাপতি কালকের

সাগরিকা। এই বিপুল জয়োল্লাসের অংশ নিতে আমিও যে এসেছি দৈত্যরাজ!

ইল্বল। একি,—সমুদ্রাধীশ্বরী সাগরিকা! আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! ওরে, ওরে,—পাদ্য আন্—অর্ঘ্য আন্—সিংহাসন নিয়ে আয়—

সাগরিকা। না-না—কোনো প্রয়োজন নেই ও সবের। ধ্বংসের আগুন

জেলে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, আমি এসেছি তাই দেখতে। তোমার সাথেই দাঁড়িয়ে দেখবো—উল্লাসে করতালি দেব,—এতেই আমার তৃপ্তি।

ইবল। তোমার তৃপ্তিতে আমিও চরিতার্থ হব সাগরেশ্বরী !

সাগরিকা। অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি—তুমি বিশ্বত্রাস হয়ে উঠেছ,—আর্য্যনিবাস চুরমার করে দিয়ে অনার্য্যের মুখ করেছ উজ্জ্বল। আর্য্য-নারীদের লুণ্ঠন করে তুমি তোমার বিজয়দুর্গ ভরিয়েছ। আর্য্য-ঋষিরা আজ নিরাশ্রয়, আর্য্য-নারীও অসহায়—

ইবল। আর তাদের অতুল ঐশ্বর্য্যও আজ লুপ্তপ্রায়—তোমারই কৃপায় ! সাগরেশ্বরীর অসংখ্য রণপোত দুস্তর জলধির ওপর প্রভুত্ব প্রকাশ করে আর্য্য-বাণিজ্যও প্রায় লুপ্ত করে এনেছে।

সাগরিকা। সত্য।—এই সত্যের স্বরূপ দেখে আমি আজ স্বেচ্ছায় তোমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি দানবরাজ, একটা উচ্চ আকাঙ্খা নিয়ে—একটা বিরাট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় !

ইবল। সাগরেশ্বরীর মোহময় উক্তি আমি চমৎকৃত হয়েই শুনছি।

সাগরিকা। কি ভুলই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা করে গিয়েছেন। রূপ রস ঐশ্বর্য্যে ভরা বাস্তবের এই বসুন্ধরাকে তাঁরা উপেক্ষা করে—অমরাবতীতে বিজয়-রথ চালিয়েছিলেন। তার ফল এই হয়েছিল—স্বর্গ জয় করেও রাখতে পারেন নি, মর্ত্তেও তাঁদের প্রভুত্ব থাকা হয় নি। শেষে যে তিমিরে—সেই তিমিরেই পড়তে হয়েছিল।

ইবল। দূরদর্শিনী রাণীর এ যুক্তি অখণ্ডনীয় !—তাঁদের এ ভুল—আমারও মনের দ্বারে সাড়া দিয়েছিল।—তাই আজ দৈত্যরাজ ইবলের লক্ষ্য—মর্ত্ত্যে, স্বর্গে—নয়।

সাগরিকা। আগেই এর পরিচয় পেয়েছি রাজা,—তাই না তোমার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছি—প্রতিহিংসা আমার পূর্ণ করতে !

ইবল। প্রতিহিংসা !

সাগরিকা। হাঁ—প্রতিহিংসা !—আর এই প্রতিহিংসা আমার মর্ত্ত্যের সমস্ত আর্য্যের ওপর !—কেন শুনবে ? মহাবল বৃত্রের নাম—তাঁর অতুল প্রতাপ কে না জানে। দেবতার অস্ত্র তাঁর অঙ্গস্পর্শ করত না,—শেষে মর্ত্তেরই এই বিদ্রোহী আর্য্য—বুকের অস্থি খুলে দিয়েছিল —বৃত্রাসুরের মৃত্যুবান গড়তে !—সেই ব্রাহ্মণ ঋষির অস্থিতে হয় বজ্রের সৃষ্টি,—তাতে হল বৃত্রসংহার !—সেই বৃত্রের কুলকন্যা আমি—সে কথা ভুলিনি, ভুলবও না কোন দিন !—তাই এই জাতটাকে দেখলেই আমার মনে হয় যেন একটা ফণাধারী বিষধর সাপ,—চোখের দিকে চাইলেই যেন বিদ্যুৎ স্ফুরণ দেখি—বজ্রগর্জ্জনের আশঙ্কায় শিউরে উঠি !—তাই যখন শুনি, তুমি এদের আশ্রম ভেঙ্গে নিরাশ্রয় করেছ—হত্যা করে ওদের রক্তে ধরিত্রীর বুকে ধারা ছুটিয়েছ—তখন আমি আমার বুকের মাঝে আনন্দ আর চেপে রাখতে পারি না।

ইবল। একই ধারা দুজনের মনে বহে চলেছে রাণী ! তবে তোমার কুলগত প্রতিহিংসা, আর আমার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ;—আমি এই জাতিকে ঘৃণা করি—এদের ধ্বংস কামনা করি।—কিন্তু রাণী, তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে—যে দ্বিজ একদিন বজ্রের জন্য অকাতরে দেহ-যষ্টি দিয়েছিল,—তার শৌর্য্য তার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।—তারই পরবর্ত্তীদের পর্ব্বত-প্রমাণ পুঞ্জীভূত অস্থির ওপর আমি নৃত্য করে দেখিছি—একটুও ব্যথা পাই নি।—এরা পীঠ পেতে নিষ্ঠুর প্রহার নেয়—ফিরেও তাকায় না !—

সাগরিকা। আর এদের নারী জাতি? তাদেরও গতি কি এই পথেই?

ইবল। এইখানেই সমস্যা,—ঠিক বুঝতে পারি না!—নারীই জাতির মর্য্যাদা,—তাই কথায় কথায় এদের অমর্য্যাদা করতে হাত তুলেছি; নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, পীড়ন, প্রলোভন—যত রকম অস্ত্র আছে, সবই প্রয়োগ করেছি, কিন্তু এদের স্থির চিত্তকে টলাতে পারি নি কোনদিন,—হৃদয় জয় করতে গিয়ে বারবার প্রতিহত হয়েছি।—নির্য্যাতন বুক পেতে নিয়েছে, চোখের ওপর পতি-পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু দেখেছে, নিজেও মৃত্যুকে বরণ করেছে—তবুও মর্য্যাদা হারায়নি স্বেচ্ছায়।

সাগরিকা। তাহলে এ জাতি এখনো উপেক্ষার বস্তু নয়!—ঐ অস্থিদাতা ঋষি দধিচির মত যদি আর কোনো মায়াবী এসে এদের দীক্ষা দেয়, তখন এই লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত জাতিই করবে আবার প্রলয় সাধনা!

ইবল। সেইজন্যই এই দুর্ব্বার নারীজাতিকে আমি রুদ্ধ করে রেখেছি রাণী—প্রয়োজন বুঝলেই এদের ধ্বংস কিম্বা দেশান্তরে নির্ব্বাসন—

সাগরিকা। তাহলে ওরা আমারই প্রয়োজন সার্থক করুক রাজা!—এসো—এই মুক্ত প্রান্তরে—আমাদের শত্রুজাতির অগ্নিদগ্ধ আশ্রম-সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই সত্য করি—আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে আমরা দুজনে রণবাহিনী চালাবো,—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই মর্ত্ত্যভূমি আমরা তুল্যাংশে ভোগ করব,—প্রত্যেক পুরুষ বন্দী তোমার আয়ত্তে, আর নারীমাত্রেই আমার ভাগে!

ইবল। আমার কুলপতি মহামতি প্রহ্লাদকে স্মরণ করে আমি এই সত্যে বন্দী হলুম রাণী!

সত্যবদ্ধ হইতে পরস্পর হস্তবদ্ধ হইয়াছেন এমন সময় গানের ঝঙ্কার
তুলিয়া ভীতিপ্রদ ভঙ্গীতে ছায়ার আবির্ভাব এবং
ইবল, সাগরিকা ও কালকেয়ের স্তব্ধভাব

ছায়ার গান

নিজেই বাধা করলে সৃজন, এখন মিছে অঙ্গীকার।
ন্যায়ের পালক ন্যায় হারালে, সইতে হবেই অনাচার॥

ইবল সাগরিকার দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন—নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তিনি সেই
ছায়ামূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া আছেন,—কালকেয় অনুমতি প্রার্থনায় তাহার
রাজ্ঞীর পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়াছে; সাগরিকা হাতখানি
মাত্র তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলেন।—
ইবল সেই মূর্ত্তির দিকে কম্পিতপদে অগ্রসর হইলেন

ইবল। ছায়া—না—কায়া!—কে তুই?

ছায়ার গান

দীর্ণা নারীর ব্যথা আমি, পাঁজর ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস
হলাহলের পাথার আমি, নিশ্বাসে মোর বিষের বাস;
আমার শাপে খড়্গ তোমার, পড়বে খসে চূর্ণ হয়ে,
নির্য্যাতনের তীব্র ব্যথায়—করতে হবে হাহাকার॥

অগ্রগামী ইবলের ঘন ঘন সাগরিকার দিকে দৃষ্টিপাত, তাহার মনোভাব নির্ণয়ে;
গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমনোদ্যত ইবলের উদ্যমকে উপেক্ষা
করিয়া ছায়ার অন্তর্দ্ধান, ইবল তৎক্ষণাৎ ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া
কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দেখিতে না
পাইয়া স্তব্ধ-বিস্ময়ে ফিরিলেন

ইল্বল। কোনো চিন্তা নাই রাণী,—ছায়া—ছায়া! মিথ্যা!

সাগরীকা। মিথ্যা?—সত্য!—গভীর সমস্যা!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাগরিকার প্রস্থান,
কালকের ও ইল্বলের অনুগমন

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

আতাপী ও বাতাপীর প্রবেশ

আতাপী। সত্যই এ হ'ল কি? তোর দাদা-রাজার ভয়ে, মেয়েদের বিয়েটাই আজকাল সবাই লুকিয়ে সারে,—স্বয়ম্বরের পাট উঠে গেছলো বললেই হয়,—আবার সেই স্বয়ম্বর কেঁচে গণ্ডূষ করলে! বিদর্ভরাজার বুকের পাটাটা ত বড় কম নয়!

বাতাপী। মরবার আগে পিঁপড়ের পালক ওঠে, তাকি জানিস না? এরও হয়েছে তাই। এদিকে আবার দাদার মনটাও চুলবুল করছে, এগোতেও পারছেন না,—পেছোতেও চাইছে না।

আতাপী। সে কি! এ যে একটা নতুন কথা শোনালি।

বাতাপী। নতুন কথাই বটে! সেদিন সমুদ্রের রাণীর সঙ্গে আমাদের রাজার মিতালী হয়েছে না! কথা হয়েছে,—গোটা পৃথিবীটা দুজনে বাঁটোয়ারা করে নেবে। শিকারগুলোও সব ভাগাভাগি হয়ে গেছে। দাদার ভাগে পড়েছে—যত সব মরদ, আর রাণীর দিকে যত ছুঁড়ী। রাণী কোনো পুরুষের গায়ে হাত দিতে পারবে

না,—আর কোনো ছুঁড়ীর দিকে রাজার নজরটি পর্য্যন্ত দেবার যো নেই! অথচ, বিদর্ভের এই রাজকন্যাটির মত রূপসী মেয়ে নাকি আর ভূভারতে নেই।

আতাপী। তাহলে ত ভারি মুস্কিল! শেষে এই নিয়ে না মিতালীর বাঁধন ফাঁসে! আচ্ছা,—এই মেয়েটাকে রেহাই দিলেই বা হয়েছে কি?

বাতাপী। সে হবার নয়,—তবে আর আমাদের এ লুকোচুরী কেন? সমুদ্রের রাণী জানতে পারবে না, কাক চীল পর্য্যন্ত টের পাবে না—এমনভাবে রাজকন্যেটিকে উধাও করে আনতে হবে। এইবার আমাদের এ বিদ্যার চূড়ান্ত পরীক্ষা রে আতাপী!

আতাপী। এখন আমাদের করতে হবে কি?

বাতাপী। রাজবাড়ীতে সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে যেতে হবে—আর কি! হ্যাঁ,—ওরে, ভালকথা;—তোকে বলতেই ভুলে গেছি। কাযের মতন কায একটা পাওয়া গেছে, হয়ত এর ভেতর দিয়ে একটা কিছু সুরাহা হ'তে পারে—

আতাপী। কাযটা কি শুনি?

বাতাপী। সেদিনের সেই পণ্ডিতঠাকুরের কথা মনে আছে? সে এসেছিল বিন্ধ্যরাজাকে নেমন্তন্ন করতে। ফেরবার পথে আমার চোখে পড়ে যায়; যেমন পড়া, অমনি একটা মতলব ভেঁজে নেওয়া গেল। বোবা বুলবুলকে লেলিয়ে দিয়ে এসেছি। পাহাড়ের নীচেই বামুনের রথ, লোকজন সব,—বামুন এখন সে সমস্ত ভুলে বুলবুলের পেছনে তাড়া করেছে।

আতাপী। সে কি রে! সেই ভয়কাতুরে আহাম্মুখটা বুলবুলকে করেছে তাড়া?

বাতাপী। হাঁ রে হাঁ!—আগে ভেবেছিলুম, ঐ পণ্ডিতঠাকুর বুঝি শুধু রূপেই মস্গুল,—এখন দেখছি সেটা মস্ত ভুল! রূপ-চেহারা এসব ত পরে, মেয়েমানুষের সাড়ী-ঘাগ্‌রা দেখলেই ঐ চিতেবাঘ একবারে হন্তে হয়ে ওঠে—দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে—তারই পেছনে পেছনে ছোটে!

আতাপী। বল্‌ছিস্ কি?

বাতাপী। নইলে এজাতের এমন অধোগতি হয়? ঐ দ্যাখ্ দ্যাখ্ বোবা বুল্‌বুল্ কেমন ঢং করে নিতম্ব দুলিয়ে আসছে—আর তোর সেই দ্যাখ্‌নহাসিও ওর পেছু পেছু—দ্যাখ্—দ্যাখ্—

আতাপী। ওমা, পোড়াকপাল মিনসের! গলায় দড়ি জোটে না গা—

বাতাপী। সেটা না হয় তুই জোগাড় ক'রে রাখ্,—হয়ত এখনি দরকার হবে। চল্ আমরা ঐ পাথরখানার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।

প্রস্থান।

জমকালো ঘাগরা-পরিয়া, রঙ্গিন জরিদার ওড়নায় অবগুণ্ঠন দিয়া বুলবুলের বিশেষ ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে প্রবেশ, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজকের প্রবেশ

রাজক। পাহাড়ের এই পথটা কি করে পার হব ভেবে, বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলুম, ভাগ্যক্রমে এই অবগুণ্ঠনবতী সঙ্গিনীটিকে পেয়ে গেলুম। কিন্তু ওঁর পেছু পেছু এতদূর এলুম,—বাক্যের আদানপ্রদান ত হ'ল না কিছু! শুধু ইসারা, হাত, মুখ, ঘাড় নাড়া—ব্যস্! চন্দ্রবদনটুকু মেঘেই ঢাকা রইল বরাবর। একটা শ্লোক আছে—সম্পূর্ণ কুম্ভো ন করোতি শব্দম্!—কলসী পূর্ণ হলে শব্দ করে না :—এই বাক্য-হীনার পক্ষেও একথাটা খাটে! রূপ একবারে কানায়-কানায়

পূর্ণ কি না—তাই কথা বেরুতে চায় না।—যাই হোক্—এইবার আলাপটা জমাবার চেষ্টা দেখা যাক্!—(অগ্রসর হইয়া নিকটে গিয়া)—বলি সুন্দরী! শাস্ত্রে বলে, সাত পা একসঙ্গে চললে বন্ধুত্ব হয়,—তা আমরা দুটিতে ত হাঁটি-হাঁটি পা পা করে—এতবড় পাহাড়টি পেরিয়ে এলুম,—কিন্তু কথাবার্ত্তা ত হ'ল না কিছু! মুখখানা ত বরাবর ঢেকেই রেখেছ, এতে কি বন্ধুত্ব গাঢ় হয় ভাই? হাঁ, এখন আমি তোমার ঐ ঘোমটাখানি—অর্থাৎ এই মেঘখানাকে সরিয়ে দিয়ে আমার বন্ধুর চাঁদবদনের আলোটুকু—

অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতেই বুলবুলের দীর্ঘদন্তপাটি-সমন্বিত অতি ভয়াবহ মসীলাঞ্ছিত কদর্য্য মুখ প্রকাশ পাইল

ওরে বাবা এ কে রে!

সভয়ে পশ্চাৎপদ হইতেই বুলবুলের বিচিত্রভঙ্গীতে তাহার দিকে ধাবন

রাজক। ওহো হো—এ দগ্ধ অদৃষ্টে মেঘ ফুঁড়ে চাঁদ ফুটলো না—বজ্র জ্বলে উঠলো রে বাবা! এই সঙ্গিনীর ঘাগরা আর ঘোমটা দেখে পিছু পিছু আমি—ওরে বাবা!—আবার কাছে ঘেসতে চায়!—সসর্পে চ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ!

ব্যতাপীর প্রবেশ

ব্যতাপী। এবার বিষস্য বিষমৌষধম্ হোক্ পণ্ডিত মশাই! এই রূপসীর দৃষ্টিই যখন তোমাকে এমনতর করে তুলেছে, এবার এর সঙ্গে যুগল-মিলন হয়ে যাক্,—তাহলেই বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে!

রাজক। ও-বাবা,—তুমিও এসে জুটেছ আবার! আমি তোমাকে চিনিছি,—সেই ফুটফুটে ছেনাল ছুঁড়ীটার মণ্ডপ ভেড়ুয়া তুমি—

। তোমার যা ইচ্ছে হয়, তাই বল বাবা চিত্তেবাষ ;—কিন্তু আজ আর ছাড়ান পাচ্ছ না যাদু।—তোমাকে আজ জাদু করবই—ওই ফুটফুটে ছুঁড়িটির সঙ্গে গাঁটছড়া তোমার বেঁধে দেবোই,—তার পরে খুলে দেব বাবা মদের ভাঁটি,—আর ইয়া নধর ভেড়ার থল্‌থলে মাংস! বুঝেছ?

রাজক। হা হতোস্মি! এইবার গেছি! দোহাই বাবা,—আমাকে দয়া কর,—আমি তোমাকে—

এই সময় রাজকের অলক্ষিতে বুলবুল তাহার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া তাহার দুই কাঁধের উপর দুইখানি হাত রাখিয়া মুখখানি ফিরাইতেই রাজক আতঙ্কে লাফাইয়া উঠিল

ওরে বাবা—মরলুম—মরলুম! রক্ষা কর—রক্ষা কর—ব্রহ্মহত্যা হয়—

নেপথ্যে বিন্ধ্য। ভয় নেই—ভয় নেই! ভীমরুল! শার্দ্দূল! হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার!

বাতাপী। এই রে সব মাটি হয়ে গেল,—জাল গুটিয়ে নে বুল্‌বুল!—

বাতাপীর প্রস্থান,—বুলবুল রাজকের মুখের নিকট মুখখানি আর একবার তুলিয়া—বাতাপীর অনুসরণ করিল

অন্যদিক দিয়া বিন্ধ্য, ভীমরুল ও শার্দ্দূলের দ্রুত প্রবেশ

বিন্ধ্য। আরে—আপনি রাজপণ্ডিত মশাই? আপনি এমন করে চীৎকার করছিলেন? একি—এখনো কাঁপছেন যে!—পণ্ডিত মশাই!

রাজক। য়্যাঁ!—কে!—বিন্ধ্যরাজ! আঃ—বাঁচা গেছে বাবা! ভগবান মানীর মান-রক্ষা করেছেন।

বিন্ধ্য। কি হয়েছিল দেবতা? আপনি এপথে কেন? আপনার রথ ত পাহাড়ের ওদিকে!

রাজক। আর কি দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞান আছে বাবা! যে অপদেবতার পাল্লায় পড়েছিলুম! কি চেহারা, কি মুখ, কি চোখ, কি চাউনিরে বাবা!

বিন্ধ্য। কি বলছেন পণ্ডিত মশাই? কাকে দেখেছেন এ জঙ্গলে?

রাজক। আর বাবা! দিব্যি জমকালো ঘাগরা-পরা, একটা মেয়ে আমার আগে আগে যাচ্ছিল, মুখখানা তার ঘোমটায় ছিল ঢাকা,—যেই ঘোমটা তার খুলিছি—আর অমনি যেন কেঁচো খুলতে বেরুলো জাতসাপ ফোঁস ক'রে!—ওরে বাবা, কি বিটকেল মুখ,—ইয়া লম্বা লম্বা দাঁত,—তারপর কিনা—দুটি হাত বাড়িয়ে এলো আমাকে জড়িয়ে ধরতে! ওরে বাবা—

বিন্ধ্য। আর তুমিই বা কি রকম পণ্ডিত বাবা! মেয়েলোক চলেছিল ঘোমটা এঁটে,—তোমার তারদিকে নজর পড়ল, কেন দেবতা? আবার নিজেই বলছ—তাঁর ঘোমটা তুমি নিজেই সরিয়ে দিয়েছ! আরে ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! তোমার এই কায!

ভীমরুল। সর্দ্দার! এ পণ্ডিত ঝুটো, ঝুটো;—ওনাকে খাতির দিতে মেরাক্ষরা যখন নাচতে থাকে, ওনার ছটফটানি ধরেছিল—

শার্দ্দূল। আমার আঁখ দুটো তখন জলে গিয়েছিল,—চুপচাপ্‌ ছিলুম শুধু সরদারের মুখ চেয়ে—

বিন্ধ্য। ছি! ছি! ছি!—তাড়াতাড়ি কায সব শেষ করে ভাবলুম,

পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গেসঙ্গেই যাই। তা কি তখন জেনেছি—পণ্ডিত মশাই এখানে স্ত্রীলোকের ঘোমটা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

রাজক। না—না—বিন্ধ্যরাজ! ঠিক তা নয়,—কোনো মন্দ অভিপ্রায়—

বিন্ধ্য। থাক্ থাক্ কথা আর আড়াল করবেন না দেবতা। আমি আর আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না;—আমার মনে ভারি ব্যথা লেগেছে। এত বড় নামী পণ্ডিত আপনি দেবতা,—আপনার প্রবৃত্তি এত নীচ? একবারে পাহাড়ের খাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছেন।—এই শার্দ্দূল! পণ্ডিতমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যা,—রথে চাপিয়ে দিয়ে তবে ফিরবি। আজ আর আমার রওনা হওয়া হবে না। আরে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা!—নিজেও লজ্জায় একবারে ছোটো হয়ে গেলুম—

ভীমরুল। তাহলে কি যাওয়া বন্ধ করলে সরদার!

বিন্ধ্য। বন্ধ করিনি রে, তবে যাব আমরা পরে।—আমি ত রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর দেখতে যাচ্ছি না ভীমরুল,—যাচ্ছি রাজার গুরু দেখতে। গুরুর কথায় বুক উঁচু করে রাজা করেছে মেয়ের স্বয়ম্বর।—তাই দেখতে সাধ ভীমরুল,—ঐ গুরুর বুকের পাটাখানা কত বড়—কি রকম শক্ত।—মা বিন্ধ্যবাসিনী জানে, বিন্ধ্যের গুরু মিলবে কবে!

ভীমরুল। মায়ী ত তোমাকে স্বপ্নে তা জানিয়েছে রাজা!

বিন্ধ্য। জানিয়েছে ভীমরুল, জানিয়েছে—সত্য! বলেছে—গুরু তোর এসেছে, গুরুর মত গুরু—যেমন তুই চেয়েছিস! কিন্তু—গুরুর মূর্ত্তি ত দেখলুম না ভীমরুল! মা নিজে তার মূর্ত্তি দেখালে,—কি রূপ রে ভীমরুল, সে তোকে কি বলব! তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই,—

যেমন মানুষ দেখি, মা যেমন হয়,—দশটা হাতও নয়, আর কিস্তূত-কিমাকার মূর্ত্তিও নয়, কিন্তু তবু কি রূপরে! আমি দেখে—মা—মা করে ডেকে উঠলুম।—কিন্তু মার দুটো ফাঁকা কথাই শুনলুম,—গুরুর মুখ ত দেখলুম না!

ভীমরুল। কুচ পরোয়া নেই সরদার! মা যখন বাতলে দিয়েছে,—তখন গুরু মিলবেই—হাঁ রাজা—গুরু তোমার মিলবেই।

বিন্ধ্য। মায়ের ইচ্ছা ভীমরুল, মায়ের ইচ্ছা!—চল্—মন্দিরে গিয়ে মার সামনে লুটিয়ে পড়ি—মনটাকে দেহটাকে খাঁটি করে নিই—

উভয়ের প্রস্থান

বুলবুলকে লইয়া বাতাপী ও আতাপীর প্রবেশ

গান

বাতাপী। ভেঙ্গে গেলো বিয়ের খেলা—
এখন ক'নে নিয়ে করি কি?

আতাপী। ভাবনা কি, ওরে ভাবনা কি?
আয় তোর গলাতেই ঝুলিয়ে দি।

বাতাপী। ছি—ছি—ছি! তোর হিংসের ভরা প্রাণ,
তাই কনে দেখে আমায় করিস অপমান,

আতাপী। সে ত ব'ল্‌বিই,—আমি যে তোর ভাঙা কুলো—
ঝাড়তে ওঁছা ধান;
ঘর কর্ তুই ওকে নিয়ে, এবার আমার ছুটি।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রাজোদ্যানের একাংশ

অদূরে স্বয়ম্বর সভা

অগস্ত্য

অগস্ত্য। বিদর্ভের রাজকন্যা সনে—
যেমনই হইল পরিচয়,
পিতৃগণ জানালেন— আদেশ সন্তানে
কুল রক্ষা হেতু বিবাহ করিতে হবে।
সর্ব্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র, এই কণ্ঠ হতে
যেইমাত্র হয়েছিল উচ্চারিত,—
সর্ব্বনাশী তুমি,
অমনি দেখায়ে দিলে—
জীবনের এই অভিনব ব্রত।
কি সে অতুল ক্ষণ,
মনে হলে এখনও উঠি শিহরিয়া।
রাজকন্যা উপস্থিত, সাথে সাথে রাজা,
শুধু আত্মরক্ষা হেতু—
স্বয়ম্বর ব্যবস্থার কথা,
হয়েছিল উচ্চারিত সেই সন্ধিক্ষণে অকস্মাৎ।
কি জানি, কি আছে তোর মনে,

সমগ্র ভারতে এ বারতা তুলিয়াছে গভীর বিস্ময়।
কি প্রলয় হয় উপস্থিত,
তাহা দেখিবার তরে সবে সচকিত।
ওরে, ওরে!—যত তোরে করি তিরস্কার,
চিত্তের ওপর পড়ে—
ততোধিক আঘাত আমার!
এই ত স্বভাব তোর!
বার বার কেন পরীক্ষায় ফেলিস্ সন্তানে?
যে ব্রতের আয়োজন আজ করিয়াছি,
সিদ্ধি তার তোর হাতে—
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী।
তার পর,—হাঁ, ভুলি নাই—ভুলি নাই,
মনে আছে,—পিতৃগণ পরিতুষ্টি হেতু,
বিবাহ করিতে হবে।
কিন্তু, কে দেবে দুহিতা—
গৃহহীন অতি দীন তোর এই উন্মাদ সন্তানে?
কোন্ কন্যা বরিবে স্বেচ্ছায়
সর্ব্বহারা সন্ন্যাসীরে!
হাঃ হাঃ হাঃ—হাসি আসে ভাবিলে এ কথা।

ছায়ার প্রবেশ

গান

ওগো! এই দুটোই ও ভালবাসে!
কখনো কাঁদায়ে নিজে কাঁদে, আবার হাসিয়ে ও-যে আপনি হাসে।

দেখেছে ও তোমায় হাসি,
হাসছে তাই যে সর্ব্বনাশী,
(আবার) ঐ শোনোনা বাজায় বাঁশী, সুরটি তার ভেসে আসে।
(তোমার) মনের দুয়ার ভেঙ্গে দিয়ে ঐ বুঝিগো পশে॥

অগস্ত্য। এ কি আকুলতা মনে করি অনুভব!
কি বারতা কহে গেল নারী?
বুঝিতে না পারি,
শরীরী কি অশরীরী বামা!
ছায়া,—কিম্বা কায়াময়ী!
মনে হয়—সাথে সাথে যেন সদা ফেরে।
কি বলিলে? বল, বল,—
কোথা চলে গেলে—লুকালে কোথায়?
আমায় চেননি আজো?
আবার কি সমস্যায় ফেলিতে বাসনা!

প্রস্থান

পুষ্পসজ্জায় সজ্জিতা শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা লোপামুদ্রা ও সখিগণ

১ম। এই সাজে তোমাকে কি সুন্দরই মানিয়েছে সখি!

লোপামুদ্রা। সত্যি নাকি?

২য়। মুকুরেও দেখলে না, কি বাহার খুলেছে রূপের!—তোমার সব তাতেই অনাস্থিষ্টি!

১ম। তবে একথা বলব একশোবার—গাছপালা, ফুল-পাতা নিয়ে বাগানে দিন কাটাতে, সে কষ্ট তোমার সার্থক হয়েছে। গায়ে গয়না এক-

খানি পরনি, মণিরত্নের সম্পর্ক নেই, তবু এই ফুলপাতার সাজে কি স্থন্দর মানিয়েছে তোমাকে রাজকুমারী!

লোপামুদ্রা। বলিস্ কি?—স্থন্দর, স্থন্দর,—সবারই মুখে এই কথা!—এইতেই কি মনের যত ঐশ্বর্য্য!—প্রাণের সৌন্দর্য্য! কিন্তু আশ্চর্য্য এইটুকু, ত্যাগের মন্ত্র যিনি শেখালেন, তিনিই আবার ভোগের পথ দেখিয়ে দিলেন! ঠাকুরটি গেলেন কোথায়? এই খানেই ত ছিলেন! তাঁর আশীর্ব্বাদটুকু নিতে এলুম যে,—সামনেই ত মহাপরীক্ষা—

ছায়ার প্রবেশ

গান

তাই এসেছি নিয়ে হাসি, তোমায় আশীষ দিতে।
সত্য হোক, সিদ্ধ হোক, কাম্য তোমার ত্যাগের পথে॥

লোপামুদ্রা। তুমি! তুমি!—আবার এসেছ? কি বললে? আমার কি কামনা, তুমি তা জান?—কিন্তু, আজ তোমার একি মূর্ত্তি? সেদিন কেঁদে আমাকে কাঁদিয়েছিলে, আর আজ হাসছ?

ছায়ার গান

জানি আমি সব সে যে জানায়,
কাঁদি তখন কাতরে যখনি কাঁদায়,
আবার হাসি ভরি কানায় কানায়—
আজ এসেছি হাসিতে।

লোপামুদ্রা। হাসতে এসেছ আজ, আশ্চর্য্য! সেদিন কেঁদে বলেছিলে—ত্যাগ করতে, আজ সে মন্ত্র ভুলে গ্রহণ করতে চলেছি দেখে হাসছ?

ছায়ার গান

ত্যাগের ধনে ধনী তুমি, বুঝবে ত্যাগের মর্ম্ম,
ঝরণা যেমন গ্রহণ করে, তেমনি ঝরে ত্যাগের কর্ম্ম,
শূন্য ঘড়া উপুড় করা নয় ত ত্যাগের ধর্ম্ম,
সর্ব্বত্যাগী শিবের ঘরে অন্নপূর্ণা অন্ন হাতে ॥

১ম। ওমা,—দেখতে দেখতে গেল কোথায় ?—ও কে গো
২য়। কথার ছিরি দেখ,—গা যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।
লোপামুদ্রা। সেদিনের মত আসিয়া চকিতে,
চিত্তপটে ফুটাইয়া চিত্র মনোরম,
চলে গেলে চপলার উতল উল্লাসে !
ত্যাগের কি মর্ম্মকথা শুনালে আমায়,—
মর্ম্মবীণার তারে,
ওঠে একি অভিনব সুরের ঝঙ্কার !
অন্নপূর্ণা অন্নহাতে, সর্ব্বত্যাগী শিবের—

অগস্ত্যের প্রবেশ

দেব ! আজ্ঞামত হয়েছি সজ্জিতা,
আসিয়াছি লইতে আশীষ !—(প্রণিপাত)
অগস্ত্য। দেবী !—তুমি ?
হাঁ, সজ্জা তব হইয়াছে অতি পরিপাটি,
সর্ব্বত্যাগী রাজনন্দিনীর উপযুক্ত সাজ।
লোপামুদ্রা। লজ্জা মনে আসে প্রভু সজ্জার কথায় !
ঐ যবনিকা অন্তরালে—

স্বয়ম্বর মহাসিন্ধু স্থির হয়ে আছে,
হিংস্র নক্র কত শত তাহে
করিছে বিরাজ,
উদগ্র লোভের কলুষিত দৃষ্টি লয়ে।
ত্যাগের পীযূষধারা আকণ্ঠ করিয়া পান,
অপেয় সিন্ধুর ঐ অপকৃষ্ট বারি,
করপুটে করিতে গ্রহণ—এখনি ছুটিতে হবে

অগস্ত্য। হে কল্যাণী! বুঝিতেছি সব।
কিন্তু দেবী, ইচ্ছা ঈশানীর,
এই বুঝি ভবিতব্য তব।
সিন্ধু নহে শুধু হিংস্র নক্রের আশ্রয়,
নানাবিধ গুণবন্ত রত্নেরও আলয়।
হও নির্ভয়,—
কর নির্ভর—উহারে।
আশীষ আমার দেবী!—
সার্থক হউক তব চিত্তের সাধনা।

সুশর্ম্মার প্রবেশ

সুশর্ম্মা। প্রভু! আসিয়াছি আদেশ লইতে
সুসময় উপস্থিত।
সভাস্থলে সমবেত হয়েছেন
আমন্ত্রিত রাজগণ সবে।
ব্যগ্র সবে—

অগস্ত্য। কন্যা সন্দর্শনে ?
ভাল, ভাল, রাজকন্যা সুসজ্জিতা ;
লয়েছেন আশীষ আমার,
লয়ে যাও সভাস্থলে।

সুশর্ম্মা। আপনার উপস্থিতি—

অগস্ত্য সেকি ! মম উপস্থিতি ! হাঃ হাঃ হাঃ—
কোনো প্রয়োজন নাই উপস্থিত।
যাও, যাও, কন্যা লয়ে যাও,
কাল বয়ে যায়।
আছে মম অন্য কায।

সুশর্ম্মা। অদ্ভুত !

লোপামুদ্রা প্রহেলিকা !
কিম্বা আরো কোনো কঠোর পরীক্ষা !

অগস্ত্য। দেবী ! শুভক্ষণ উপস্থিত,

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যাদি

শোনো শঙ্খধ্বনি !
মুহূর্ত্ত বিলম্ব শ্রেয়ঃ নয়।

সুশর্ম্মা। মা আমার—

লোপামুদ্রা। (অগস্ত্যের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, চোখোচোখি হইতে উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন) চল—বাবা।

অগস্ত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অগস্ত্য। কি ইচ্ছা—তোর মনে ইচ্ছাময়ী ?
কি প্রলয় তুলিতে বাসনা ?

মনে বুঝি এই সাধ তোর—
সভায় বসিয়া—লক্ষ্য হয়ে সবাকার,
বিস্ময় সঞ্চার করি,
কিম্বা ডুবি স্বখাদ সলিলে শ্যামা !
ওরে, না-না-না—
আবার উন্মাদ তুই করিবি আমায়।
ক্ষমা—ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী,
ভিক্ষা মাগিতেছি আজি করপুটে,
এ শঙ্কটে, হে শঙ্কটা কর ত্রাণ—
মনোমত পতি দান—কর এ কন্যায়।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্বয়ম্বর-সভা

রাজকন্যার জন্য রক্ষিত একটি অনুচ্চ বেদী

বেদীর পুরোভাগে সুদেব (মহামাত্য), পুণ্ডরীক (মহাবলাধ্যক্ষ), রাজক,
বেদীর পশ্চাদ্ভাগে নানা দেশীয় রাজগণ সমাসীন —
নেপথ্যে মধুর বাদ্যাদি।

যেমন বিদ্ঘুটে গুরু, তেমনি একগুঁয়ে মেয়ে। বর আর পছন্দ হয় না !—ঐ দেখুন না—ওদিকের ও-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো পর্য্যন্ত শুধু পাইচারী করেই বেড়াচ্ছে ; কাউকেই আর মনে ধরছে না—

সুদেব। কারুর দিকে ভাল করে তাকালেই না। কোনো রাজার বৃত্তান্তই কান পেতে শুনতে চায় না !—ঐ দেখুন—আর শুনুন—

নেপথ্যে ভট্টরাজ। রাজকুমারী! ইনি কলিঙ্গের মহামানী রাজা অনঙ্গসেন। এঁর ঐশ্বর্য্য—

পুণ্ডরীক। রাজকন্যা আর শুনলেন না। কলিঙ্গরাজের দুর্ভাগ্য !

নেপথ্যে ভট্টরাজ। ইনি মগধেশ্বর বীরব্রহ্ম। এঁর সুনাম, সম্মান, প্রতিষ্ঠা—

রাজক। পাশ কাটালে !—গ্রাহ্যই করলে না অতবড় নামী রাজাটাকে !

নেপথ্যে ভট্টরাজ। রাজকুমারী! বারাণসীর মহারাজ ধর্ম্মধ্বজ তোমার সম্মুখে। যাঁর পুণ্যপ্রতাপ—

রাজক। ব্যস্! ভট্ট-বেচারীরও পণ্ডশ্রম, আর মহারাজদের দগ্ধ বরাত !—ওদিকত শেষ হয়ে গেল! এবার দেখুন, এখানে যদি কারুর বরাত খোলে।

রাজাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ভাব

১ম রাজা। ওদিকের রাজাদের নিরাশ করে এবার এদিকে আসছেন।—মরি, মরি, কি রূপ !

ভাল হইয়া জাঁকিয়া বসিলেন

২য় রাজা। রূপ! আজ তোমার পরীক্ষা!—বরাবর তোয়াজ করে এসেছি—মুখ আজ রেখো বাবা !

গোঁফে চাড়া দিলেন

৩য় রাজা। ঘাড়্টা একটু তুলেই বসা যাক্;—রূপের যে-টুকু খুঁৎ—পোষাকেই তা পুষিয়ে দিয়েছি। এখন দেখি !—

মাথায় মুকুট ভাল করিয়া আঁটিয়া দিলেন

৪র্থ রাজ। আঃ—এটাকে আর কিছুতেই সামলাতে পারি না! এ যেন একটা আপদ।—অথচ কোমরে বাঁধা চাইই! বিয়ের সভায় হাতিয়ার কেন বাবা?

সুশর্ম্মার প্রবেশ

রাজক। রাজকন্যা দেখছি প্রলয় বাধাবে মহারাজ!

সুশর্ম্মা। কেন এ কথা বলছেন রাজপণ্ডিত, হয়েছে কি?

রাজক। আর হবে কি! ওদিককার কাউকেও পছন্দ হল না,—এখন এদিকের এই ক'টি ভরসা!

সুশর্ম্মা। মেয়ের পছন্দের ওপর আমরা ত কিছু বলতে পারি না রাজপণ্ডিত,—আর সেটা উচিতও নয়।

সুদেব। কিন্তু, রাজকন্যা যদি কাউকেও পছন্দ না করেন, তখন একটা বিষম অনর্থ উপস্থিত হবে মহারাজ!

সুশর্ম্মা। সবই ভবিতব্যের খেলা, অমাত্যবর!

ভট্টরাজ,—(সর্ব্বাগ্রে) লোপামুদ্রা (তাঁহার পশ্চাতে), পুষ্পমাল্য ও চন্দন হাতে সহচরীদ্বয়, (সর্ব্বপশ্চাতে) সুশৃঙ্খলে প্রবেশ করিলেন

ভট্টরাজ। হে রাজনন্দিনী কর নিরীক্ষণ—
গান্ধারের মহারাজ ত্র্যসদস্যু বিচক্ষণ।

লোপামুদ্রা মুখ ফিরাইলেন

ভট্টরাজ। শ্রুতর্ব্বা ইহাঁর নাম, অবন্তীর পতি,
মহা ধর্ম্মশীল রাজা, জ্ঞানে বৃহস্পতি।

লোপামুদ্রা মুখ ফিরাইলেন

ভট্টরাজ। দ্রাবিড়ের অধিপতি ইনি সুব্রহ্মণ্,
মহাপ্রাজ্ঞ, মহাসুধী, দানে অতুলন।

লোপামুদ্রা মুখ ফিরাইলেন

ভট্টরাজ। বৃধবশ্ব ভুপতি ঐ—রূপে কামদেব—

লোপামুদ্রা পশ্চাৎ ফিরিয়া আস্তে আস্তে বেদীর উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন

ভট্টরাজ। আশ্চর্য্য !—রাজকন্যা ফিরিয়া দাঁড়ায়,
এ সভায় কেহ ওঁর মনোনীত নয়।

রাজগণ—দৃশ্যস্থলে ও নেপথ্যে। ধিক্—ধিক্—ধিক্ !

ইল্বলের প্রবেশ

ইল্বল। সাধু ! সাধু ! সাধু !
উপেক্ষিত রাজাদের—মিলিত কণ্ঠের
ঐ নিন্দার উত্তরে,
আমি শুধু তুলিয়াছি সাধুধ্বনি,
হে সুন্দরী ! তোমার উদ্দেশে।
দেহ ভট্ট,—মম পরিচয়।

সভায় সমবেত সকলের চাঞ্চল্য ও উদ্বেগভাব

ভট্টরাজ। কে তুমি, অকস্মাৎ পশিলে হেথায়—
মূর্ত্তিমান প্রলয়ের মত ?
আমি ত চিনি না তোমায়,
পরিচয় কিবা দিব !

ইল্বল। চেন না আমায়?—আশ্চর্য্য ত!
আমন্ত্রিত রাজন্যের পরিচয়-পাঠে,
তুমি নিয়োযিত হেথা!
চিনিয়া রেখেছ শুধু—
ঐ সব শূরবীর ধনুর্দ্ধরদের,
ধনুকের ভারে—
ধরে যারা ন্যুব্জ-পীঠ উটের আকার?
শোনো তবে পরিচয়—
সর্ব্ব ভূপতির পতি—ইল্বল আমার নাম,
নিখিল ভুবনত্রাস—দৈত্যকুলনাথ।

সভাস্থ সকলের বিস্ময় ও ত্রস্তভাব
সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটস্বরে সভাস্থ জনগণের উক্তি—

১ম। মূর্ত্তিমান বিপ্লব।
২য়। সাক্ষাৎ যম!
৩য়। কি ভীষণ?
পুণ্ডরীক ও সুদেব। তাইত!
ভট্টরাজ। সর্ব্বনাশ—মহারাজ!
সুশর্ম্মা। স্বাগতঃ হে দৈত্যরাজ!
রাজক। (জনান্তিকে রাজাকে) মহারাজ! এইবার—সামাল, সামাল,
কোথা গুরু?—বুঝি পলাতক!
লোপামুদ্রা। (স্বগতঃ) এই! এই! এরই নামে—
ইল্বল। হে সুন্দরী! ঐ দুটি আয়ত নেত্রের বিস্ফারিত দৃষ্টি,

ফেলি চারিদিকে—বিস্ময়-পুলকে লহ পরিচয়—
রহস্যের মোহিনী মায়ায়, স্তব্ধ—বিমোহিত সবে।
ইল্বলের নামের প্রভাবে—প্রকম্পিত সশঙ্কিত
প্রত্যেক নৃপতি, যাঁরা হেথা উপস্থিত—
তোমারে প্রত্যাশা করি! ঐ বরমাল্যখানি—
এবে প্রাপ্য যে আমারি।
কুসুমকোমল ঐ দুটি করে—
দেহ—দেহ—বালা—পরাইয়া গলে!

রাজা সুশর্ম্মা, মন্ত্রী সুদেব, সেনাপতি পুণ্ডরীক, রাজক
প্রভৃতির যুক্তি ও উদ্বেগভাব

লোপামুদ্রা। দৈত্যকুলে পরিচিত—সভ্যতার বিধি, চমৎকার!

ইল্বল। বিধি! বিধি!—কিবা বিধি! কহিয়াছি স্পষ্ট কথা,
অতি—অতি সত্য যাহা!

লোপামুদ্রা। স্বয়ংবরা কন্যার উদ্দেশে,
এ আদেশ অতি সুশোভন!

ইল্বল। বিলক্ষণ! অশোভন কিবা?
যাহা কহিয়াছি, পুনঃ কহিতেছি—
তুমি—তুমি—কামনা আমার!
ঐ বরমালা—তুমি—তুমি—তুমি—
আমারে পরাবে এই সভায়—স্বেচ্ছায়।
পরিচয় পেয়েছ আমার,
তোমারে করিয়া জয়—
দিয়ে যাব—বীরত্বের পরিচয়।

লোপামুদ্রা। লঙ্ঘন করিয়া বিধি, ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খলা,
হিংসার আবর্ত্তে এই ঘৃণ্য আকাঙ্ক্ষায়—
বীরত্বের কিছুমাত্র নাহি পরিচয়।
এতে শুধু সুপ্রকাশ—দুর্দ্দম দুরন্ত ক্ষিপ্ত
অরণ্য-পশুর রূঢ় বর্ব্বরতা।

ইল্বল। বর্ব্বরতা!—সরলতার এই পুরস্কার!
বর্ব্বরতা—বর্ব্বরতা!—হাঁ—হাঁ—
মূর্ত্ত হয়ে উঠিতেছে ধীরে ধীরে ধীরে!
হোক তার—চরম প্রকাশ!

সুশর্ম্মা। [আক্রমণোদ্যত ইল্বলের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া]
হে মহান্ দৈত্যরাজ!
তুমি আমন্ত্রিত এ সভায়,
বিধি বিগর্হিত কায—উচিত ত নয়!

ইল্বল। বিধি! বিধি! থামো—থামো—
বিধি দুর্ব্বলের নিধি,
ইল্বলের মান্য নয়—মান্যবর!
বিধি! বিধি!
যে বহ্নি জ্বালাব হেথা—এই হাতে এইক্ষণে
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—বিধির ব্যবস্থা যত।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আর—আর—বাঞ্ছিতা রূপসী নারী!
কেশে ধরে লয়ে যাব—
তোমার এই স্পর্দ্ধিতা কন্যারে,
সাধ্য যদি থাকে—কর প্রতীকার।

রাজক। এইত বাঁধলো—মহারাজ! গুরু—গুরু কোথা গেল এ সময়!

পুণ্ডরীক। স্পর্দ্ধা—স্পর্দ্ধা—কিন্তু নিরুপায়।

লোপামুদ্রা। সমবেত রাজন্য সমাজ!

শোনো সবে প্রতিজ্ঞা আমার—

এই স্পর্দ্ধিত পশুর অহঙ্কার,

চূর্ণ করিবে যে জন,—(মাল্য তুলিয়া ধরিয়া)

এই বরমাল্য—তারই গলে করিব অর্পণ।

রাজগণ মধ্যে চাঞ্চল্য

নেপথ্যে। তাইতো, কে এগোবে এগোও না হে?

ইল্বল। বৃথা এ আহ্বান রাজকন্যা!

কেহ—আসিবে না, ঐ মালার আশায়!

ইল্বলের অস্ত্রচিহ্ন আঁকা আছে সবার ললাটে!

ইচ্ছা যদি করি—

প্রেক্ষা-পীঠ-সম এই উদ্যান-সভাটি,

পল্লবিত তরুলতা—সর্ব্বপ্রাণী সহ করিয়া বিলোপ,

উন্মত্ত সিন্ধুর স্রোত—এইস্থানে ছুটাইতে পারি মুহূর্ত্তেকে।

রাজগণ। মিথ্যা নয়—সম্ভব! সম্ভব!

১ম রাজা। এই হেতু যত ভয়।

২য় রাজা। নিশ্চয়-নিশ্চয়।

৩য় রাজা। নহে শুধু শক্তিধর—ভীষণ মায়াবী।

ইল্বল। রাজকন্যা! কেহ শুনিল না তব আবাহন।

আসিল না কোন জন, স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিতে আমার!

তবে আর কেন ?—
নেমে এসো—নেমে এসো—বেদী হতে—

সুশর্ম্মা। কোথা গুরু, কোথা তুমি ?

রাজক। আর কোথা !—সে পলাতক এতক্ষণে !
নিজেও মজিলে রাজা, মজালে সবায়।

লোপামুদ্রা। বাবা ! রাখ নির্ভরতা,—মনে রেখো—তুমি সর্ব্বত্যাগী।

রাজক। ও বাবা ! কন্যার রোখ্ এখনো পরিপূর্ণ !

লোপামুদ্রা। ভট্ট মুখে উচ্ছ্বসিত খ্যাতি সবাকার,
তুলেছিল সভাস্থলে তুমুল ঝঙ্কার ;
এই তার পরিণাম অবশেষে !
অনার্য্য বর্ব্বর দৈত্য—অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ,
আহ্বান করিছে রণে,—নিরব নিশ্চল সবে,
মুখে বাক্য নাই ! পরিশ্রান্ত পশুর মতন লক্ষ্যহীন উদাসীন—
রত শুধু রোমন্থনে !—ছি ! ছি ! এই শৌর্য্য লয়ে
বীর সাজে হইয়া সজ্জিত—এসেছিলে বনিতা গ্রহণে ?
কোন্ মুখে ফিরিবে আলয়ে পুনরায় ?

রাজগণ মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল

১ম রাজা। মায়াবী-মায়াবী দৈত্য !

২য় রাজা। কে আঁটিবে ?

৩য় রাজা। এখনি যে প্রলয় বাঁধাবে।

ইল্বল। এমন আনন্দ, উদ্দাম উল্লাস, পাই নাই কোনো স্বয়ম্বরে।
দেখিলে ত বীরত্ব সবার,—ডাকিলে ত বারবার,

কেহ উঠিল না ডরে ! তবু ঘৃণা তব মনে ?
বরমাল্য লয়ে আসিলে না বরিতে আমায় !
এসো—এসো—নেমে এসো—ব’স মম পদতলে—

লোপামুদ্রা। রাজা নামে পরিচিত যত ফেরুদল,
ঐ স্থল আশ্রয় করিতে পারে ;—
আর্য্যরমণীর আসে নাই,
এখনো সে সৌভাগ্যের দিন দৈত্যরাজ !
আসিয়াছে দিন আজ—
ছিন্নমস্তা সম নারী—নিজ হস্তে কাটিয়া আপন শির,
রুধিরের স্রোতস্বিনী করিয়া সৃজন,
তরঙ্গ-কল্লোলে তার তুলিতে প্রলয়।

ইল্বল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উদ্যান বহু কণ্ঠের অট্টহাসিতে মুখর হইয়া গেল সমস্ত উদ্যান যেন দুলিয়া উঠিল ও নেপথ্যে একটা ঘোর ঘর্ঘরধ্বনি শ্রুত হইল

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। জয়—জয়—সাগরিকা সমুদ্র ঈশ্বরী !

সভায় ভীষণ ভীতিভাব

ইল্বল। সাগরিকা ! সাগরিকা ! সর্ব্বনাশ !

সাগরিকার দম্ভভরে সভায় প্রবেশ, সঙ্গে সেনাপতি কালকের

সাগরিকা। কার—স্বয়ম্বর !—এই কন্যার ?
চমৎকার !—
একি, দৈত্যরাজ নাকি !—দৃঢ় লক্ষ্য দেখিতেছি
স্বয়ম্বরা কন্যার উপর !—কারণ ?

ইল্বল। আসিয়াছি—তব কার্য্য করিতে সাধন রাণী!
বিশেষতঃ আমি হেথা—নিমন্ত্রিত—

সাগরিকা। নিমন্ত্রিত ? তুমি?
মৃগের উৎসবে শার্দ্দুলের সাদর আহ্বান!
অবশ্য—রহস্য তবে আছে এই স্বয়ম্বরে।

ইল্বল। স্বয়ম্বরা রাজকন্যা সম্মুখে তোমার—
এই মাত্র রহস্য ইহাতে—সমবেত সবে উপেক্ষিত।
কন্যা কাহাকেও করেনি বরণ।
তাই আমি বাহুবলে রাণী—

সাগরিকা। সে কার্য্য আমিই সাধিব দৈত্যমণি!

লোপামুদ্রার নিকটে গিয়া

দুর্ভাগ্য তোমার! জন্মেছিলে আর্য্যের আগারে,
আজ হতে সাগরে তোমার স্থান।

লোপামুদ্রা। অনুগ্রহ আপনার!

সুশর্ম্মা। বুঝিতে না পারি,
আমরা কোথায় আছি!
নিজ বাসভূমে—

সাগরিকা। এ তত্ত্ব আজো বুঝ নাই?
নিজ বাসভূমে—
পরবাসী চিরদিন তোমরা সকলে!

লোপামুদ্রা। তাই বুঝি এসেছেন—
অতিথি সৎকারে?

সাগরিকা। রাজকন্যা দেখিতেছি বড়ই রসিকা!

লোপামুদ্রা। একান্ত কোমলপ্রাণা রাণী সাগরিকা!
ভাগ্যে আজি হ'ল পরিচয়।
রমণীর রমণীয় বৃত্তিগুলি—
ঢেলে দিয়ে সাগরের জলে,
অসহায়া ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চলে,
হিংসাদৃপ্ত ভীম বহ্নি জ্বালি দুই হাতে
উদ্দাম প্রগতি পথে নারীর ধাবন—
অনুপম অবনীতে;
নারীত্বের মাধুর্য্য ইহাতে সুপ্রকাশ কত!

সাগরিকা। শত বৎসরের পুঞ্জীভূত তোমাদের অত্যাচার যত,
নিতে তার তীব্র প্রতিশোধ,
উড়াইতে ঐ আর্য্য-সভ্যতার—
জীর্ণ দীর্ণ বিশুষ্ক কঙ্কালখানি,
আসিয়াছি আমি ঝঞ্ঝার মতন।
কালকেয়! কি দেখ চাহিয়া—
অগ্নির স্ফূলিঙ্গ!—
ধরে নিয়ে যাও রথে—

কালকেয়। [বেগে অগ্রসর হইয়া বেদীর সান্নিধ্যে আসিতেই— বেদীব্যাপিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ এবং ভীষণ উত্তাপ অনুভব করিয়া যতনাক্লিষ্টদেহে সভয়ে পিছাইয়া আসিল]—ওঃ! ওঃ!!

সাগরিকা। কি হইল কালকেয়!
বেদী মূল হইতে ফিরে এলে, তুলি তীব্র আর্ত্তনাদ।

বিদ্যুৎপৃষ্টের মত আড়ষ্ট নেহারি ;
রুদ্ধশ্বাস, ভীত দৃষ্টি,
মুখে নিদারুণ বেদনার ছায়া !
হল কি তোমার সেনাপতি ?

কালকেয়। হে রাজ্ঞী ! কি বলিব ? কণ্ঠ কম্পমান ;
অন্তরের অন্তস্তলে দুর্ব্বার দানব-শৌর্য্য
রুদ্ধ হয়ে মুহ্যমান,—অভিমানে বুঝি মৃত্যুমুখী।
বিশ্বদগ্ধী বহ্নির উত্তাপ—ঐ তরুণীর চারিদিক
ঘিরে আছে। জ্বালা তার দুর্ব্বিষহ ;
নাহি সাধ্য হতে অগ্রসর।

ইল্বল। অসম্ভব ! অসম্ভব !!

সাগরিকা কালকেয় ! তুমি আজ অপারক ?
তোমারে বিমুখ করে—
অদৃশ্য শত্রুর শক্তি !—একি সম্ভব !
মায়ার নির্ঝর তুমি, শক্তির প্রবাহ।
দৈত্যরাজ ! ভাবিবার এসেছে সময় আজ।
রহস্যের উৎস ক্রমে ক্রমে হতেছে প্রকাশ।
কালকেয় এসেছে ফিরিয়া—
অসহ্য উত্তাপক্লিষ্ট হয়ে।
তুমি এইবার হও সিদ্ধকাম,
অসম্ভব এখনি সম্ভব কর।

ইল্বল। মনস্কাম পূর্ণ এতক্ষণে,
তোমার সম্মতি পেয়ে রাণী।

দেখি কি উত্তাপ রাখিয়াছে ঘিরে,
নবনীর মত এই কম্র দেহখানি—

বেগে লোপামুদ্রাকে ধরিবার উদ্দেশে ধাবন ও প্রতিহত হইয়া—
ততোধিক বেগে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন

একি অদ্ভুত ! কোন্ মায়াবীর মায়া !
প্রতিহত করে আমায়—আমায় ?

পুনরায় বেগে ধাবন—পুনরায় পিছাইয়া আসা

উঃ ! সত্যই ত,—দুর্ব্বিষহ তাপ !

সাগরিকা। সত্য ?

ইল্বল। (তীব্র-যাতনা-ক্লিষ্ট-স্বরে)
সত্যই এসেছে আজ—ঘোরতর সমস্যার দিন !
এতক্ষণে বুঝিতেছি, মিথ্যা নহে বাতাপীর নিষ্ফলতা

সাগরিকা। দেখাব কি এইবার আমার যোগ্যতা !
লীলাস্থল সমুদ্র যাহার,
তরঙ্গ আদেশ বহে পাতিয়া মস্তক,
এখানে কি সে প্রভুত্ব—
দেখি !—

অগ্রসর হইতে গিয়া প্রতিহত হইয়া ফেরা

সুশর্ম্মা। জয়গুরু,—তুমি সত্য !

রাজক। য়্যাঁ—একি তবে ঐ গুরুর খেলা ?

সাগরিকা। ব্যর্থ হবে আমার উদ্যম !
টিটকিরি দিয়ে সভাজন উঠিবে হাসিয়া !

না—না—না—দেহ পথ—দেহ পথ—
দেখিব এ রহস্যের কোথা শেষ—

পুনঃ ধাবন ও প্রতিহত হওয়া

দগ্ধ হব—সেও ভাল, তবু ফিরিব না—

পুনরায় চেষ্টা

ও !—জ্বালার ওপর জ্বালা—
তবু—তবু—তবু—

কালকেয়। রাজ্ঞী ! রাজ্ঞী ! ক্ষ্যান্ত হও,—
কিবা লাভ আত্মাহুতি দিয়ে।

সাগরিকা। পরাজয় কলঙ্কিত, প্রতিহত শুষ্ক এই দেহখানি
রেখে—ফল কিবা কালকেয় !
না—না—দিয়ো না বাধা—সরে যাও,
দেখি আমি এ জ্বালার কোথা অবশেষ।
কে তুমি মায়াবী—
মায়ার সম্পূর্ণ কলা করিয়া আয়ত্ত,
আড়ষ্ট করেছ আমাদের !
কে তুমি অদৃশ্য মায়াধর !
সত্যকার শক্তি যদি ধর,
দেখাও আকার তব।
আত্মশক্তি করিয়া বিকাশ—সম্মুখে প্রকাশ হও।
নহে—মম আত্মহত্যাপাপ স্পর্শিবে তোমায়।

অগস্ত্যের প্রবেশ

অগস্ত্য। দিব্যচক্ষে চেয়ে দেখ নারী,
নহি কোনো মায়াধর ; নিরীহ ব্রাহ্মণ,
গুরু ঐ নৃপতির।—
বিশ্বমানবের পীড়িত আত্মার আমি প্রতিমূর্ত্তি।

ইল্বল। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

সাগরিকা। তুমি! তুমি!!
দধিচির জাতি?—
কিন্তু চিত্ত কেন এতই চঞ্চল,
নেত্র অপলক, ঐ অপরূপ পৌরুষ প্রভায়!
একি উদ্দীপনা বয় এ অন্তরে—
পুরুষের ঐ মেঘ-মন্দ্র স্বরে!
না—না—শত্রু,—চির শত্রু মম এই জাতি।
তুমি-তুমি—অস্ত্রধারী আজ?
ক্ষত্রজাতি অস্ত্র তার কোষরুদ্ধ ক'রে
হেরিতেছে নির্ব্বাক নয়নে—দানবের তাণ্ডব নর্ত্তন,
আর, উপবীত-সম্বল ব্রাহ্মণ-নন্দন—
অস্ত্রধারী অসীম স্পর্দ্ধায়?

অগস্ত্য। দিকে দিকে নানা ব্যাধি করিয়া বিস্তার,
বেদনায় ক্লিষ্ট করিয়াছ মানব জীবন ;
তুলিয়াছ বিশ্বব্যাপী অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ।
অস্থির হইয়া যাতনার বহ্নি জ্বালা

বহন করিয়া এই বক্ষে—আমি আসিয়াছি
আর্ত্তের উদ্ধারে।

ইল্বল। তাই যদি—হয়ে যাক্ অস্ত্রের পরীক্ষা এইবার।

ইল্বল ও কালকেয় এক যোগে অগস্ত্যকে আক্রমণ করিলে
তাহাদের উদ্যত অস্ত্র অবনমিত হইল না

অগস্ত্য। এখনো এত দয়া ওর—
আর্ত্তমানবের মুক্তির লাগিয়া।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া—ইল্বল ও কালকেয়ের স্কন্ধে হাত রাখিয়া

মুক্ত হলে,—যাও ঘরে ফিরে।
দেখিলে ত শক্তি আজ কাহার আশ্রিত!
শত্রু বলে ভেবো না আমায়,
মনে জেনো—এ সংগ্রাম নহে অগস্ত্যের,
নহে এই সর্ব্বহারা দীন ব্রাহ্মণের,
এ সংগ্রাম—বিশ্বমানবের ব্যথিত আত্মার।

ইল্বল। ওঃ!

[প্রস্থান

কালকেয়। রাজ্ঞী!

সাগরিকা। (হাত তুলিয়া কালকেয়কে নিরব হইতে আদেশ)
আমি কিছু পাব কি শুনিতে,
মানব-আত্মার কোনো মূল্যবান উপদেশ!

অগস্ত্য। আলোর পূজারী আমি, আঁধার করিব জয়—

এই সত্য মনে রেখো।
নূতন দৃষ্টিতে দেখো, মানব জীবন।

সাগরিকা। এই বাণী শুনিবার আগে, তাহা দেখিয়াছি।
তবে—আঁধারের কথা?
হয় ত ডুবিতে হবে—অতল রাত্রির অন্ধকারে;
পূজারীর প্রয়োজন তখন হইতে পারে!

অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে চাহিয়া সাগরিকার প্রস্থান, কালকেয়
তাহার অনুসরণ করিল।

বহুকণ্ঠে ভিতরে ও নেপথ্যে। সাধু—সাধু—সাধু হে অগস্ত্যদেব
ত্রাণ তুমি করিলে সবায়।

সুশর্ম্মা। স্বপ্ন বলে মনে হয় সব।
অদ্ভুত ক্ষমতা প্রভু—

অগস্ত্য। থামো রাজা। ও সব শুনিব পরে।
অদ্ভুত ক্ষমতা দেখায়েছে দুহিতা তোমার।
মুগ্ধ আমি তার মহিমায়।—
পরীক্ষায় জয়ী তুমি হইয়াছ দেবী,
জয়মাল্য পরিয়াছ আত্ম মর্য্যাদায়!
এইবার ঐ বরমাল্য লয়ে কর পতি নির্ব্বাচন,
সমবেত রাজগণ উৎকণ্ঠিত সবে।

রাজগণ ভিতরে ও নেপথ্যে। সাধু! সাধু! সাধু!

লোপামুদ্রা। তোমার আদেশে ধরিয়াছি বরমাল্য করে,
কিন্তু দেব! কোথা মম যোগ্যপতি, বরিব কাহারে?

দিব মালা—কার গলে ?
ক্লেদকলুষিত, জর্জ্জরিত কামনা বিলাসে,
নর্ম্ম-পঙ্কে নিমজ্জিত, আপনার ভারে আপনি ক্লান্ত
ঐ ভব্যদের মাঝে—সুন্দরের প্রকাশ কোথায় ?
প্রেম দেবতার অধিষ্ঠান, আছে কি ওখানে প্রভু !

অগস্ত্য। তবু, ঐ ভব্যদের মাঝে
সত্যের সন্ধান তোমায় করিতে হবে।

লোপামুদ্রা। সত্যের সন্ধান, তুমিই দিয়েছ দেব,
বিশ্বমানবের অপলক নেত্রের উপর !
হে মহামানব !
তোমার ভাস্কর দীপ্তি আজ প্রকাশিত,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য আজ
শতমুখে তোমাকে কামনা করে,
এই বরমাল্য ধন্য হতে চায়—তোমায় বরণ করি।

অগস্ত্যের গলে মাল্য দিয়ে—নতজানু হইয়া বসিলেন

অগস্ত্য। অ্যাঁ !—একি !
আমি—আমি—সন্ন্যাসী—
আমার কণ্ঠেতে তুমি—একি স্পর্দ্ধা !
একি দুঃসাহস—

মালা গলা হইতে তুলিতে উদ্যত

লোপামুদ্রা। প্রভু ! ত্যজ রোষ—
পণরক্ষা করিয়াছি আমি,

তুমি রাখিয়াছ মান ;
এ সম্মান প্রাপ্য যে তোমারি।

অগস্ত্য। সম্মান !

পিতৃগণের প্রকাশ

পিতৃগণ। হে অগস্ত্য মতিমান ! হের, কুলপতি পিতৃগণে।
কর্ম্ম যেমন তোমার প্রিয়, আমাদের প্রিয় কুল ;
রক্ষা কর পিতৃকুল—সহধর্ম্মিণী গ্রহণে।

সঙ্গে সঙ্গে দম্পতির উপর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি।
অগস্ত্য মালাত্যাগে নিরস্ত হইয়া স্তব্ধ-বিমোহিতভাবে পিতৃগণ
উদ্দেশে দুইহাত যুক্ত করিয়া প্রণাম করিলেন ও
পরক্ষণে লোপামুদ্রার মস্তকে তাহার
অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অগস্ত্যাশ্রম

(কুটীর সম্মুখ)

অগস্ত্য ও বিন্ধ্য

অগস্ত্য। হ্যাঁ, তারপর ?

বিন্ধ্য। নিদ্রা টুটে গেলো, মাও লুকালো ;
দেখালে না কেবা মম গুরু !
জানালে না—কোথা গেলে তাঁরে পাব !
কেন, কেন প্রভু ! লুকালেন মাতা ?

অগস্ত্য। ওই ত স্বভাব ওর।
লুকোচুরী খেলা সৃষ্টি ক'রে
ছুটোছুটি-দেখা ওর সাধ সদা।
ওই যে দিয়েছে দেখা—মুখভরা হাসি নিয়ে,
দুই কস বেয়ে—ঝরে ও কি নিষ্ঠুরতা !
ছি ! ছি ! ছি !

বিন্ধ্য। কই-কই প্রভু ! কোথা মাতা—কোথায় ?

অগস্ত্য। দেখেছিলি যে রূপ স্বপনে,
আজ বুঝি সে রূপ এসেছে ছেড়ে,

তাই তোরে দিলেনা ত দেখা—লুকালো চকিতে।
হাঁ,—তবে—বাক্য ওর মিথ্যা নাহি হবে,
গুরু তোর নিশ্চয় মিলিবে।

বিন্ধ্য। মিলিবে ? মিলিবে আমার গুরু ?
পাব—পাব প্রভু ! সত্যই কি পাব ?

অগস্ত্য। পাবে।—(স্বঃ) কিন্তু গভীর সমস্যা,
হাসির ভিতর দিয়ে নিষ্ঠুরতা কেন ঝরে !
(প্রঃ) হাঁ,—বলতো আমায়—
স্বপ্নের সমস্যা তব করিতে ভঞ্জন,
ছিল না কি আর কোনো মহাজন ?

বিন্ধ্য। হে দেবতা ! এ ভারতে মহাজন জনে জনে,
মহাবাণী মুখে সবাকার ;
কিন্তু বুঝিবার সামর্থ্য কোথায় !
শুনিয়া স্বপ্নের কথা—করে কত উপহাস,
কহে কত ভঙ্গী করি—
মা আর মানুষ পায় নাই,
দেখা দিয়ে শুনাইতে কথা !
নিদারুণ ব্যথা এই বুকে বাজিল তখন,
মা-মা-ব'লে তুলিয়া চীৎকার—
ছুটিলাম পাগলের মত সত্যের সন্ধানে।
ছুটিয়া এসেছি তাই প্রভুর দুয়ারে !

অগস্ত্য। পাষাণের পতি তুমি—তাই ও পাষাণী,
পাষাণের বুক চীরে ছুটায়েছে ভক্তির নির্ঝর।

লোপামুদ্রার প্রবেশ

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ

লোপামুদ্রা। একি আশ্চর্য্য প্রভু!—একি তীব্র তেজোধারা
সর্ব্বাঙ্গে আমার—

বিন্ধ্যকে দেখিয়া স্তব্ধ হইলেন

বিন্ধ্য। মা—মা—তুমি! তুমি!

অশ্রুভারে স্বর রুদ্ধ হইল

অগস্ত্য। একি বিন্ধ্যরাজ, ভাবান্তর কেন তব?
বিদর্ভের রাজকন্যা ইনি—সহধর্ম্মিণী আমার।

বিন্ধ্য। প্রভু! স্বপ্নে দেখিয়াছি মায়ের এই অপরূপ রূপ!
মা! মা! এইত আমার মা!!

কম্পিত পদে লোপামুদ্রার সম্মুখে গিয়া নতজানু হইয়া

পেয়েছি তোমায়, লুকাবে কোথায় আর!
খেলো খেলো যত পারো—খেলো!
আর ত ছাড়িব না!—

অগস্ত্য। সমস্যায় পড়েছে সন্তান,
মা-হয়ে সন্তানের বাসনা পুরাও দেবী।

লোপামুদ্রা। নিজেই বিস্মিত হয়ে আসিয়াছি ছুটে,
লইতে নিজের এই রহস্য সন্ধান।
বসিয়াছি ধ্যানে,—

সহসা রোমাঞ্চ হ'ল সর্ব্বাঙ্গ আমার,
অপূর্ব্ব পুলকে উদ্ভাষিত দেহ মন।
এই সন্ধিক্ষণে—মা-মা-ধ্বনি বাজিল শ্রবণে,
মা-মা—আমি—আমি—মা !
মা ব'লে ডাকিছে মোরে আমারি সন্তান !

বিন্ধ্য। মা ! মা ! মা !
আমি বিন্ধ্য—তোমার সন্তান !
অন্তর্য্যামিনী তুমি—কিনা জান !

লোপামুদ্রা। বৎস,
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা তব করিতে পূরণ,
ডেকে এনেছেন যোগ্য স্থানে।
নিরাশার অন্ধকারে
সত্যের আলোক দিতে,
দাতা ঐ সম্মুখে তোমার।

বিন্ধ্য অগস্ত্যের দিকে চাহিয়া ত্রস্ত পদে আস্তে আস্তে
নিকটে গিয়া নতজানু হইয়া বসিলেন

বিন্ধ্য। মায়ের আদেশ পেয়ে
বসিয়াছি তোমার চরণ তলে।

অগস্ত্য। ওঠ বিন্ধ্য—এসো বক্ষে ;
আজ হতে তুমি অগস্ত্যের
শিষ্য প্রিয়তম।

বিন্ধ্যকে তুলিয়া বক্ষে লইলেন

বিন্ধ্য। প্রভু! প্রভু!—আমি বিন্ধ্য—
অস্পৃশ্য—অনার্য্য—অন্ত্যজ!

অগস্ত্য তথাপি অগস্ত্য তোমার গুরু,
তুমি শিষ্য প্রিয়তম।
তুমি—আর্য্য,
নহ তুমি অস্পৃশ্য অন্ত্যজ আর।
সত্য যার একান্ত আশ্রয়,
চির জ্যোতির্ম্ময় আত্মা তার।
তোমারে আশ্রয় করি—
বহু তপাচারী পাইবে নির্ব্বাণ মুক্তি।
এ হৃদয়ের শক্তির ভাণ্ডার
নিঃশেষ করিয়া বৎস,
দিলাম তোমায়;
হও সত্যাশ্রয়ী, সত্যের আশ্রয়।

বিন্ধ্যের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ।

বিন্ধ্য (শিহরিয়া উঠিয়া) একি—একি প্রভু! একি গুরু!
শিরায় শিরায় একি উত্তেজনা বয়!
খুলিল কি নূতন নয়ন আজ!
একি তেজ, একি শক্তি,—
সহস্র সূর্য্যের রশ্মি ব্যপ্ত বক্ষ মাঝে!
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা—তুচ্ছ-তুচ্ছ মনে হয়।
দীক্ষাসনে একি দীপ্তি দিলে দয়াময়!

তবে, এইবার করহ আদেশ গুরু !
এ দীক্ষার কি দিব দক্ষিণা ?

অগস্ত্য । দক্ষিণা ! হাঃ হাঃ হাঃ—
কোনো প্রয়োজন নাই বৎস,
আমি পরিতুষ্ট ।

বিন্ধ্য । না-না—শুনিব না প্রভু !
তৃপ্ত নাহি হবে চিত্ত মম ।
দক্ষিণা—দক্ষিণা,—
নতজানু করি এ প্রার্থনা,—
রাখ সন্তানের কথা,—
পুরাও শিষ্যের সাধ !

অগস্ত্য । ত্রিদেবের আধিপত্য
পারে নাই লুব্ধ করিতে আমায়,
কি দক্ষিণা দিবে তুমি বিন্ধ্যরাজ ?
দক্ষিণা দেবার মত
দেখাও যোগ্যতা কিছু—
যথাশক্তি কর তার আয়োজন ;
বুঝিব যখন—
অগস্ত্যের শূণ্য ঝুলি পূরণের মত
বস্তু কিছু করিয়াছ আহরণ,
কর পাতি লইব দক্ষিণা ।

বিন্ধ্য । তাই হোক্ প্রভু,
বিন্ধ্যের জীবনে হোক্—

এই সিদ্ধি হেতু দুস্তর সাধনা।
সত্যময় গুরু তুমি, তোমার কৃপায়
সিদ্ধি লভিব একদিন।
প্রণাম চরণে গুরু!
মা! মা! সন্তান বিদায় মাগে—

লোপামুদ্রা। করি আশীর্ব্বাদ পুত্র!
মনোবাঞ্ছা তব সিদ্ধ হোক।

বিন্ধ্য। জয় মা! জয় মা! জয় গুরু—চির সত্যময়।

বিন্ধ্যের প্রস্থান

অগস্ত্য। সৌভাগ্য তোমার দেবী!
অর্দ্ধ শক্তি মম, তুমি আগে লভিয়াছ।
অবশিষ্ট শিষ্যে করি দান,
আমি রিক্ত আজ।
তুমি আজ রক্ষয়িত্রী অশক্ত স্বামীর।

লোপামুদ্রা। একি কহিতেছ প্রভু, শক্তিহীন তুমি!
নিস্তেজ—সবিতা, গতিহারা—সর্ব্বগতি বায়ু?
সহকার তরুকে আশ্রয় করি, নির্ভয় লতিকা;
তরু তার একান্ত রক্ষক চিরদিন।

অগস্ত্য। সত্য—কিন্তু কদাচিৎ ঘটে হেন বিপর্য্যয়,
দৃঢ় বেষ্টনে বেষ্টিতা লতার শক্তি—
রুদ্ধ করি প্রমত্ত ঝঞ্ঝার দুর্নিবার গতি,
রক্ষা করে দেহ পাদপের, দর্প, অভিমান।
হাঁ—শোন সাধ্বী,—নিশা অবসানে আজি

হেরিয়াছি অপূর্ব্ব স্বপন,—পিতৃগণ সবে
আমিষ ভোজন অভিলাষী!
যাব মৃগ আহরণে,—কুটীর হইতে—
ধনু তূণ আন ত্বরা করি।

লোপামুদ্রার প্রস্থান

কি ইচ্ছা তোমার মনে?
আবার কি অঘটন ঘটাতে বাসনা?
সর্ব্বহারা সন্ন্যাসী পেতেছে সংসার,
এইবার ধরিয়া ধনুক—

লোপামুদ্রার প্রবেশ ধনুতূণ অগস্ত্য হস্তে প্রদান

ছায়ার প্রবেশ ও গান

বজ্রকরে শায়ক ধরো।
পাষাণ কারায় আর্ত্ত কাঁদে
রক্ষা করো, ওগো রক্ষা করো, রক্ষা করো॥
বিশ্ববাসী ত্রাসে দিশেহারা
নিদ্রিত নারায়ণ দেয় না সাড়া
মহামানব তুমি কর ত্রাণ, কর ত্রাণ, কর ত্রাণ, শঙ্কা হর॥

স্তব্ধ বিমুগ্ধ অগস্ত্যের ছায়ার অনুগমন

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্রুতবেগে রাজকের প্রবেশ

রাজক। দুর্গা—দুর্গা!—দুর্গা—দুর্গা!—রক্ষা কর মা—রক্ষা কর!—বাবা! এমন দুর্ভোগ যে ঘটবে, সে ত জানা কথা।—রাজকন্যাকে বিয়ে করে গুরুদেব ত সরে পড়লেন,—কিন্তু দৈত্য বাবাজীদের যে ঘাঁটিয়ে ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়ে রাখলেন, তার ঠেলা সামলাবে কে?—হ'লও তাই। মেয়ের খবর নিতে নানা দ্রব্য সম্ভার মহারাজ ত পাঠালেন,—ভারে ভারে জিনিস,—সঙ্গে লোকজন কম নয়,—সবার ওপর আমি,—বনে ঢুকতে না ঢুকতেই—হ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা করে হুঙ্কার দিয়ে দৈত্যদল এসে সব মাল লুটে নিলে,—লোকজন কে কোথায় পালাল, ধরা পড়ল—কি হত হল—কে তার সন্ধান রাখে!—পৈতৃক প্রাণটুকু নিয়ে আমি ত অরণ্যের এই অংশে এসে পড়েছি,—এখন অদৃষ্টে কি আছে—তিনিই জানেন!—ও বাবা! ঐ না—কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে!—সন্ধান পেলে নাকি?—ঐ না কে আস্‌ছে—আস্তে আস্তে—আমার দিকেই দৃষ্টি রেখে!—এখন উপায়!—ঐ গাছটার আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করি—

আতাপীর প্রবেশ

(তাহাকে দেখিয়া সোল্লাসে ফিরিয়া)—আরে—আরে—তুমি! তুমি? তাই ভাল! আমাকে চিনতে পারছ না প্রেয়সী?

আতাপী। ওমা,—মেঘ না চাইতেই জল!—আমার মনচোরা বঁধু—প্রাণের বাঁশী—ভ্যাবলহাসি? তুমি?

রাজক। আ-মরি মরি-মরি! চিনেছ প্রেয়সী—চিনেছ তাহলে?

আতাপী। চিনব না?—সেই থেকে তোমার সন্ধানে কম ঘোরাটাই ঘুরিছি,—আমার এই দেহ থেকে মনটুকু তুমি যে কেড়ে নিয়ে একদম উধাও হয়েছিলে প্রাণবঁধু!

রাজক। আ-মরি-মরি-মরি—কি কথা রে! মধু—মধু!—কিন্তু প্রিয়ে,—তোমার সেই ভেড়ুয়াটির কথা মনে পড়লেই বুক যে আমার দুড়্ দুড়্ করে নেচে ওঠে!—মদের পাত্তর নিয়ে সে যদি ছুটে আসে—সেদিনকার মতন?

আতাপী। সে ভয় আজ আর নেই প্রিয়তম!—যার ধন তার ধন নয়—নেপোয় মারে দই—এই অবস্থা আজ।—সে গেছে বিদেশে—

রাজক। য়্যা—তাই নাকি, তাই নাকি!—বল কি? তবে ত প্রেয়সী আজ আমাদের অদৃষ্টে একাদশ বৃহস্পতি! তবে আজ্ঞা হোক রূপসী—তোমার ঐ কমনীয় কণ্ঠটি দুহাতে জড়িয়ে এখন আমি মনের আনন্দে নাচি—

আতাপী। না ভাই—হঠাৎ এতখানি এগুতে আমার লজ্জা করে—

রাজক। আরে—না—না—লজ্জা কি—লজ্জা কি!—আমি তোমার দেখনহাসি, তুমি আমার প্রাণপ্রেয়সী—লজ্জা কি!—এসো—এগিয়ে এসো,—না হয় বল ভাই—আমিই এগুই—

আতাপী। না ভাই—আমার লজ্জা করে!—হাঁ তবে একটা কায করি এস,—তুমিও চোখ বুজোও; আমিও চোখ বুজুই,—তুমিও এগোও, আমিও এগুই,—তারপরেই এগুতে এগুতে—বুঝেছ?

রাজক। বেড়ে বলেছ, বেড়ে বলেছ,—বেশ বুঝিছি;—যেমন হবে যুগল-মিলন,—অমনি করব চক্ষু উন্মীলন!

আতাপী। বুঝবে তখন—কেমন মজা, কি আমোদ!—তাহলে এসো চোখ বুজিয়ে এগুই দুজনে—

রাজক। (চক্ষু বুজাইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) ছেলেবেলাকার চোখ বেঁধে খেলা মনে পড়ছে—খুঁজি খুঁজি নারি—যে পায় তারই—খুঁজি খুঁজি নারি—যেমনি ধরি—অমনি আমারি—

আতাপী ঘুরিয়া রাজকের পশ্চাদ্দিকে গেল এবং বাতাপী
ভীষণমূর্ত্তি বুলবুলকে লইয়া অতি সন্তর্পণে প্রবেশ
করিল ও বুলবুলকে রাজকের সম্মুখে দাঁড়
করাইয়া দিল

রাজক। (বুলবুলকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া)—আ-মরি-মরি-মরি!—

আতাপী। (বুলবুলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া) বঁধু আমি তোমারই—

রাজক। এই হোল যুগল-মিলন, এবার করি চক্ষু উন্মিলন—

বুলবুল। (ভীষণ ভঙ্গীতে) হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—

রাজক। (বুলবুলকে দেখিয়া) ওরে বাবা—এ কে রে! প্রেয়সী—প্রাণপ্রেয়সী! তুমি কোথায়? আমায় বাঁচাও—

মুখ ফিরাইবার চেষ্টা
বুলবুল দুইহাতে বাধা দিয়া—
নিজের মুখের উপর রাজকের দৃষ্টি রক্ষা করা

রাজক। (চক্ষু বুজাইয়া) দুর্গা! দুর্গা!—আর রক্ষা নেই রে বাবা!

বাতাপী। (সম্মুখে আসিয়া) এই যে আমি রক্ষা করতে এসেছি বাবা চিতেবাঘ!—চোখ দুটি খুলে দেখো—

রাজক। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) ও বাবা—আবার তুমি এর ওপর!—তবেই আজ গেছি—

বাতাপী। তোমার যে পোড়া বরাত বাবা চিতেবাঘ, তাই এবারও হাতে-নাতে ধরা প'ড়লে!—এখন তুমিও গেলে, আর আমার এই গায়েপড়া পেত্নীটিও গেলো—

আতাপীর হাত ধরিয়া টানিয়া দেখানো

আতাপী। ওমা, কি ঘেন্নার কথা গো? দেখনহাসি! তুমিই এখন আমাকে বাঁচাও—

বাতাপী। হুঁ—বাঁচাচ্ছি দেখ না!—তোকে বাঘের মুখে আজ ছুঁড়ে ফেলবো, আর—তোর দেখনহাসি যার পাল্লায় পড়েছে—সে ওর গায়ের মাস কামড়ে কামড়ে খাবে—আমি তাই দেখব।

বুলবুল। (দাঁত দিয়া কামড়াইবার ভঙ্গী)

রাজক। হাঁ—হাঁ—আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—

বাতাপী। বাঁচাতে পারি, যদি তুমি আমার কথামত কায করতে রাজী হও—

রাজক। রাজী—রাজী—খুব রাজী!—যা বলবে বাবা,—তাতেই রাজী, আর কথাবার্ত্তা নয়;—এখন আমাকে এই কমলীর কবল থেকে পরিত্রাণ কর বাবা—ওর চাপে যে আমার প্রাণপাখী অর্দ্ধমৃত হল বাবা!

গান

বাতাপী। ওরে—দে দে দে—ছেড়ে।
খেয়ে ঘুরপাক্ ঐ চিতে-বাঘ, মাপ চাইছে হেরে॥

বুলবুল। (ঘাড় নাড়িয়া ভঙ্গী)

রাজক। ওরে বাবা! তবু ছাড়তে চায় না যে!

আতাপী। ওরে আমি মানছি ঘাট্—মানছি ঘাট্

হেলে দুলে তালে তালে যোড় করে দু'হাত্

ঢাক্‌রে ঢাক্ মুখটির ঐ মনমাতানো ঠাট্—

তোর দাঁতখিচুনি দেখে ও যে মুখ-খিঁচিয়ে মরে॥

বুলবুল। (ঘাড় নাড়িয়া দংশনের ভঙ্গী)

রাজক। হাঁ—হাঁ—ওরে বাবা—সত্যি বুঝি খেলে—

বাতাপী। ওরে ক্ষমা দে ক্ষমা দে ও হয়েছে নাকাল,

ব'লবো যেটি প্রাণের দায়ে তাতেই দেবে তাল্

আতাপী। এখন রূপটি তোর সামাল সামাল

লাভ কি বল্ ঐ ছুঁচো মেরে।

উভয়ে। ঐ বিষের ভুড়ভুড়ি—আজ দিলে গড়াগড়ি

তোর ঐ রূপের আঁস্তাকুড়ে॥

প্রস্থান

অগস্ত্য ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাগরিকার প্রবেশ

অগস্ত্য। আশ্চর্য্য ত! এই হিংসাপরায়ণ ধনুর্দ্ধরকে দেখেও এ বনের মৃগকুল ত্রস্ত নয়, পালায় না, আমার দিকে সকৌতুকে চেয়ে থাকে!—আর তাদের সেই সপ্রতিভ দৃষ্টি আমাকে যেন মুগ্ধ করে ফেলে;—আর তীর নিক্ষেপ করতে পারি না।—ঐ না, ওদিকে একপাল মৃগ বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই বিচরণ করছে!—এই বেশ অবসর,—হাঁ—ওদেরই একটাকে লক্ষ্য করা যাক্—

ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া প্রস্থান

সাগরিকা। আশ্চর্য্য মানুষ কিন্তু! এ পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ফিরছি—ভ্রুক্ষেপ নেই! নারীর রূপ পুরুষের চোখকে চুম্বুকের মত টানে—এই ত জানি; কিন্তু আমার এই বৈচিত্রময় রূপের ছটা—ওর চোখে ধাঁধা লাগালো না, একটিবার ফিরেও তাকালে না।

অগস্ত্যের পুনঃ প্রবেশ

অগস্ত্য। নাঃ—হল না,—পারলুম না তীরটা ছুঁড়তে! মন চায় ত হাত ওঠে না, আহাহা—কি সুন্দর! নানা বয়সের অনেকগুলি মৃগ, দেখলেই মনে হয় একটি সুখমগ্ন পরিবার! আমাকে দেখতে পেয়েছে, আমার হাতের এই ভীষণ ধনুকও লক্ষ্য করেছে, কিন্তু তবুও ওরা সশব্যস্ত হয়ে ছুটছে না,—বুঝি ভাবছে, আর্ত্তজীবের দুঃখ দূর করবার ব্রত যে নিয়েছে, সে কি কখনো একটা এমন সুখের মৃগসংসার ছারখার করতে পারে!—আহাহা—

তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন

সাগরিকা। (প্রকাশ্যে)—কি রকম শিকারী তুমি? দেখছ না—তোমার চোখের ওপর অতগুলো হরিণ খেলা করছে, আর তুমি তীর ধনুক নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ! তা, নিজে না পার, আমাকে ত বল্লেই হয়! এই দেখ না—এক তীরেই আমি—

ধনুকে তীর যোজনা করিয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে নেপথ্যে লক্ষ্য

অগস্ত্য। (সাগরিকার তীরসমেত হাতটি ধরিয়া নিরস্ত করিয়া)—ক্ষ্যান্ত হও, তীর ছুঁড়োনা—

সাগরিকা। (শিহরিয়া উঠিয়া)—একি! কেন তুমি আমাকে নিরস্ত করলে? কেন তীর ছুড়তে দিলে না?

অগস্ত্য। কোমল প্রাণা নারী তুমি,—তোমার প্রাণে বাজবে না?

সাগরিকা। মৃগের-কান্না এ প্রাণে বাজবে কি না জানি না,—কিন্তু তোমার কথা যে আমার প্রাণে বেজেছে,—এই কঠিন প্রাণ তোমার স্পর্শেই হয়েছে—বিগলিত তুষার!—তাই তোমার সঙ্গে মিশতে আকুল হয়ে উঠেছে।

অগস্ত্য। এ সব কি বলছ!

সাগরিকা। শিকারী! তোমার মৃগ-শিকার ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু বিদ্ধ হয়েছে এই নারীর হৃদয়;—তোমার শরে, তোমার সুরে, তোমার ঐ অভিনব অহিংস শৌর্য্যে!

অগস্ত্য। আমার দিকে না চেয়ে, নিজের দিকে চাও—নিজের হৃদয় দেখ—ব্যথা ঘুচে যাবে।

সাগরিকা। না—না—এ ব্যথা ঘোচবার নয়!—মোহের অন্ধকারে আমি যে ডুবছিলুম, তুমি আমার হাত ধরে তুলেছ,—হে আলোর পূজারী! তুমি বই আমার আর গতি কোথায়?

অগস্ত্য। কেন,—তপস্যায়। অন্ধকার ভেদ করে যখন উঠেছ, আলো দেখেছ, তখন তাকে পাবার জন্যে সাধনায় ব'স—আলোই পাবে।

সাগরিকা। এর জন্য তপস্যা করতে হবে, সাধনায় বসতে হবে,—আলোর পূজারী তুমি মূর্ত্তিমান থাকতে! আমার চোখে তুমিই যে আলো, আমি চাই—তোমাকে।

অগস্ত্য। এ আলো নয়,—আলেয়া; শুধু শ্রান্ত হবে, ধরতে পারবে না।

সাগরিকা। তোমাকে ধরব বলে সারা ধরিত্রী ভ্রমণের ব্রত নিয়েছি। তাই তুমি এসেছ ধরা দিতে। তোমার স্পর্শ যখন পেয়েছি, তোমায় পাব না কেন? তুমি—আমার, তুমি—আমার!

অগস্ত্য। আমি শুধু আর্ত্ত আত্মার।

সাগরিকা। আমার আত্মাও আজ আর্ত্ত,—তাই তোমাকে পেতে চাই।

অগস্ত্য। তুমি ক্ষুধার্ত্ত—কামনার ক্ষুধা তোমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। তোমার প্রয়োজন—কঠোর তপস্যা।

সাগরিকা। আমার তপস্যা তুমি।

অগস্ত্য। অন্ধ সমস্যার সৃষ্টি ক'রনা নারী! ফিরে যাও—(গমনোদ্যত হইলেন)

সাগরিকা। ফিরে যাব!—দাঁড়াও,—ধর তোমার ধনু, যোজনা কর শর,—

অগস্ত্যের সম্মুখে বুক পাতিয়া বসিল

অগস্ত্য। (উপেক্ষায় হাসিয়া)—আমার লক্ষ্য—মৃগ, মৃগনয়না নয়।

প্রস্থান

সাগরিকা। (স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া)—চলে গেল একবার আমার দিকে ফিরেও তাকালে না!

প্রস্থানোদ্যত অগস্ত্যকে তীর লক্ষ্য করিয়া ইল্বলের প্রবেশ
ও শর ত্যাগের প্রয়াস

ইল্বল। এই ত দেখছি, উত্তম সুযোগ—

ধনুকে তীর যোজনা করিয়া লক্ষ্য প্রয়াস

সাগরিকা। (পশ্চাদ্দিক হইতে ইল্বলের হস্ত সমেত তীর টানিয়া) ছি!

ইল্বল। তুমি!—সাগরিকা!!—কেন বাধা দিলে? কি স্বার্থ এতে তোমার সাগরেশ্বরী?

সাগরিকা। শুনতে চাও দৈত্যরাজ! কিন্তু ঈর্ষ্যায় যেন নিজে দগ্ধ হয়ো না! আমি মুগ্ধ হয়েছি ঐ ব্রাহ্মণের অসীম শৌর্য্যে,—আমি এসেছি ওর হৃদয় জয় করতে—আমার অন্তরের সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে। যদি জয়ী হতে পারি কোনো দিন,—তখন তিল তিল করে সমস্ত লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেব,—ঐ দৃপ্ত দেহ থেকে অস্থিগুলো টেনে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু ক'রে—দুহাতে আকাশে ছড়িয়ে দেব!

ইল্বল। তাহলে আমারও ভিক্ষা পূর্ণ কর রাণী! যদিও আমার উচ্চ আশা ছিল—যাক্ সে কথা এখন,—হাঁ, যা বলছিলেম, বিদর্ভের সেই রাজকন্যা আমারও কাম্য,—আমিও তাকে ঠিক এই ভাবে আয়ত্ত করে তাকে জয় ক'রে, তার গর্ব্ব স্পর্দ্ধা সমস্ত চূরমার করে—আর্য্যসভ্যতার বুকের ওপর—তার শত লাঞ্ছনার মূর্ত্তি এমন ক'রে তুলে ধরতে চাই—যা দেখে, সবাই শিউরে উঠবে,—আর্য্য জাতি মাটীর নীচে লজ্জায় মুখ লুকোবে।

সাগরিকা। এতে আমার পূর্ণ সম্মতি দৈত্যরাজ!—(হাত বাড়াইয়া দিলেন)

ইল্বল। (সাগরিকার হাত ধরিয়া)—রাণী,—যে দুর্ব্বার শক্তির সমাবেশ করেছি মায়ার ভাণ্ডার নিঃশেষ করে,—এস তোমাকে দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গভীর অরণ্য

অগস্ত্যের প্রবেশ

অগস্ত্য। না,—এ কার্য্য আমা হতে হল না দেখছি—পিতৃগণের আমিষ ভোজনের বাসনা চরিতার্থ করতে পারলুম না। ওকি,—মৃগগুলো আবার ঘুরে ফিরে ঐখানেই এসেছে,—ওরে—পালা—পালা—কি জানি শেষ পর্য্যন্ত যদি না লোভসম্বরণ করতে পারি!—আঃ! এযে পালায় না, তাহলে কি করি—ঐ বৃক্ষের উদ্দেশে একটা তীর নিক্ষেপ করি, তাহলেই ওরা ভীত হয়ে এ স্থান ত্যাগ করবে। (তীর নিক্ষেপ)

বাতাপী। (নেপথ্যে) ওহোহো! কে তুমি নিষ্ঠুর ঘাতক!—তীর মেরে ব্রহ্মহত্যা করলে!

অগস্ত্য। য়্যাঁ—কে আর্ত্তনাদ করে! আমার নিক্ষিপ্ত তীর—

ব্রাহ্মণবেশী বাতাপীর টলিতে টলিতে প্রবেশ

বাতাপী। উঃ!—সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল!—তুমি?—তুমি তীর ছুঁড়েছিলে? আমি যে ঐ গাছের ওপরে উঠেছিলুম শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে! তোমার তীরে—উঃ—জ্বলে গেলুম, জ্বলে গেলুম—

যন্ত্রণাক্লিষ্টভাবে বসিয়া পড়া

অগস্ত্য। এ আমি কি করলুম! কি করলুম!—আমার কোলে এস ভাই, আমি তোমাকে—

বাতাপী। উঃ—ছুঁয়োনা, আমাকে ছুঁয়োনা,—তোমার তীর ধনুক থেকে আগুন ফুটে বেরুচ্ছে,—আগে ওগুলো খুলে রাখো—তারপর পার যদি—বুকে থেকে তীরটা তুলে আমাকে বাঁচাও—

অগস্ত্য। ভয় নেই,—আমি তোমাকে—

ধনুক ও যুগ্মতূণ খুলিয়া রাখিয়া—বাতাপীর পার্শ্বে বসিতেই আতাপী আস্তে আস্তে পা টিপিয়া ধনুক ও তীরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আসিতে লাগিল

অগস্ত্য। (বাতাপীর বক্ষবস্ত্রে সংলগ্ন তীরটি ধরিতেই উঠিয়া আসিল) কই! এ তীর ত তোমাকে বিদ্ধ করে নি,—

ঠিক এই সময়—আতাপী ধনুক ও যুগ্মতূণ তুলিয়া লইল
সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসির সহিত ভীষণ শব্দে
বনভূমি সমুদ্রে পরিণত হইল
সমুদ্রবক্ষে অগস্ত্য

অগস্ত্য। মা! মা! তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!

সাগরিকার আবির্ভাব

সাগরিকা। ভয় নেই অগস্ত্য,—আমি তোমাকে রক্ষা করব।

অগস্ত্য। তুমি?

সাগরিকা। হাঁ—আমি।—মোহের অন্ধকার থেকে তুমি আমার হাত ধরে তুলেছিলে, আমিও তোমাকে এই উত্তালতরঙ্গ সঙ্কুল সিন্ধুর বক্ষ থেকে উদ্ধার করতে এসেছি।—আমার হাত ধর অগস্ত্য—

অগস্ত্য। হাঃ হাঃ হাঃ—করুণার স্রোত আজ পূর্ণ বেগেই ছুটিয়েছ দেখছি। কিন্তু আমি নিরুপায়।

সাগরিকা। আমার হাত ধর—রক্ষার উপায় পাবে। সাগর আর প্রান্তর আমার পক্ষে সমান,—তুমি স্রোতে ভেসে চলেছ, এখনো আমার হাত ধর অগস্ত্য !

অগস্ত্য। যদি ডুবি—তাতেই বা ক্ষতি কি দানবী !

সাগরিকা। দানবী ! ওঃ !—অগস্ত্য, অগস্ত্য,—দানবীর কি কোনো গুণ নেই ? দানবীর কি হৃদয় নেই ? কামনা, বাসনা, প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা দানবীর বুকে কি স্থান পায় না ? যে শক্তির তুমি সাধক, তার অংশ কি এই দানবীর প্রকৃতিতে দেখনি !

অগস্ত্য। অগ্নি ধূপ দগ্ধ ক'রে সুগন্ধ—ছড়ায়,—আবার ভীম মূর্ত্তি ধরে কত সংসার ছারখার করে। সরে যাও।

সাগরিকা। তবে মগ্নই হও,—হাঁ—মনে কর তোমার পত্নীর মুখ—

অগস্ত্য। লোপামুদ্রা !

ইল্বলের আবির্ভাব

ইল্বল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! চমৎকার !—অগস্ত্য ! এইবার ? এই সিন্ধু স্রোতই তোমার অন্তিম শয্যা নয়,—সহস্র নির্য্যাতন তোমার প্রতীক্ষা করছে। তোমার নিগ্রহে আজ দৈত্য-জগত আনন্দে আত্মহারা, হাঃ হাঃ হাঃ।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ—প্রাঙ্গণ

লোপামুদ্রা ও রাজক

লোপামুদ্রা। শেষে আপনিই এত বড় অন্যায় কায করলেন আচার্য্যদেব! স্বামীর সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে আমাকে এই দৈত্য পুরীতে এনে বন্দিনী করালেন!

রাজক। তা মা, তা মা, সংবাদটা ত একেবারেই ভূয়ো নয়,—তোমার স্বামী যে এদের কবলে পড়ে বন্দী হ'য়ে আছে, তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই যে মা!

লোপামুদ্রা। আপনি ত এ সংবাদ আমাকে দেন নি!—আমার স্বামী মুণির শাপে পাষাণ,হয়েছেন, আমি স্পর্শ করলেই তিনি মুক্ত হবেন,—এই মিথ্যা কথা বলে, আপনি আমাকে কুটীর থেকে নিয়ে এসেছেন!—উঃ! আচার্য্যদেব! আপনি—আপনি এত নীচুতে নেমে গেছেন! এমন সর্ব্বনাশ আমার করলেন!

রাজক। কি করব মা,—পেটের—না-না-না—প্রাণের দায়ে মা—প্রাণের দায়ে! ওরা আমাকে ধ'রে—প্রাণের ভয় দেখিয়ে—যা যা বলতে বলেছিল—তাই আমি বলেছি মা!—এখন মনে হচ্ছে,—না বললেই ভাল ছিল,—প্রাণটা না হয় যেতই,—কিন্তু মা, সত্য কথা বলতে কি,—যত আপদের মূল হচ্ছে—তোমার সেই মাথা পাগলা স্বামীটি—

লোপামুদ্রা। থামুন আপনি! নিজেকে যতদূর হেয় করবার তা করেছেন, আর মহাপুরুষের নিন্দা করে পাপের ভার বাড়াবেন না!

রাজক। ও বাবা—আবার যে ওরা আসছে,—দেখছি বেশ সেজে গুজেই—

লোপামুদ্রা। ওকি, আমার স্বামীর সেই দিব্য ধনু—অক্ষয় যুগ্ম তূণ এরা পেলে কোথায় ?

রাজক। তাইত মা—তাইত মা—ঐ ধনুক দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে—তোমার স্বামীর কিছু—

লোপামুদ্রা। আপনি থামুন,—ওরা এদিকেই আসছে,—ওরা কি বলে, আমি অন্তরাল থেকে শুনতে চাই,—আপনিও এখানে থাকবেন না, —চলে আসুন।

উভয়ের প্রস্থান

বাতাপী ও আতাপীর প্রবেশ

গান

বাতাপী। (কাঁধে অগস্ত্যর ধনুক)
টাকা তুমি হও না যারই
ভৃত্য তারই যার হাতেতে থাকো।

আতাপী। (পীঠে যোড়া তূণ)
অন্তর তুমি তেমনিতর
পায় যে তোমায় তারেই রাখো।

বাতাপী। পরের টাকা হাতে পেয়ে
খরচ কর খেয়ে দেয়ে—
দেখাও তারে অষ্ট রম্ভা।

আতাপী। হরণ ক'রে হাতিয়ার,
চালিয়ে যাও সানিয়ে ধার
যার তীর তার বুকটি বিঁধে কর হতভম্ব।

বাতাপী। পরের ধনুক ধরেছি আজ
পরেছি নিজের নতুন সাজ
সাধিতে রাজার কাজ—
রণরঙ্গিনী তুমি দোসর গো।

আতাপী। জোড়া-তূণ বেধেছি পীঠে
যোগান দেব সাথে সাথে
মুখের ওপর মুখটি রেখে
এই হৃদয়-রথের রথী তুমি গো।

বাতাপী। সবই ত হ'লরে আতাপী, কিন্তু আসলে বোঝা বওয়াই সার! ধনুকটার ছিলে টানে সাধ্য কার! যতবার চেষ্টা করি—দূরে ছিট্‌কে পড়ে হই চীৎপটান্—

আতাপী। আমার তূণ দুটোর দশাও তাই! তাহলে মিছিমিছি এ বোঝা বয়ে ফল?

বাতাপী। এর রহস্য কিছু আছেই।—সেইটে এখন জানতে হবে, বুঝিছিস্! এই দেখ্না—এমন সুন্দর ধনুকটা,—তা এর ছিলে টানাই দায়,—ওরে বাবা—

আতাপী। আর এই পোড়া তূণ থেকে একটা বাণও টেনে তুলতে পারলুম না!

লোপামুদ্রার প্রবেশ

লোপামুদ্রা। তা বুঝি জাননা—ওর যে আবার মন্তর আছে,—তাই পড়লে, তবে ধনুকের ছিলে নরম হয়, আর ঐ তূণ থেকে বাণ তোলা যায়—

বাতাপী। বটে, বটে,—আমি ত বলেছি—রহস্য কিছু আছেই।

আতাপী। তুমি সে মন্তর জান?

লোপামুদ্রা। হুঁ।

আতাপী। (জনান্তিকে) ওরে—শুনছিস্! আসতে না আসতেই ঢিট্ হয়ে একবারে সোহাগী—রে! ঘরের খবর দেয়!

বাতাপী। (জনান্তিকে) মেয়ে মানুষের দশাই ঐ রকম রে!—দাদা রাজার ঐশ্বর্য্য—মণি মুক্তোর পাহাড় দেখে, নোলা সকসকিয়ে উঠেছে—বুঝছিস্ না?—(প্রকাশ্যে)—তা-তা-হ্যাঁগা—হ্যাঁগা—ছিলে নরম করবার মন্তরটা আমাকে শেখাবে?

আতাপী। আর—এই তূণ থেকে বাণ তোলবার মন্তরটাও আমাকে শিখিয়ে দেবে ভাই?

লোপামুদ্রা। কেন শেখাবোনা!—কিন্তু অমন করে আলাদা পরলে ত মন্তর খুলবে না। একজনকেই এগুলো পরতে হবে যে!

বাতাপী। শুনলি—শুনলি ত? তুই জোর করে তোর পীঠে তূণ বাঁধলি,—এখন আমাকে খুলে দে,—আমি মন্তরটা শিখে নিই—

লোপামুদ্রা। আমার হাতে ধনুকটা দাও, পীঠে তূণ দুটো বেঁধে দাও,—আমি মন্তর পড়ি, তোমরা দুজনে আগে দেখো—শিখে নাও—তারপর এগুলো নিয়ো।

বাতাপী। তুমি ভারি খাসা মেয়ে,—বেশ বলেছ, এই নাও—ধনুকটা ধরো—

বাতাপীর হাত হইতে আতাপী ধনুক লইয়া লোপামুদ্রাকে দিল

আতাপী। এসো ভাই—তূণ দুটোও তোমার পীঠে বেঁধে দিই—

লোপামুদ্রার পীঠে তূণ বাধিয়া দেওয়া

বাঃ! তোমাকে কিন্তু দিব্যি মানিয়েছে ভাই!—এইবার মন্তর ত শেখাও—

লোপামুদ্রা। (ধ্যানস্থ হইয়া) তোমারই দেওয়া শক্তি, তোমার শিক্ষায় শিক্ষা,—তুমিই সহায় হও স্বামী!

তূণ হইতে একটি তীর তুলিয়া লইলেন

আতাপী। ওরে, দেখ দেখ্—ওমা, বাণ ত নয়, যেন—আগুন!

বাতাপী। ও বাবা!—মন্তরের জোরে বাণ অমন আগুন মুখী হয়! তা-তা—এবার মন্তরটা শেখাও—

লোপামুদ্রা। মন্ত্র আগে শোন ত!—(ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া) নিরপরাধিনী নারীকে যে অপহরণ করে আনে,—এই বাণ তার—শমন!

বাতাপী। য়্যাঁ! এ হ'ল কিরে আতাপী,—যার শীল যার নোড়া—তারই দাঁতের গোড়া—

লোপামুদ্রা। বল—আমার স্বামী কোথায়?

বাতাপী। য়্যাঁ?

লোপামুদ্রা। বল!

বাতাপী। তার আশা ছেড়ে দাও,—এতক্ষণে হয় ত শেষ হয়ে গেছে—

লোপামুদ্রা। কি বললে?

বাতাপী। নাগপাশে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা পড়ে—অজ্ঞান, অচৈতন্য; সেই অবস্থায় রাজসভায় নিয়ে গেছে। আমরা এসেছিলুম—তোমাকে সেখানে ধরে নিয়ে যেতে—

লোপামুদ্রা। আমাকে এখনই রাজসভায় নিয়ে চল!

বাতাপী। কি!—(অগ্রসর হইতে গিয়া সভয়ে পশ্চাদপদ হইয়া) উঃ—এগুতে গেলে গা যেন পুড়ে যায়—

আতাপী। ওমা—কি হবে গো!

লোপামুদ্রা। নিয়ে চল আমাকে রাজসভায়—

বাতাপী। মনে তোমার এই মতলব ছিল?

লোপামুদ্রা। চলো—

আতাপী। শেষে পুড়ে মরবি?—চল্ না রাজসভায়—যা করবার করবে—রাজা!

বাতাপী ও আতাপী পশ্চাৎ হটিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল

লোপামুদ্রা। মনে রেখো—তোমাদের মৃত্যুবাণ আমার হাতে; ছলনা করলেই মৃত্যু!—আসুন, আচার্য্যদেব!

ধনুকে শর সংযোগ করিয়া বাতাপী ও আতাপীর অনুগমন

রাজকের প্রবেশ

রাজক। ওরে বাবা! একদণ্ডে ভেল্কী দেখিয়ে দিলে! বিদ্যার ভূষণ পরে সারা জীবনটা অবিদ্যার ছলনাতেই ঘুরে মরলুম, অমানুষই রয়ে গেলুম!—দেখি, এই অবসরে যদি পালাবার সুযোগ পাই।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

মণিমতীপুরী

ইল্বলের মণিময় উজ্জ্বল রাজসভা

প্রধান সিংহাসনে ইল্বল, অন্য সিংহাসনে সাগরিকা,—অন্যান্য স্থানে সভাসদগণ, সেনানী ও দৈত্যগণ যথাযথভাবে দণ্ডায়মান ; সভার একপার্শ্বে সুবৃহৎ পিঞ্জর মধ্যে নাগপাশে আবদ্ধ অগস্ত্য

ইল্বল। শক্তি আজ কার করায়ত্ত—
ওহে, [illegible] ব্যথিত আত্মার অগ্রদূত ?
সে দিনের সেই তীব্র তেজোধারা
হারালে কোথায় ?
বদ্ধ এই দানবের দৃঢ় নাগপাশে,
মুক্ত হতে আজ সাধ্য নাই !
আজি হেথা উৎসব তোমারই।

অগস্ত্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

সাগরিকা। (অগস্ত্যের পিঞ্জর সম্মুখে নামিয়া আসিয়া)—
মনে পড়ে—সিন্ধুর সেই উত্তাল তরঙ্গে
নিগ্রহ তোমার ?—বার বার আমার মিনতি,
দানবীর সহায়তা লইতে উপেক্ষা ?

ইল্বল। ভবিষ্যতে আছে আরো অশেষ নিগ্রহ !
হাঁ, তবু জেনো—

দয়ামায়া বিবর্জ্জিত নহে দৈত্য দেহ !
নির্ভর করিছে মুক্তি—একটি কথায় ।
ইচ্ছা হয়—কর মৃত্যুরে বরণ,
কিম্বা লভ মুক্তি !—
তোমার নিগ্রহ শুনি, পত্নী তব এসেছে স্বেচ্ছায় ।

অগস্ত্য । লোপামুদ্রা !

ইল্বল । হাঁ, লোপামুদ্রা ! সাধ্বী সহধর্ম্মিণী তোমার ।
মুগ্ধ আজি দৈত্যের প্রভাবে ।
দৈত্যপতি মুগ্ধ তার রূপে ।

সাগরিকা । তার ত্যাগ—তব মুক্তি পণ ।

ইল্বল । শুধু মুক্তি নয়—
শক্তিময়ী সাগর-ঈশ্বরী
হইবেন তোমার বনিতা ।
আর্য্য-অনার্য্যের এই অপূর্ব্ব মিলন,
নব যুগ প্রবর্ত্তন করিবে জগতে ।

অগস্ত্য । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

ইল্বল । স্তব্ধ হয়ে কিবা দেখিতেছ সাগরঈশ্বরী !
ও হাসি উল্লাসের নয়—উপেক্ষার ।
হাসির কল্লোল তুলে—
আসে যত দৈত্যবালা,
উৎসব করিতে সমুজ্জ্বল ।
সিংহাসনে ব'স নারী ।

সাগরিকা । অদ্ভুত মানব !

সমুদ্র-মন্থনজাত সমুদয় বিষ,
আকণ্ঠ করিয়া পান,
নীলকণ্ঠ ছিল বুঝি এইরূপ উদাসীন।
দুরাশা আমার—

সিংহাসনে বসিলেন

সুসজ্জিতা দৈত্য-তরুণীদের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ

দৈত্য-তরুণীদের গান

গানে গানে গানে।
সকল বিষাদ দূর হয়ে যাক্ সুর ও সুরার বানে॥

দৈত্য-তরুণীদের উল্লাসগীতের সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যরাজ ইল্বলের আগারে
বন্দিনী নারীদের রোদন রোল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,
দৈত্য-তরুণীগণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল

নেপথ্যে বন্দিনী রমণীগণের গান

আঁধার-ঘেরা কারার মাঝে আমরা কেঁদে সারা,
অশ্রু মোদের মুছিয়ে দাও, মুক্ত কর গো ত্বরা।

অগস্ত্য। (চাঞ্চল্যভাব) সেই আর্ত্তস্বর!

সাগরিকা। কি এ দৈত্যরাজ!
তুলি বিষাদের সুর—দূর করে আনন্দ উল্লাস!
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে
স্তিমিত উৎসব আলো,
ছন্দহীন গীত নৃত্য—
স্তব্ধ তব নর্ত্তকীরা।

ইব্বল। আশঙ্কার কিছু নয় রাণী,
মম কারাগারে—শত শত বন্দিনী নারীর
ব্যাকুল রোদন ধ্বনি !
কান পেতে আমি শুনি সদা,
ভরে যায় অন্তর আমার
আত্মগরিমায়।—
তোমরা নীরব কেন ?
তোল সুরের ঝঙ্কার,
প্রমত্ত সঙ্গীতে দাও রোদনের প্রত্যুত্তর।

দৈত্য-তরুণীদের গান

মোরা শুনিব না কোন কথা, কেবলি গাহিব গান,
বিলাইয়া দিব উজাড় করিয়া পরাণ পাত্রখান
মোরা বাঁধিব যতনে নিঠুর পিয়ারে সোহাগ-ডুরির টানে ॥

ইব্বল। বাঃ বাঃ বাঃ—খাসা !

নেপথ্যে বন্দিনী রমণীদের গীতাংশ

আপন ভবন স্বজন ছেড়ে মোরা সর্ব্বহারা
অশ্রু মোদের মুছিয়ে দাও, মুক্ত কর গো ত্বরা
কর ত্রাণ কে আছ কোথায় ডাকে দুর্গতজনে ॥

গানের সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য-তরুণীগণ গীতনৃত্য সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিল

অগস্ত্য। মুক্তি—মুক্তি চায় !
মুক্তি দাও দৈত্যরাজ ! কর মুক্ত ঐ—

ইল্বল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! নিজ মুক্তি আগে মেগে লও।
বাতাপী !—কোথা লোপামুদ্রা ?

অগস্ত্য। লোপামুদ্রা ?

ইল্বল। হাঁ লোপামুদ্রা—

দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া বাতাপী ও আতাপী,—ধনুকে তীর যোজনা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোপামুদ্রার প্রবেশ

অগস্ত্য। লোপামুদ্রা !!

ইল্বল। বাতাপী !—একি ?

বাতাপী। দৈত্যরাজ ! এই দুর্গতি মোদের।
শিক্ষা দেবার ছলে লয়ে ধনুর্ব্বাণ—
এ দশা করেছে আমাদের—
ঐ ভয়ঙ্করী নারী।

ইল্বল। ভয়ঙ্করী নারী !—ততোধিক ভয়ঙ্কর ইল্বলের রোষ !
ধর ওরে—নিয়ে এস মম পাশে।

দৈত্যগণ লোপামুদ্রার দিকে অগ্রসর হইতেই

লোপামুদ্রা। সাবধান !
দগ্ধ হবে—পদমাত্র আর হলে অগ্রসর।

দৈত্যগণ। (সভয়ে পশ্চাদ্‌পদ হইয়া) দৈত্যরাজ !

ইল্বল। বুঝিয়াছি, অক্ষম সকলে।

সাগরিকা। শক্তিহারা ব্রাহ্মণের শক্তির ভাণ্ডার—
করতলগত তার শক্তিময়ী ব্রাহ্মণীর !
বৃথা—সব বৃথা দৈত্যরাজ।

কার সাধ্য উহারে ধরিবে
কালান্তক বাণ হাতে কালমুখী নারী !

ইল্বল। যদি এই দণ্ডে নারী—
নাহি কর আত্মসমর্পণ
নাগপাশে বদ্ধ ঐ তব স্বামী,
হবে হত নিষ্ঠুর প্রহারে।

লোপামুদ্রা। শত খদ্যোতের স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া,
জ্বলে ওঠে দীপ-শিখা প্রদীপ্ত হইয়া !

ইল্বল। স্বপ্ন বুঝি দেখিতেছি আমি !
দৈত্যগণ ! আজি অভিনব রণ !
অস্ত্রহীনা কর এ নারীরে,
অস্ত্রাঘাতে ওই বন্দী-চক্ষু কর উৎপাটন,
উত্তেজিত কর সর্পগণে—দংশন করুক
শতমুখে তুলিয়া নিষ্ঠুর ফণা !

দৈত্যগণের কতক অগস্ত্যের দিকে ও কতক লোপামুদ্রার দিকে দলবদ্ধ হইয়া ধাবিত হইল, লোপামুদ্রার শরত্যাগ—চারিদিকে অগ্নিক্রিয়া ; দৈত্যগণের আর্ত্তনাদ, কয়েকজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ; অগস্ত্যের পিঞ্জরের চারিপার্শ্বে অগ্নি জ্বলিয়া উঠায় সর্পগণ অগস্ত্যকে ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইল ; পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া অগস্ত্য বাহিরে আসিলেন

অগস্ত্য। সাধ্বী ! সাধ্বী ! শক্তিদান সার্থক আমার আজ।

লোপামুদ্রা। প্রভু! প্রভু! ধর ধর আয়ুধ তোমার,
কম্পিত আমার দেহ,—আমি—আমি—

অগস্ত্যের হাতে ধনুক দান

অগস্ত্য। স্থির হও দেবী, শক্তির সাধিকা তুমি।
বল দৈত্য,—কোথা সব অবরুদ্ধা নারী,
দেখাও সত্বর,—
মুক্তি চাই আর্ত্তদের। বল, কোথা—তারা?

ইল্বল। কারা?

অগস্ত্য। নাহি জান!—আমি শুনিতেছি দিবস যামিনী
তাহাদের বুকভাঙ্গা রোদনের ধ্বনি,—
আকাশ বাতাস ধরাবক্ষ এই সভাতল
ব্যাপ্ত তাহাদের আর্ত্ত রোদনের সুরে।
তবু বল, নাহি জান!—দেখাও সত্বর—

ইল্বল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

অগস্ত্য। দেখিয়াছ শান্তস্নিগ্ধ উদার মূরতি মম,
তাই স্পর্দ্ধা বর্দ্ধিত ক্রমশঃ!
দেখাব এবার সংহার মূরতি,
নিস্তারের পাইবে না পথ!

ইল্বল। সত্য! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

অগস্ত্য। তবু উপহাস!
সর্ব্বহারা আজি আমি করিব তোমায়—
সর্ব্বশক্তি করিয়া হরণ!

লোপামুদ্রার পৃষ্ঠরক্ষিত তূণ হইতে বাণ লইয়া ধনুকে যোজনা

ইল্বল। তার আগে
পরিপূর্ণ আত্মশক্তি দানবের।
এইবার—(গদা হস্তে অগস্ত্যকে আক্রমণ)

অগস্ত্য। অহঙ্কার ভাঙেনি এখনো—
হও বিকলাঙ্গ কদাকার পশুর অধম।

শরত্যাগ—সঙ্গে সঙ্গে ইল্বলের হস্ত হইতে গদা খসিয়া পড়িল,—
ইল্বল কুব্জদেহ কদাকার বৃদ্ধে পরিণত হইল

ইল্বল। (বিকৃত মুখে) উঃ—এঃ—অগস্ত্য—

সাগরিকা সভয়-বিস্ময়ে ইল্বলের ভয়াবহ মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইল

অগস্ত্য। বিপুল ধরার ধনরত্ন করিয়া লুণ্ঠন,
করিয়াছ এই স্থানে অমরা সৃজন,
রুদ্ধ করি সতীগণে, আর্য্যাবর্ত্তে তুলেছ রোদন
আজি তার—শেষ!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিন্ধ্যরাজের প্রাসাদ মণ্ডপ

একদিক দিয়া পাহাড়িয়া নর্ত্তকীগণ ও অন্যদিক দিয়া মাদল বাজাইয়া পাহাড়িয়া নর্ত্তকগণের প্রবেশ

গান

মেয়েরা—

বঁধুয়া ! তু নাচালি হিয়া, কি জাদু দিয়া
তুহার বয়ান মনকে মাঝে উঠ্‌ছে রাঙিয়া ।

পুরুষরা—

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডিমিক মাদল বাজে
ওরে মন্ মেতেছে মন মেতেছে নাচে

মেয়েরা—

চুপ্ চুপ্ চুপ্ বঁধুয়া এসেছে ঘরে,
দুর্ দুর্ দুর্ কাঁপে এ বুক্—সারা অঙ্গ শিহরে,
ওরে ঐ ডাকে ঐ মিঠি সুরে—পিয়া-পিয়া-পিয়া ।
বঁধুয়া সাজে জঙ্গল মাঝে
পানি বর্ষায় ঝিপির্ ঝিপির্—মন বসেনা কাজে

উভয় দল—

ঐ হাওয়া ওড়ে হালায় হালায়
আয় ছুটে আয় আয় পাশে আয়—
বাজিয়ে মাদল্ মাতিয়ে তোল্ পরাণ বঁধুর হিয়া ॥

সকলের প্রস্থান

বিন্ধ্যের প্রবেশ

বিন্ধ্য। বারো বছরের লুকোনো আমোদ—বিন্ধ্যবাসীর উৎসব—আজ—কানায় কানায় ভরে উঠেছে! পাল-পার্ব্বণ, নাচ-গান সব বন্ধ ক'রে, তাদের রাজা গুরুদক্ষিণার জন্ম ভাণ্ডার পূর্ণ করতে সাধনায় বসেছিল। গুরুর কৃপায় সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, সবদিক দিয়ে বিন্ধ্যাচল আজ এত উঁচুতে উঠেছে, যার জন্মে সারা ব্রহ্মাণ্ড চমকিত। বিন্ধ্যের এই প্রলয় কাণ্ড দেখে বিশ্বের আজ ভাবনার অন্ত নেই!—গুরু! গুরু! তোমারই দেওয়া শক্তি, তোমারই মুখের কথা;—এইবার এসে দেখ দেবতা—দাসানুদাস শিষ্য, তোমার শূন্য ঝুলি ভরাবার মত বস্তু কিছু সঞ্চয় করেছে কি না!

রাজকের প্রবেশ

রাজক। জয়োঽস্তু বিন্ধ্যরাজ!

বিন্ধ্য। একি—দেবতা যে! কি আজ্ঞা করতে এসেছেন প্রভু? আবার কোনো রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবেন নাকি?

রাজক। না-বিন্ধ্যরাজ! অন্য প্রয়োজনে আমি এসেছি। আর শুধু যে আমি একা এসেছি, তা নয়;—ভারতের প্রত্যেক ভূপতির মুখ্য

মুখ্য সভাপণ্ডিতদের সমাগম হয়েছে আপনার রাজধানীতে। কাশী, কাঞ্চি, কলিঙ্গ, মিথিলা, কোশল, কর্ণাট, দ্রাবিড়—

বিন্ধ্য। থাক্ দেবতা থাক্—সবার নামে কায কি!—আপনিই যখন মুখপাত্ হয়ে এসেছেন, আপনিই আগে আপনাদের আজ্ঞাটি ব্যক্ত করে ফেলুন ত!

রাজক। সাধু! সাধু!—আমিই তবে বক্তব্যটি অগ্রেই ব্যক্ত করি!—হাঁ,—তবে শুনুন,—আমরা জানতে চাই, আপনি এই যে হঠাৎ মাথা তুলে আমাদের সকলকে—সমস্ত সভ্যজগতকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন, এর উদ্দেশ্য কি?

বিন্ধ্য। আমি ত অন্যায় কিছু করিনি ব্রহ্মণ্যদেব! বিন্ধ্যাচল দীর্ঘকাল ধরে অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল,—গুরুর দেওয়া দৃষ্টিতে তার এই দুর্গতিটুকু আমার চোখে ধরা পড়ে,—তাই কঠোর সাধনায় আমি তার ঘুম ভাঙ্গিয়েছি; সে আজ তার বিশাল দেহ নেড়ে জেগে উঠেছে।—অন্যায় কিছু হয়েছে কি দেবতা?

রাজক। হয় নি? এই ভারতজোড়া ঘুমন্ত পাহাড় জেগে উঠেই ধরাকে যেন সরা দেখেছে! কাউকে মানতে চায় না,—কারুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না,—মাথা শুধু আকাশ ফুঁড়ে খাড়াই করছে—নোয়ায় না!

বিন্ধ্য। এতো জানা কথাই দেবতা! এতকাল কেউ তাকে চায় নি, মানে নি কেউ; তাই না—সেও আজ কাউকে চায় না!—শুধু চায়—নিজের পায়ে ভর দিয়ে, নিজের জোরে, জগৎজুড়ে দাঁড়াতে।—এও কি অন্যায় দেবতা?

রাজক। নিশ্চয়!—তাহলে আমরা যাই কোথায়? বিদ্যার আলো,

জ্ঞানের আলো, শিক্ষার আলো, ধর্ম্মের আলো, মুক্তির আলো—এই যে পঞ্চপ্রদীপ, আমরা ছাড়া আর কারো জ্বালবার যোগ্যতা আছে, বলতে পারো ?

বিন্ধ্য। আপনাদের যা যা যোগ্যতা, সে সবই ত বিন্ধ্যের জানা আছে দেবতা! হিংসা, স্বার্থ আর লোভে তা ভরপূর! নিজের দিকেই চেয়ে দেখুন না দয়াময়!—তাই না, সবাইকে ছেঁটে ফেলে, আমি ধরেছি এমন এক বিদঘুটে গুরু,—আপনারাও যাঁকে চিনতে চান না! শুধু আপদ এলে দোহাই দিয়ে পড়েন, আর তা চুকে গেলে, মুখ ভেংচে হাসেন! কিন্তু এই বিন্ধ্য তাকে চিনেছে, আর চিনেছে বলেই—বিন্ধ্যাচল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আপনারা এসেছেন ভয়ে ছুটে!

রাজক। হাঁ, হাঁ, বোঝা গিয়েছে এতক্ষণে,—এ সমস্তই ঐ অগস্ত্য মুণির আজগুবি কাণ্ড।

বিন্ধ্য। কাণ্ডর ত এই সূচনা সবে! এতেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এত! কিন্তু এর পর? বিন্ধ্যাচল যখন মাথা নাড়া দিয়ে উঠবে ঐ গুরুর শক্তিতে,—সূর্য্য এগোবার পথ পাবে না, চন্দ্র উঠবে না, তারা উঁকি দেবেনা,—সেদিন এল বলে!

রাজক। আমাদের যুক্তি শোন বিন্ধ্যরাজ!—নিরস্ত হও,—এই অতি উত্থানই তোমার পতন—এ কথা ভুল না। এখনো আমাদের কথা শোন—

বিন্ধ্য। শোনবার সময় এখনো আসেনি দেবতা!—হাঁ ভাল কথা, আগে আপনাদের পূজো করবার আজ্ঞা দিন,—পায়ের ধুলো যখন বিন্ধ্যের আগারে পড়েছে—তখন ধন্য করুন অধমকে।

রাজক। (স্বগতঃ) বেটা পাকা পাজী!—আমার কায নয়,—এখন দেখা যাক্ আমার সহযোগীরা যদি কিছু করে উঠতে পারে।

রাজককে সসম্ভ্রমে লইয়া বিপ্রের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারাণসী—অগস্ত্যাশ্রম

কুটীর সম্মুখ

অগস্ত্য

অগস্ত্য। কর্ম্ম যেমন তোমার প্রিয়, আমাদের প্রিয় কুল;
রক্ষা কর পিতৃকুল—সহধর্ম্মিণী গ্রহণে।—
বহুমানে সযতনে এ আদেশ—
পালন করেছি পিতৃগণ?
উপহার দিয়েছি সন্তান, কুলরক্ষা হেতু;
পাতিয়াছি গার্হস্থ্য আশ্রম,
মুক্তি তীর্থ বারাণসী ধামে।
আর ত আদেশ কিছু নাই?
তুমি হাসিতেছ কেন, এ প্রশ্ন শুনিয়া?
ও হাসি ত উপেক্ষার নয়!
কিবা অভিপ্রায়? ভেঙ্গে দেবে সুখের সংসার?
নিষ্ঠুর বন্ধন পরে কর্ম্মক্ষেত্রে
ছুটিতে কি হবে পুনরায়!

তাই কি শ্রবণ-দ্বারে—দীর্ঘদিন পরে
বাজে পুনঃ ব্যথিত আত্মার সুর,—
ওঠে কল্লোলিয়া অশ্রু-নির্ঝরের ধ্বনি !

ছায়ার প্রবেশ

গান

ছায়া—

শান্ত আকাশে আবার উঠেছে আর্ত্ত রোদন ধ্বনি।
ঐ শোনো তার করুণ সুর, ওগো, শান্তিকামী মুণি॥

অগস্ত্য। সঙ্গে সঙ্গে তোমারো চরণ-ছায়া
পড়েছে জননী !
কিবা শেল হানিবে হৃদয়ে,—
লয়ে যাবে আবার কোথায়,—
কত দূরে—বল, বল !

গান

ছায়া—

রক্ষা করে, ধরার নারী
মুছিয়ে দেছ অশ্রু বারি,
(তারা) মুক্তি পেয়ে শক্তিময়ী—
কুনয়নে আর চায়না কামী॥

অগস্ত্য। থামো, থামো, ও সব শোনাও কেন ?
কি করেছি, বলা বৃথা ; করিতে কি হবে—
তাই বল—

গান

মানবীর ভয় নাইকো আর, দেবীই আজ ভয়াতুরা,
পাপের ভারে স্বর্গ কাঁপে, হাহাকারে আকাশ ভরা ;
অশ্রু পাথার সৃজন ক'রে, সতী কাঁদে আজ কাতরে,
মুক্তি তারে কে দেবে গো—সে যে ইন্দ্রহারা ইন্দ্রাণী ॥

অগস্ত্য। ইন্দ্রাণী! ইন্দ্রাণী! স্বর্গহারা বাসব-বনিতা!
মর্ত্তের মানব আমি,
কর্ম্মক্ষেত্র মাটীর মেদিনী :
আমি কি করিতে পারি, কি সাধ্য আমার!

নহুষের প্রবেশ

নহুষ। হে অগস্ত্য! আমি অভ্যাগত
অতিথি তোমার দ্বারে।

অগস্ত্য। ভাগ্যবান, আমি আর্য্য! তব আগমনে।
কুটীর পবিত্র মম।—লোপামুদ্রা!
গৃহ সুপবিত্র আজি অতিথির পদার্পণে,
পাদ্য অর্ঘ্য আন ত্বরা।

নহুষ। থাক্-থাক্ ; ও সব বৃথা, নাহি প্রয়োজন ;
অতিথির আকিঞ্চন আগে—

পাদ্যপূর্ণ কমণ্ডলু ও অর্ঘ্যপাত্র লইয়া লোপামুদ্রার প্রবেশ

(লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্বগতঃ)
আঁধারের বক্ষ ভেদ করি,

দৃপ্ত দামিনীর মত একি রূপরশ্মি
ভাতিল নয়নে !—ইন্দ্রাণী লাঞ্ছিত তনু ,—
মরি—মরি,—
(প্রকাশ্যে)
এই কি গৃহিণী তব ? ইনি লোপামুদ্রা ?

লোপামুদ্রা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন

অগস্ত্য । দীন ব্রাহ্মণের ইনিই বনিতা ।
পাদ্য অর্ঘ্য লহ মহাশয় ।

নহুষ । আসি নাই পাদ্য অর্ঘ্য হেতু হেথা,
কোনো প্রায়াজন নাই ।
নাহি জিজ্ঞাসিলে মম পরিচয়—
ব্যস্ত শুধু পাদ্য অর্ঘ্য দিতে !

অগস্ত্য । জিজ্ঞাসিতে অতিথির পরিচয়
শাস্ত্রসিদ্ধ নয় ।

নহুষ । শাস্ত্র ! শাস্ত্র !
মুণি হয়ে শস্ত্র ধর শুনিয়াছি,
শাস্ত্রবাণী তব মুখে ! আশ্চর্য্য ত !

অগস্ত্য । শস্ত্র-চর্চ্চা মম শাস্ত্রের শাসনে জেনো,
শাস্ত্র মাঝে পাই আমি সত্যের সন্ধান ।

নহুষ । তর্কে মম নাহি প্রয়োজন,
শাস্ত্র মীমাংসায় হেথা আসি নাই ।
শোনো মম পরিচয়,—স্বর্গাধীপ আমি,

নহুষ আমার নাম।

অগস্ত্য। এর চেয়ে উচ্চ পরিচয় আমি
অগ্রে পাইয়াছি।—
আমার অতিথি তুমি, সর্ব্বদেবময়।

নহুষ। জান তুমি, হে সর্ব্বজ্ঞ মুণি,
অভিশপ্ত ইন্দ্র হলে নিরুদ্দিষ্ট,
দেবগণ ইন্দ্রত্ব রক্ষায়—
ব্যগ্র হয় অভিনব ইন্দ্রের সন্ধানে?

অগস্ত্য। মনে আছে—দেবগুরু বৃহস্পতি সনে
দেবগণ এসেছিলেন—এই দীনের নিকটে।

নহুষ। তোমার নিকটে?—বসাইতে ইন্দ্রের আসনে!
তবু তুমি যাও নাই?
এই কুটীর করিয়া সার,
স্বেচ্ছায় ত্যাজিয়াছিলে ঐ প্রলোভন?

অগস্ত্য। স্বর্গ করি নাই জীবনের কাম্য কোনো দিন;
তার চেয়ে উচ্চ ছিল আমার কামনা—
মর্ত্তের মানব আমি—মর্ত্তের সাধনা।

নহুষ। তুমি বুঝি তবে দিয়েছিলে আমার সন্ধান
দেবগণে,—বসাইতে মোরে ইন্দ্রের আসনে?

অগস্ত্য। না,—আমি দিয়াছিলাম যুক্তি—
ইন্দ্রের অভাবে ইন্দ্রাণী হউন স্বর্গেশ্বরী,
যত দিন শাপমুক্ত না হন তাঁহার স্বামী।
শোনে নাই সে যুক্তি দেবতা,

তাই আজ অভিনব সমস্যার সৃষ্টি
হইয়াছে সুরধামে।

নহুষ। সত্য!—আমি তখন মগ্ন তপস্যায়,
তপোভঙ্গ করিয়া আমার,
বহু সাধ্য সাধনায় বসায় ইন্দ্রের পদে।
সেই হতে দেবগণ সবে মম আজ্ঞাধীন,
অপ্সরা-কিন্নরী সদা ব্রতী আমারে তুষিতে,
ঐরাবত, পারিজাত, ইন্দ্ররথ, ইন্দ্রের বিভব—
সবে লালায়িত আমার সেবায়,—
শুধু ইন্দ্রাণী না ফিরে চায়!
আমি স্বর্গাধীপ—ইন্দ্রত্বে আমার
পূর্ণ অধিকার শচীর উপর।

অগস্ত্য। তুচ্ছ মর্ত্ত জীব আমি,
সদা উদাসীন স্বর্গের ব্যাপারে,
সৌভাগ্য এ দীন ব্রাহ্মণের,
স্বর্গ ত্যজি স্বর্গাধীপ অতিথি এখানে।
অতিথি সৎকার করে—

নহুষ। হাঁ,—অতিথি-সৎকার এবে
কর বিধিমতে, হে অতিথি বৎসল—
সত্যাশ্রয়ী মুণি!
অভিনব ভিক্ষা আহরণে
আসিয়াছে দুয়ারে তোমার
স্বর্গাধীপ আজ।

শোনো মুনিরাজ,
শচী করিয়াছে অঙ্গীকার—
মরতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরে—করিয়া বাহন,
দিব্য যানে করি আরোহণ,
শচী-সন্নিধানে যদি হই উপনীত,
আত্মসমর্পণ করিবে তখনি,
ইন্দ্রজ্ঞানে আমারে ভজিবে।

অগস্ত্য। তপোলব্ধ শক্তির প্রভাবে,
লভি স্বর্গ সিংহাসন, অতুল বিভব,
তবু তৃপ্ত নহ !—ছুটেছ ভোগের পথে,
ইন্দ্রকেও করিয়াছ অতিক্রম !
মর্ত্ত্য-মানবের সুপ্ত মূঢ় বর্ব্বরতা
মূর্ত্ত করে তুলিতেছ—
ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষুর উপর ?
যুগ যুগান্তের সাধনার বল,
সভ্যতার জ্যোতির মাধুর্য্য,
জীবনের সত্য উপলব্ধি—
তুমি আজ ব্যর্থ করিতেছ !
ফিরে এসো—মহান্ধ মানব,
মুখরক্ষা কর মানবের।

নহুষ। তার আগে,—মুখরক্ষা কর তুমি
সুরপতি এই অতিমানবের।
সারা মর্ত্তে চাহিয়া দেখেছি,

নরশ্রেষ্ঠ তুমি ধরামাঝে,
যোগ্য তুমি এক মাত্র
প্রস্তাবিত দিব্য রথের হইতে বাহন।
মনে রেখো, আমি অতিথি তোমার—
সর্ব্বমঙ্গলময়। এই প্রার্থনা আমার,
এই তব অতিথি সৎকার।

অগস্ত্য। (আত্মগতভাবে) চমৎকার! পরীক্ষার পারাবার
করিতেছ ক্রমশঃ দুর্ব্বার,
আর্ত্তের রোদন-ব্যথা এখনো বাজিছে বুকে,
সারা চিত্ত উদ্বেলিত মুক্তির কারণে,
তারেই বাঁধিতে হবে লাঞ্ছনার পাশে,
একি খেলা তোর?
কি কঠোর পরীক্ষায় ফেলিলি আমায়!

নহুষ। কি ভাবিতেছ সত্যাশ্রয়ী মুণি!
মিলিবে আমার ভিক্ষা?
কিম্বা ফিরে যাব বিমুখ হইয়া?

অগস্ত্য। অতিথি বিমুখ হবে,—
ফিরে যাবে ভিক্ষা না পাইয়া!
কি করিব, কি কর্ত্তব্য এবে!
একি,—কে যেন কহিছে মোর হৃদয়ের দ্বারে
জলদগম্ভীর স্বরে তুলিয়া ঝঙ্কার—
হে সংসারী! সার ধর্ম্ম তব অতিথি সৎকার,
অতিথি ফিরিলে মিথ্যা হবে সাধনা তোমার।

নহুষ। কতক্ষণ রব প্রতীক্ষায় ?
বিদায় তাহলে মুণি,—ফিরে চলিলাম।

অগস্ত্য। দাঁড়াও, আসিয়াছে অগস্ত্যের দ্বারে ;
কেহ ফিরে নাই কভু, তুমি ফিরিবে না।
হাঁ,—আমি তব হইব বাহন, বহিব তোমার রথ
কিন্তু এক পণ থাকিবে আমার।

নহুষ। বল, বল, পণ তব নিশ্চয় পালিব আমি।

অগস্ত্য। তুলিয়া তোমায় রথে বহিব যখন,
গতি তার পথে রুদ্ধ নাহি হবে।
পূর্ণতেজে কাম্য স্থানে হব উপনীত,
তুমি যদি রুদ্ধ কর গতি,
অধোগতি হইবে তোমার।

নহুষ। অঙ্গীকার করিতেছি, না হবে লঙ্ঘন।
শচী লক্ষ্য, শচী ধ্যান,—
পথে কোথা করিব বিশ্রাম !
কবে যাত্রা হবে মুনিবর ?

অগস্ত্য। পুরাতন বৎসরের আছে কটি মাত্র দিন।
মার্গশীর্ষ নববর্ষ সাজিছে উল্লাসে,
মহোৎসাহে দেখা দিতে।
সেই দিন—চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে,
কাশী ত্যাগী অগস্ত্যের যাত্রার সহিত।

নহুষ। তুষ্ট আমি,—সাধু, সাধু।—
(স্বগতঃ) আগে হোক শচী লাভ—

তার পর—একদিন হেথায় আসিতে হবে
অবনীর এই শচীর আশায় !
(প্রকাশ্যে)—হাঁ—ইহাই রহিল স্থির,
রথ সহ আমিই আসিব হেথা,
কাম্য অগ্রহায়ণের প্রথম উষায় ।

প্রস্থান

লোপামুদ্রার প্রবেশ

লোপামুদ্রা । কি শুনিতেছি প্রভু ! শিহরিয়া উঠিছে সর্ব্বাঙ্গ !
চিরদিন সতীর রক্ষক তুমি,
পশুর অধিক হবে ঐ পাষণ্ডের পাশব লীলায় ?

অগস্ত্য । সার ধর্ম্ম প্রিয়ে সংসারীর—
অতিথি সৎকার । নিতান্ত ব্যথার সনে
দিয়াছি সম্মতি, সে ত বুঝিতেছে ।
আমি কি করিতে পারি ? ইচ্ছা সব ওরই !

লোপামুদ্রা । শুনিয়াছি প্রভু, এই নহুষের
অসীম শক্তির কথা ।
শুনিয়াছি, তপোবলে লভিয়াছে
সর্ব্বজয়ী মহাশক্তি ।
দৃষ্টিমাত্র অপরের পূর্ণশক্তি
করিতে হরণ—
আছে নাকি সামর্থ্য তাহার ।

অগস্ত্য । সত্য, যাহা শুনিয়াছ প্রিয়ে ।

কিন্তু এও সত্য—
সেই সর্ব্বজয়ী দৃষ্টি
পড়িয়াছে সতীর উপরে !

দৃঢ়স্থ ও সুশর্ম্মার প্রবেশ

দৃঢ়স্থ। বাবা, বাবা,—এই দেখুন কাকে আমাদের ঘরে নিয়ে এসেছি—

অগস্ত্য। মহারাজ !

লোপামুদ্রা। বাবা ! বাবা !—(প্রণাম করিয়া) কি সৌভাগ্য আমার—

সুশর্ম্মা। (প্রণাম উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া) গুরু—

অগস্ত্য। (বাধা দিয়া) ওকি—মহারাজ ! আপনি কন্যাদাতা—আমার পিতৃতুল্য পূজ্য—

সুশর্ম্মা। তবুও যে মনে সঙ্কোচ আসে—

অগস্ত্য। ত্যাগ করুন। ভুলে যান মহারাজ, আমার ব্যক্তিত্বের মোহ। দেখছেন ত সেই বিকৃতমস্তিষ্ক অগস্ত্যকে ;—আজ সংসারী। কুটীর বেঁধেছি, শিবমন্দির তুলেছি, নিজের নামে অগস্ত্যেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করে ধন্য হয়েছি। সংসার সাধনা পূর্ণভাবেই চলেছে।

দৃঢ়স্থ। বাবার শিব তুমি দেখনি দাদু,—কি সুন্দর ! তুমি দেখলে পূজো না করে থাকতে পারবে না। আমি রোজ পূজো করি—

সুশর্ম্মা। পূজো কর দাদু,—আমিও আজ তোমার সঙ্গেই পূজো করবো—

দৃঢ়স্থ। বাঃ বাঃ—কি মজা ! আমি তাহলে ফুল বেলপাতা তোমার জন্যে তুলে রাখি দাদু। তুমি বাবার সঙ্গে ততক্ষণ কথা কও, আমি এখ্‌খুনি ছুটে আসছি—

সুশর্ম্মা। আহাহা—দেখে আমার চক্ষু আজ সার্থক !

অগস্ত্য। মহারাজের সব কুশল ?

সুশর্ম্মা। হাঁ কুশল, শুধু আমার কেন,—আর্য্যজগত পূর্ণ বারো বৎসর কুশলের মধ্য দিয়েই কাল কাটিয়েছে। ইল্বলের পতনের পর— অধর্ম্ম যেন দেশত্যাগ করেছে, তপস্বীরা নিরুদ্বেগে তপস্যা করছেন, গৃহস্থ সংসার-সেবা করছে, রাজারা রাজধর্ম্ম পালন করছেন। এক যুগ নিরুপদ্রবেই কেটেছে। কিন্তু—

অগস্ত্য। আবার কি নূতন উপদ্রব কিছু দেখা দিয়েছে মহারাজ ?

সুশর্ম্মা। ঠিক উপদ্রব নয়,—নীচের একটা স্পর্দ্ধা সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং দেখতে দেখতে সেই স্পর্দ্ধা ক্রমশঃ আকাশ স্পর্শ করতে ছুটেছে।

অগস্ত্য। বলেন কি ? তবে কি আবার কোনো দানব অত্যাচারী হয়েছে ?

সুশর্ম্মা। না,—দানব নয় ; তবে তার চেয়েও দুর্ব্বার ! এর নাম বিন্ধ্য,—বিশাল বিন্ধ্যাচলের অধিপতি, অতুল প্রতাপ, মহাশক্তিমান, ধনবল জনবল দুইই অপ্রমেয়।—এই বিন্ধ্যই আজ আর্য্যের আতঙ্ক।

অগস্ত্য। দানবরাজের মত এই বিন্ধ্যরাজও কি অত্যাচার আরম্ভ করেছে মহারাজ ?

সুশর্ম্মা। না,—তা এখনো ঠিক আরম্ভ করে নি,—কিন্তু তার বিলম্বও নেই ; এখন শুধু উদ্যোগ আয়োজন চলেছে।—রাজন্য সমাজে তাই উদ্বেগের অন্ত নেই।

অগস্ত্য। কেন, কোনো রাজার রাজ্য কি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা হয়েছে কিম্বা বিন্ধ্যরাজ রাজন্য সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছেন ?

সুশর্ম্মা। না,—সে সব কিছু নয়; এখনো তা করে নি, তবে সকলেরই আতঙ্ক—কখন কি করে! আরও একটা ভয়ঙ্কর কথা শোনা যাচ্ছে—বৎসরের প্রথম দিনটিতেই বিন্ধ্যরাজ একটা প্রলয় কাণ্ড আরম্ভ করবে—

অগস্ত্য। দিগ্বিজয়ে বেরুবে নাকি?

সুশর্ম্মা। না,—ঐ দিনটিতে সে নাকি তার সাধনালব্ধ শক্তিতে অচল বিন্ধ্যাচলকে সচল করে তুলবে,—অচেতন পাহাড় সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়াবে, তার শির আকাশ ভেদ ক'রে সূর্য্যের গতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ করে দেবে! এ সংবাদে সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত, এমন কি—দেবতারা পর্য্যন্ত নাকি—

অগস্ত্য। দেবতাদের কথা বলবেন না মহারাজ! তাঁদের আতঙ্ক মানুষের চেয়েও বেশী। হাঁ,—তা বিন্ধ্যরাজের পরিচয় যা দিলেন, তাতে নিষ্প্রাণ পাহাড়ের বুকে প্রাণের উপলব্ধি দিয়ে তাকে মাতিয়ে তোলা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

সুশর্ম্মা। তাই, সমস্ত রাজাদের পক্ষ থেকে আমি এসেছি এর প্রতীকারে। সবারই ধারণা, অগস্ত্য ভিন্ন অন্য কেউ এই দুর্দ্ধর্ষ বিন্ধ্যকে দমন করতে পারবে না।

অগস্ত্য। (কিছুক্ষণ রাজার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া) জানেন মহারাজ—এই বিন্ধ্যের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, আর কেনই বা সে এই প্রলয় সাধনায় রত?

সুশর্ম্মা। তা ত জানি না,—শুনিও নি ত কিছু—

অগস্ত্য। এই বিন্ধ্য—আমার—মানস-পুত্র,—দৃঢ়স্থ তখনো আসে নি, যেদিন তাকে পাই।—সে আমার প্রাণতুল্য শিষ্য, শক্তিধর অসাধারণ

শিষ্য! গুরুর শক্তি আহরণ করে—সে অসাধ্য সাধনে ব্রতী! আমি তাকে কি করে দমন করব মহারাজ,—আর তাই কি আমার উচিত?

সুশর্ম্মা। আমি ত জানতুম না—সে তোমার শিষ্য। শুনে আনন্দ হচ্ছে,—সমস্যা সরল হয়ে আসছে।—তুমি যখন তার গুরু, তখন তুমি ইচ্ছা করলেই—

অগস্ত্য। এইবার আমাকে ক্ষেপিয়ে তুললেন মহারাজ!—ভুলে যাচ্ছেন আপনি—আপনার ইচ্ছা আপনার কাছে যতটা সুলভ,—আমার কাছে তা নয়। গুরুর প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমি করব আমার শক্তিমান শিষ্যের সাধনা পণ্ড!—বিন্ধ্যের জাগরণে আপনারা সশঙ্কিত হয়ে উঠেছেন,—আমি কিন্তু পুলকিত হয়ে ভাবছি—খেলার ছলে নিজের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সে তার আড়ষ্ট জাতিকেও কেমন সচেতন করে তুলেছে! আপনারা ত্রস্ত—অধিকার লোপের আশঙ্কায়,—আমি চমৎকৃত—এই নবজাগরিত জাতির দুর্ব্বার প্লাবন দেখে! দলবদ্ধ হয়ে তারা ছুটেছে—বিধি-নিষেধের গণ্ডী ভেঙ্গে—দুর্গম দাক্ষিণাত্যে! দিকে দিকে গড়ে উঠছে—নব নব জনপদ,—শস্য-সম্পদ ভরা জনবহুল আর্য্যনিবাস! সিন্ধুর উত্তাল বক্ষ ভেদ করে—ঐ ছুটে চলেছে শত শত অর্ণবপোত,—দূর দূরান্তরে আর্য্য-উপনিবেশ,—বৃহত্তর ভারতের অপরূপ সুবিপুল রূপ!—কল্পনার চক্ষুতে আমি দর্শন করছি—ভারতের ঐ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!—হাঁ,—এখন আমার প্রতি কি আদেশ আপনাদের?—ঐ স্পর্দ্ধিত বিন্ধ্যের দমন—না?

সুশর্ম্মা। সারা আর্য্যাবর্ত্তের এই কামনা।

অগস্ত্য। আর্য্যাবর্ত্তের এই কামনা পূর্ণ করতে হলে অগস্ত্যকে আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করতে হবে।

লোপামুদ্রা। সে কি প্রভু! না-না—

সুশর্ম্মা। আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ?

অগস্ত্য। শুধু তাই নয়,—সাধ্বী সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা, পুত্র দৃঢ়স্থ, গার্হস্থ্য জীবনের কাম্য এই বারাণসী—সমস্তই পরিত্যাগ করতে হবে—

লোপামুদ্রা। য়্যাঁ—প্রভু! প্রভু!

সুশর্ম্মা। না—না—অগস্ত্য! আমি আমার উক্তি প্রত্যাহার করছি,—বিন্ধ্য বিশ্ব ধ্বংস করে করুক,—তুমি থাকো—তুমি থাকো,—

নেপথ্যে—নরনারীগণের আর্ত্তনাদ

নেপথ্যে। (বহুকণ্ঠে) রক্ষা কর—রক্ষা কর—হে মহামুণি অগস্ত্য রক্ষা কর—

দৃঢ়স্থের প্রবেশ

দৃঢ়স্থ। বাবা! বাবা! শুনছেন ওঁদের আর্ত্তনাদ! মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আপনার নাম নিয়ে ওঁরা চীৎকার করছেন—রক্ষা কর রক্ষা কর বলে!—

অগস্ত্য। কি হয়েছে বৎস?

দৃঢ়স্থ। সর্ব্বনাশ হচ্ছে বাবা! মায়াবী দৈত্যেরা ছলনা করে সংহার আরম্ভ করেছে। কারুর বাপ, কারুর ভাই, কারুর ছেলে—এমন কত শত মরেছে, মরছে। যে যায়—সে আর ফেরে না। মা! মা! আমি যে আর শুনতে পারি না মা! উঃ—কি নিষ্ঠুর ওরা, মানুষকে খেতে দেয়,—খাইয়ে হত্যা করে!

লোপামুদ্রা। রক্ষকর্ত্তা যিনি সবই শুনছেন, বাবা!

অগস্ত্য। ওদের কান্না তুমিই থামিয়ে দাও—ঐ ছোট হাত দু'টি দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে!—বলো, ভয় নেই—আমি শুনিছি।

দৃঢ়স্থ। ওগো—আর তোমাদের ভয় নেই—আর কেঁদো না,—আমি তোমাদের চোখের জল মুছিয়ে দিই এসো—

দ্রুত প্রস্থান

অগস্ত্য। কুটীরে আসুন মহারাজ!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ইল্বলের মায়া আশ্রম

আতাপীর প্রবেশ

আতাপী। অবাক করেছে মা! হাতে হাতে এত সাজা পাচ্ছে—তবুও ওঁর চৈতন্য হচ্ছে না গা! রাজ্য গেল, ধন জন সব গেল, দেহ পর্য্যন্ত ভেঙ্গে পড়ল,—তবু হিংসের শেষ নেই! নিত্য মানুষ মারা চাইই! বাতাপী যখন ভেড়া হয়ে ওদের আহার যোগায়—গা তখন আমার ছম্ ছম্ করে! কি জানি, কেবলই মনে ভয় হয়—যদি না আর ফিরে বেরোয়।—কত বলি ওকে, দাদার ভাই ত,—কথায় কান দেয় না—ঐ যে এক পাল্ বামুন পণ্ডিত পেট পূরে মাংস খেয়ে—এদিকেই আসছে হাসতে হাসতে—ওদিকে যমও যে দরজা খুলে বসে আছে—তার হুঁস্ নেই!—

প্রস্থান

রাজক ও কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রবেশ

সকলেই। (অতি ভোজনান্তে ঘন ঘন ঢেঁকুর তুলিয়া) হেউ—হেউ—হেউ—

রাজক। মাংসগুলোও যেমন অপূর্ব্ব, পাকও হয়েছে তেমনই পরিপাটি!

পণ্ডিতগণ। যা বলেছো—যা বলেছো ভায়া—

রাজক। পথশ্রমের পূর্ণ শাস্তি—কি বল? বিন্ধ্যের বাড়ীতে পুরী-মাল্লাই ঠুসে আজ এই মাংসভোজন—বড়ই মধুর লাগল!

পণ্ডিতগণ। তা তো বটেই—তা তো বটেই—

রাজক। পথের মধ্যে আশ্রম খুলে এই সদাশয় ব্রাহ্মণ যে আমাদের জন্য এমন অপূর্ব্ব আয়োজন করে রেখেছেন—কে জানত! আরও আশ্চর্য্য এই যে,—মাংসও বৃথা নয়, জানালে—বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির থেকে বলি দিয়ে এনেছে আমাদের জন্য—হে!

জনৈক পণ্ডিত। সেইজন্যই ত গ্রহণ করা গেল—

পণ্ডিতগণ। অবশ্য—অবশ্য—যা বলেছো—

রাজক। তর্কভূষণ, ন্যায়পঞ্চানন, বিদ্যাবিনোদ, শাস্ত্যতীর্থ, বেদান্তবাগীশ—ওঁরা আর এমুখো হলেন না; বললেন—অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি, প্রবৃত্তি হয় না!—মরুণ এখন হাত পুড়িয়ে রেঁধে—আর দগ্ধ কদলী ভক্ষণ করে! একেই বলে বরাত—

পণ্ডিতগণ। হাঁ—হাঁ—ঐ বরাত—বরাত—যা বলেছো ভায়া!

রাজক। আচ্ছা—দাঁড়াও তো,—উদরটার ভেতর কি রকম যেন একটা—

পণ্ডিতগণ। (স্ব স্ব উদরে তালি দিয়া)—হাঁ—হাঁ—কেমন যেন—কেমন যেন—

আতাপীর প্রবেশ

আতাপী। ও কিছু নয়,—পরের পেয়ে দেদার ঠুসেছেন কিনা, বাতাস গলবারও জায়গা রাখেন নি, তাই পেটগুলো আপনাদের হাঁই হাঁই করছে—

পণ্ডিত। য়্যাঁ—এ কে হে!—কি কয়?

রাজক। ও বাবা! তুমিও এসে জুটেছ এ-সময়?

পণ্ডিতগণ। ব্যাপার কি ভায়া? জানাশোনা নাকি?

জনৈক পণ্ডিত। তোমার কি ডুবে ডুবে জল খাওয়া অভ্যেস আছে বিদ্যেভূষণ ভায়া?

আতাপী। ইনি আমার দেখন-হাসি,—আর আমি ওঁর প্রাণপ্রেয়সী!

রাজক। এই রে—দিলে বুঝি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে!

আতাপী। ভাই দেখন-হাসি—আজকেই শেষ হাসিখুসি—এর পরেই প্রাণের ফাঁসি?—আপনাদেরও!

রাজক। ওরে বাবা একি,—পেটের ভেতর হাঁচোড়-পাঁচোড় করে যে!

জনৈক পণ্ডিত। ওরে পেট যায়—পেট্ যায়—আমরা বুঝি মায়াবী বাতাপীর পাল্লায় পড়েছি—

সকলে। (ছুটোছুটি) পেট্ যায়—পেট্ যায়—হায়—হায়—হায়—

প্রস্থান

নেপথ্যে আর্ত্তনাদ। ও হো হো হো—ও হো হো হো হো—ওঃ—

বাতাপীর প্রবেশ

বাতাপী। হাঃ হাঃ—এসেছি আতাপী এসেছি—পেটগুলো সব ফুঁড়ে—ঐ দেখ্—ওকি! অমন করে চেয়ে রইলি যে! তোর সেই দেখনহাসির জন্যে দুঃখ হচ্ছে নাকি! দেশের একটা পাপ গেল রে—

আতাপী। কি জানি বাতাপী, আমার প্রাণটা যেন হঠাৎ কেঁপে উঠল! সত্যি বলতে কি, আর আমার এ সব ভাল লাগে না!—

বাতাপী। চুপ্ চুপ্—ও কথা বলিস্ নি,—আমাকে শোনাস্ নি!—এই আমার খেলা,—এতেই আমি মেতে উঠি।—চল্ দাদাকে খবর দিই।

উভয়ের প্রস্থান

ব্রাহ্মণের সজ্জায় বিকলাঙ্গ ইল্বল ও ব্রাহ্মণীর সাজে সাগরিকার প্রবেশ

ইল্বল। আমার জন্য তুমিও অম্লানবদনে আত্মোৎসর্গ করলে সাগরিকা!

সাগরিকা। না করে উপায় কি!—তোমার ত একটা উপায় চাই, অবলম্বন দরকার!

ইল্বল। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য, দিগন্তবিসারী সাম্রাজ্য—সমস্ত ত্যাগ করে তুমি এই সর্ব্বস্বান্ত বিকলাঙ্গ মরণাপন্ন ইল্বলের পাশে এসে দাঁড়ালে—সখি হয়ে—সহধর্ম্মিণী হয়ে—সেবিকা হয়ে?—উঃ! যত ভাবি—যেন উন্মাদ হয়ে যাই ততই! নিজের দুর্দ্দশা ভেবে নয়,—তোমার এই শোচনীয় পরিণাম ভেবে।

সাগরিকা। নিজের পরিণাম নিজে ভেবেই না আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। এ যে আমার কত বড় তপস্যা,—তা তুমি বুঝবে না!

ইল্বল। তপস্যা?

সাগরিকা। হাঁ—তপস্যা! সর্ব্বরকমে আমি যখন অগস্ত্যকে চেয়েছিলুম, সে বলেছিল আমাকে, চিত্ত আমার জয় করতে—কঠোর

তপস্তায়। সেকথা এখনো যেন কানের ওপর ঝঙ্কার দিচ্ছে। তার পর দেখলুম চক্ষুর ওপর—তোমার এই শোচনীয় দশা! সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর দেহের এই ভয়াবহ পরিণাম! তখনই সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল, দেহের নশ্বরতা—রূপের অসারতা নিজের চোখে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলুম,—মনে জেগে উঠল—সেই মহামানবের মুখের কথা—কঠোর তপস্তা! সমস্ত ছেড়ে—তোমার পাশে এসে দাঁড়ালুম—সেবার অধিকার নিয়ে—সহধর্ম্মিণী হয়ে।

ইল্বল। এই তোমার তপস্তা সাগরিকা?

সাগরিকা। হাঁ—এই আমার তপস্তা! এই আমার সাধনা—কায়-মনোপ্রাণে স্বামীর সেবা।

ইল্বল। কিন্তু আমার মনে ত আর কোনো তপস্তা নেই সাগরিকা,—শুধু হিংসা ছাড়া! আমি ত হিংসা এখনো ভুলতে পারি নি, পারবোও না। সর্ব্বহারা হয়ে যাযাবরের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এই হিংসার অস্ত্র নিয়ে। ছদ্ম আশ্রম খুলে কি রকম কৌশলে আর্য্যহত্যা নিত্যই করে চলেছি, তা ত দেখছ! এতে তোমার তপস্তা ভঙ্গ হবে না সাগরিকা?

সাগরিকা। না, আমার তপস্তা এতে ভঙ্গ হবে না দৈত্যরাজ। তোমার তপস্তা হিংসায়,—আমার তপস্তা, তোমার সেবায়।

ইল্বল। সত্য—সত্য বলেছ সাগরিকা! এই হিংসাই আমার এই অভিশপ্ত জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা! বাতাপী যখন মায়াবলে মেষ হয়ে দেহের মাংসে ওদের তৃপ্ত করে,—তার পর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে উল্লাসে নাচতে থাকে,—মৃত্যুমুখী আর্য্যদের মরণ-চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি—আমার এই বক্র

ভঙ্গ বিকলাঙ্গ দেহে যেন উত্তেজনার স্রোত বয়ে যায়! এই হিংসাতেই আমার তৃপ্তি!—সাগরিকা—

সাগরিকা। বল!

ইল্বল। বলতে পার সাগরিকা—বলতে পারো—কবে সে দিন আসবে—যেদিন সেই অগস্ত্যকেও এমনই করে আমার মায়া আশ্রমে পাব,—এমনি করে তার সৎকার করব,—এমনি করেই তার পর, তাকে পরিতৃপ্ত করে—চীৎকার করে বাতাপীকে ডাকবো—সে তার দেহ দীর্ণ করে ছুটে বেরিয়ে আসবে,—আর আমি—আমি—পরম উল্লাসে—হাঃ হাঃ হাঃ—তার সেই দেহের ওপর লাফিয়ে দাঁড়িয়ে—এঃ এঃ এঃ—ওঃ—

বিকলাঙ্গ দেহে ধাবনপ্রয়াস ও ব্যথা পাইয়া আর্তনাদ ; সাগরিকা সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া ফেলিয়া শুশ্রূষা।

সাগরিকা। স্থির হও দৈত্যরাজ! মিথ্যা উল্লাসে আত্মহারা হয়ে কি লাভ!—চল বিশ্রাম করবে চলো—

বাতাপীর প্রবেশ

বাতাপী। দাদা! দাদা! অগস্ত্য মুণি এসেছে—

ইল্বল। য়্যাঁ!!—চুপ্—চুপ্—বাতাপী—চুপ! চীৎকার করিস নি—মুখে তুলিস্ নি—ও নাম!—যদি—যদি—সে শুনতে পায়—নাম শুনে পালায়?

বাতাপী। কোথায় পালাবে দাদা!—এখানে এসে যে ঢোকে, আর সে বেরোবার পথ পায় না। তাছাড়া—পাশা আজ আমাদের দিকে!

ইল্বল। তাহলে—তাহলে—হাঁ ভাই,—তুমি প্রস্তুত হও যত সত্বর পার,

ওরে—ওরে আজ আমার কি আনন্দ—কি আনন্দ—অপূর্ব্ব অতিথি এসেছে আমার এই বুভুক্ষু চিত্তের দ্বারে!—

ইল্বল ও সাগরিকার প্রস্থান

আতাপীর প্রবেশ

বাতাপী। কাঁদছিস্ আতাপী—কাঁদছিস্! ছি! ছি! ছি!—

আতাপী। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—অগস্ত্যমুণির পেটে ঢুকো না—

বাতাপী। চুপ্—চুপ্—ও নাম করিস্ নি,—শুন্‌লি নি—দাদা বারণ করলে? ভয় কি?—দেখবি একটু পরে—কি কাণ্ডটাই আজ না করি,—অনেকের পেটে ত ঢুকেছি,—কিন্তু এই অগস্ত্য-মুণির পেটে ঢুকে যে কাণ্ড বাধাব আজ—ওঃ! এখন কাঁদছিস্—তখন হেসে লুটোপুটি খাবি—সত্যি! হিঃ! হিঃ! হিঃ!

আতাপী। গেলো—ও যে সত্যিই গেলো!

প্রস্থান

সাগরিকার প্রবেশ

দিদি! দিদি! কি হবে আমার? কি করে ওকে ফেরাবো? এরা বুঝছে না, কিন্তু, তুমি—তুমি?

সাগরিকা। বুদ্ধির থেইটুকু যে আমিও আজ হারিয়ে বসেছি বোন! বুঝলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিনা ত!

আতাপী। এখনো এরা ওকে চিনলে না! ওর নাম শুনলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে! দিদি! দিদি! সত্যি কি কোন উপায় নেই আর?

সাগরিকা। কেঁদো না বোন, মনে রেখো—দৈত্যের ঘরে তুমি এসেছ;—প্রয়োজন হলেই দেহ মন পাষাণ করতে হবে। সে প্রয়োজন যে

এসেছে আজ! চলো—ঐ ঘরে,—মন দৃঢ় করে তোমাকেই না তাকে ডেকে টেনে আনতে হবে—একটু পরেই—

আতাপী। বুক বেঁধেছি দিদি,—চলো—

উভয়ের প্রস্থান

পটপরিবর্ত্তন

মায়া আশ্রমের অপরাংশ

আতাপীর প্রবেশ

আতাপী। মা গো মা—এর নাম খাওয়া!—এ চোখে ত কত লোককেই খেতে দেখলুম, কিন্তু এমন ত কখনো দেখি নি! রাশি রাশি মাংস এক এক গ্রাসে নিঃশেষ করছে,—সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকুর তোলার কি শব্দ!

নেপথ্যে অগস্ত্য। (ঢেঁকুর তোলার শব্দ)

আতাপী। ঐ—ঐ—উঃ ভয়ঙ্কর!—শুনলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে!—ওরে বাবা—দেখতে দেখতে সমস্তই শেষ করে ফেললে!—কিন্তু আমার—আমার বুকখানা যে ধড়ফড় করছে,—

নেপথ্যে অগস্ত্য। (ঢেঁকুর তোলা পুনঃ পুনঃ)

আতাপী। ঐ—আবার—আবার!—ঐ শব্দ শুনলেই মনে হয়—কে যেন আমার বুকের ওপর মুষলের ঘা দিচ্ছে—ওঃ!—এইবার ত আমার ডাকবার পালা,—কিন্তু স্বর যে ফুটে বেরুতে চায় না!—ঐ ঐ ভোজন শেষ করে—আচমন করে—উঠে আসছে!—এইবার এইবার—

অগস্ত্য ও সাগরিকার প্রবেশ

অগস্ত্য। সাধ্বী! বড় তৃপ্তিতেই ভোজন করেছি, এমন প্রচুর ভোজন কোনো দিন করি নি; আমি পরিতৃপ্ত।

সাগরিকা। আমাদের সৌভাগ্য!—আপনি ভোজন করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন, এতেই আমাদের আনন্দ।

অগস্ত্য। হাঁ,—এমন গুরুভোজন এই বোধ হয় প্রথম, আর এই বোধ হয় শেষ।—

সাগরিকা। এ কথার অর্থ?

অগস্ত্য। অর্থ এই যে,—তোমাদেরও আর এভাবে অতিথি সৎকার করবার প্রয়োজন হবে না,—আর আমারও অদৃষ্টে মেষ-ভোজনের এমন সুযোগ আর আসবে না।

আভাপী। কি বললে দিদি,—ওকথা বলছে কেন?

সাগরিকা। কেন?

অগস্ত্য। জান না? যজ্ঞ চলে দীর্ঘকাল ধরেই। কিন্তু যেই তাতে পূর্ণাহুতি পড়ে—অমনি তার সমাপ্তি!—তোমাদের যজ্ঞও আজ শেষ হল পূর্ণাহুতি পেয়ে—আর আমার জঠরানলও নির্ব্বাপিত হল—একটা সম্পূর্ণ মেষ পরিপাক করে!—আঃ, এতক্ষণে সবই নিঃশেষ হল—(পেটে হস্তামর্ষণ) হাঃ হাঃ হাঃ—

সাগরিকা। এ আশ্রমের একটা প্রথা আছে, অতিথি ভোজনের পর, অতিথিকে গান শুনিয়ে তুষ্ট করা হয়। তাই এই মেয়েটি আপনাকে একটা গান শোনাতে চায়—

অগস্ত্য। বটে! তা বেশ ত,—বেশ ত,—গুরু ভোজনের পর সঙ্গীত-সুধা পরম উপভোগ্য।—ভাল কল্যাণী, আরম্ভ কর তোমার গান।

আতাপীর গান

এসো, এসো, এসো, ওগো, উঠে এসো—
ভেদি ও উদর-বাপী।
চপলার মত চকিতে, এসো হাসিতে হাসিতে
তুষিতে তোমারি আতাপী॥
আমি আছি প্রতীক্ষায়, ওগো! ক্ষণ বয়ে যায়
আকুল হইয়া ডাকি।
নব দেহ ধরে, এসো এসো ফিরে
বাতাপী! বাতাপী! ওগো বাতাপী॥

অগস্ত্য। ডাকাডাকি বৃথা কল্যাণী! বাতাপী আর ফিরবে না—

আতাপী। য়্যাঁ—কি বললে! ফিরবে না—বাতাপী ফিরবে না!—

ইল্বলের প্রবেশ

ইল্বল। কি হয়েছে আতাপী।—বাতাপী কোথায়? এখনো ফিরে আসেনি? সত্য?—(অগস্ত্যকে দেখিয়া মহাবিস্ময়ে) য়্যাঁ! অগস্ত্য এখনো বেঁচে আছে!

আতাপী। (ছুটিয়া ইল্বলের পদতলে বসিয়া) সে আজ এলো না—আমার ডাকে আজ সে ফিরল না!—তুমি—তুমি ডাক দৈত্যরাজ! তুমি তার ভাই—তোমার ডাকে যদি আসে—

ইল্বল। আসবে না? আসবে না? বাতাপী আসবে না? না এসে সে কি থাকতে পারবে?—আমার সাধনা মিথ্যে হবে আজ?—না—না—না—সে আসবে—সে আসবে—বাতাপী—বাতাপী—বাতাপী!—য়্যাঁ—এল না? আমার ডাকে সাড়া দিলে না?—ভাইয়ের ডাক ভাই শোনে না আজ! বাতাপী—বাতাপী—

বাতাপী! ওরে—আয়—আয়—আয়,—আমি যে ভাই! আমি ডাক্‌ছি—আয়—আয়—!—আসতেই হবে,—কার সাধ্য তাকে ধ'রে রাখবে—আয়—দু'জনে ডাকি—

ইল্বল ও আতাপী। বাতাপী—বাতাপী—বাতাপী !!

অগস্ত্য। অগস্ত্যের জঠরে যে ঢোকে, সে আর বেরোয় না,—বাতাপী এখানে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে ইল্বল,—চীৎকার বৃথা! যুগ-যুগান্ত ধরে ডাকলেও বাতাপী আর ফিরবে না—

ইল্বল। ফিরবে না—ফিরবে না—বাতাপী আর ফিরবে না?—তুমি তাকে খেয়ে জীর্ণ করে ফেলেছ রাক্ষস?—(যষ্টিতে ভর দিয়া অগস্ত্যের অভিমুখে নিস্ফল ক্রোধে অগ্রসর হইয়া পরক্ষণে আর্ত্ত স্বরে) না—না—না—রাগ করো না—নিষ্ঠুর হয়ো না তুমি,—দয়া কর, দয়া কর,—বাতাপীকে ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও—

অগস্ত্য। তা আর হয় না ইল্বল!—তাকে উপলক্ষ্য করে যে হিংসার আগুন জ্বালিয়েছিলে—শত শত নিরীহ জীবের প্রাণ আহুতি দিয়েছিলে—তার স্মৃতি স্মরণ করে—অনুতাপ কর,—এই তোমার প্রায়শ্চিত্ত!

আতাপী। (গমনোন্মুখ অগস্ত্যের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া) প্রভু! প্রভু! দয়া করুন—দয়া করুন,—সে যে আমার স্বামী!—অভাগিনী পত্নী আমি—প্রভু! ফিরিয়ে দিন—ফিরিয়ে দিন—

অগস্ত্য। সে আর ফিরবে না কল্যাণী!—তার জন্য তোমার মত বহু সাধ্বী এই যাতনা ভোগ করছে। তাদের শোকার্ত্ত মুখ মনে মনে কল্পনা কর—আর পাষাণের মত নিথর হয়ে স্বামীর মুক্তি মহামায়ার কাছে ভিক্ষা কর,—এই তোমার কর্ম্মফল। প্রস্থান

আতাপী। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া)—ওঃ! মাগো!

সাগরিকা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গেল

ইল্বল। কর্ম্মফল—কর্ম্মফল—হাঃ—হাঃ—হাঃ—ওই—ওই—বাতাপী—ওই বুঝি ডাকছে! আয়—আয়—আয়—বাতাপী! আয়—আয়—আয়—

সাগরিকার প্রবেশ,—ইল্বলের উন্মত্তবৎ আচরণ দেখিয়া তাহার শুশ্রূষা

সাগরিকা। দৈত্যরাজ! স্থির হও—স্থির হও—

ইল্বল। (প্রকৃতিস্থ হইয়া)—কে—সাগরিকা?—ওঃ—হাঁ—সাগরিকা! তুমি এখনো সঙ্গে আছ? তুমিও ত এমনি ক'রে ফাঁকি দিয়ে পালাবে না? বল—বল—পালাবে না?

সাগরিকা। পালাব? না—না—স্বামী! আমি তোমার জন্য ব'সব কঠোর তপস্যায়,—তোমার সর্ব্বস্ব ফেরাতে, তোমার প্রতিহিংসা পূর্ণ করতে,—তোমাকে মহাদানব করে তুলতে!

ইল্বল। সত্য—সত্য? পারবে? তবে তাই কর সাগরিকা,—বস তুমি তপস্যায়!—আমি চেয়ে থাকি তোমার সিদ্ধির আশায়—যুগ-যুগান্ত ধ'রে!—তখন হবে ঐ মহামানবের সঙ্গে এই মহাদানবের নূতন মহাসংগ্রাম!—হাঃ হাঃ হাঃ!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বারাণসী—অগস্ত্যাশ্রম

দূরে অগস্ত্যকুণ্ড ও শিবমন্দির

সুশর্ম্মা, লোপামুদ্রা ও দৃঢ়স্য

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে বহু দূরাগত স্বর। রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে মহর্ষি অগস্ত্য!—বিন্ধ্যের দর্প খর্ব্ব কর—হে বিন্ধ্যগুরু অগস্ত্য! বিশ্ব রক্ষা কর—সৃষ্টি রক্ষা কর—হে মহামানব।

সুশর্ম্মা। আমিই যে নিমিত্তভাগী হলুম মা! তোমার স্বামীর মুখে বিন্ধ্যের সত্যকার পরিচয় পেয়ে—নূতন দৃষ্টিতে তাকে দেখতে আমার চিত্ত ব্যগ্র,—আর আমার মনে বিন্ধ্যবিদ্বেষ নেই। কিন্তু এদিকে আর্য্যাবর্ত্ত অধীর হয়ে কি আর্ত্তনাদ তুলেছে—তাও ত শুনছ!

লোপামুদ্রা। দিবারাত্রিই ত শুনছি বাবা! কিন্তু এর পরিণাম মনে হলে প্রাণ যে কেঁপে ওঠে! ওঁর মুখ থেকে যে কথা নির্গত হয়েছে, তাত ব্যর্থ হবে না, কেউ ব্যর্থ করতে পারবে না। ঐ কোটী কোটী কণ্ঠের আকুল প্রার্থনা যদি তাঁকে পূর্ণ করতে হয়, তাহলে—তাহলে—বাবা! বাবা!—শেষে যে তাই হবে!—দেশত্যাগী—সর্ব্বত্যাগী—ওঃ—ভাবতেও যে—

দৃঢ়স্য। হাঁ মা,—সত্যই কি বাবা তাহলে সর্ব্বত্যাগী হবেন? ত্যাগ করবেন সকলকে এই দেশকে? তাঁর এত আদরের এই সোনার কাশীকে? ঐ মন্দির—ঐ কুণ্ড—ওদেরও? আর—আর—হাঁ মা—আমাদেরও? আমাকে—তোমাকে—দাদুকে—সকলকে—

লোপামুদ্রা। না বাবা, না,—তাকি তিনি পারেন? আর সকলকে পারলেও তোমাকে কি ছাড়তে পারবেন?

দৃঢ়স্থ। না—মা, তুমি তাহলে বাবাকে চেননি। বাবা আমার নয়, তোমার নয়, দাদুর নয়, ঐ মন্দিরেরও নয়—বাবা যে দেশশুদ্ধ সকলের। দেশ যদি কাঁদে, বাবাও কাঁদবে,—কারুর কথা শুনবে না—সকলকে ফেলে কান্না থামাতে ছুটবে—

অগস্ত্যের প্রবেশ

অগস্ত্য। আর আমার নিষ্কৃতি নেই। ওরা আমাকে অস্থির করে তুলেছে।—শুধু কাশী নয়, প্রয়াগ নয়,—কোশল নয়,—সারা আর্য্যাবর্ত্ত আর্ত্তনাদ তুলেছে—রক্ষা কর, অগস্ত্য, রক্ষা কর। দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ যক্ষ সবাই স্বর তুলেছে—রক্ষা কর অগস্ত্য সৃষ্টি রক্ষা কর,—বিন্ধ্যের শির নত করে!

লোপামুদ্রা। কি হবে প্রভু!

অগস্ত্য। কি হবে? আমাকে ছুটতে হবে—বিন্ধ্যের কাছে। তবে, তাকে নত করতে—কি, নিজে নত হতে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে নেই—আমি তাকে বলেছিলুম, অগস্ত্যের ঝুলি পূর্ণ করবার মত বস্তু আগে সংগ্রহ কর—আমি দক্ষিণা নিতে যাব। সেই গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য বিন্ধ্যের এই মহাসাধনা—

সুশর্ম্মা। তাই যদি, তাহলে গুরুদক্ষিণা গ্রহণের ছলে বিন্ধ্যকে শান্ত করাই এক্ষেত্রে সুযুক্তি।

অগস্ত্য। রাজনীতির চক্র চালিয়ে গুরুশিষ্যের এ সংঘর্ষের সমাধান নিষ্ফল মহারাজ! গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য সে তার ভাণ্ডার পূর্ণ

করে আমার প্রতীক্ষা করছে, কিন্তু দক্ষিণার বিনিময়ে তাকে দেবার মত আশীর্ব্বাদ আমার ভাণ্ডারে যে কণামাত্র সঞ্চয় করতে পারিনি, মহারাজ!

লোপামুদ্রা। তাহলে কি স্থির করেছ—প্রভু, উপায় ত একটা কিছু করা চাই!

অগস্ত্য। দৃঢ়স্থও সে কথা এইমাত্র বলেছে। দেশবাসীর আহ্বান—কোটী কোটী আর্ত্ত আত্মার—আমার না গিয়ে ত উপায় নাই। কিন্তু—কিন্তু অগস্ত্যে এ যাত্রা—মহাযাত্রা। বিশ্বের মুখ রাখতে, বিন্ধ্যের সঙ্গে যে ব্যবহার আমাকে করতে হবে, তাতে আমার মুখ না লুকিয়ে উপায় নেই—উপায় নেই।

লোপামুদ্রা। কি বললে প্রভু! না-না-না—একথা—বল না—

অগস্ত্য। এ ভিন্ন আর উপায় নেই স্বাধ্বী। অহোরাত্র আর্ত্তস্বর ত শুনছ। রক্ষা কর, রক্ষা কর—বিন্ধকে নত কর অগস্ত্য!—শিষ্যকে সর্ব্বত্যাগী করে—গুরু তার ভোগী হতে পারে না—দেবী।

লোপামুদ্রা। তবে কি—তবে কি—সত্যই আমাদের ত্যাগ করে—

অগস্ত্য। ত্যাগের দীক্ষা ত আগেই নিয়েছ সাধ্বী,—তবে এ উচ্ছ্বাস কেন? দৃঢ়স্থই তোমার ছেলে? বিন্ধ্য নয়? কার মুখে ঐ মধুর সম্বোধন আগে শুনেছ? গুরু যদি ত্যাগ করে—কাকে সে আশ্রয় করবে দেবী? স্বপ্নে যে জগজ্জননী তাকে দেখা দিয়েছিল—তোমার মূর্ত্তি ধরে,—তার মনে জ্ঞানে ধ্যানে যে তুমিই তার বিন্ধ্যবাসিনী,—তুমি যে তার—তার—

লোপামুদ্রা। মা—মা! আমি তার মা। বুঝেছি প্রভু, উদ্ধত পুত্রকে শাসন করে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে—মুখ লুকিয়ে তুমি সান্ত্বনা

পেতে চাও! কিন্তু—কিন্তু—তোমাকে বিদায় দিয়ে—আমার কি সান্ত্বনা?

অগস্ত্য। ক্ষেত্রস্বামী ক্ষেত্রকে শস্যরূপী সন্তান উপহার দিয়ে অদৃশ্য হয়, স্বামীর সেই দান বুকে ধরে সে সান্ত্বনা পায়!

সুশর্ম্মা। তবে কি বিন্ধ্য উপলক্ষ্য হল—আর্য্যজগত ছেড়ে মহামানব অগস্ত্যের এই মহাযাত্রার?

অগস্ত্য। আর্য্যাবর্ত্তের প্রয়োজনে অগস্ত্য চলেছে বিন্ধ্যের সঙ্গে আর্য্য সুলভ চাতুরী করতে,—আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পুরাতন আর্য্যজগতের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে,—বিন্ধ্যের প্রবুদ্ধ নূতন আর্য্যজাতিকে নিয়ে—অগস্ত্যের মহাযাত্রা—দিগন্তবিসারী বিশাল আর্য্যজগতের প্রতিষ্ঠায়। এতেই বিন্ধ্যের মুক্তি, তোমাদের সান্ত্বনা, আর অগস্ত্যের প্রায়শ্চিত্ত্য।

বেগে প্রস্থান ও সকলের অনুগমন

পঞ্চম দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল

পর্ব্বতশীর্ষে বিন্ধ্য দণ্ডায়মান

অপেক্ষাকৃত নিম্নভাগে পর্ব্বতগাত্রে বিন্ধ্যের সহচরগণ, নিম্নে ফুলসাজে সাজিয়া
ফুলরাশি অঞ্জলি ভরিয়া বর্ষণ করিতে করিতে
দেবদাসীগণের প্রবেশ

গান

দেবদাসীগণ। নমি তোমায়, নমি তোমায়,
মার্গ শীর্ষ অগ্রহায়ণ—
অগ্রহায়ণ! অগ্রহায়ণ!
তোমার পরশে উঠেছে আকাশে,
বিন্ধ্যরাজের বিজয় কেতন॥

পর্ব্বতস্থ বিন্ধ্যসহচর। উঠিয়াছে শির গগন ভেদিয়া
স্তব্ধ তপন রহিছে চাহিয়া,
বায়ু বাধা পেয়ে যেতেছে ফিরিয়া—
এযে বিন্ধ্যরাজের মহারণ॥

দেবদাসীগণ। নমি তোমায়—নমি তোমায়—
মার্গ শীর্ষ অগ্রহায়ণ।
তোমার উষায় নবীন আশায়—
বিন্ধ্যাচলের গিরিগুহায়

জাগরণের শিহরণ—
এযে বিন্ধ্যবাসীর জাগরণ—ওগো জাগরণ ॥

পর্ব্বতস্থ বিন্ধ্যসহচর। ধরে নাই অস্ত্র, করে নাই কারুর হিংসা,
বহে নাই রক্ত, মিটাতে রণ-পিপাসা,
বক্ষে লয়ে শুধু উচ্চ আশা—
লক্ষ্য তাহার—ঐ মুক্ত গগন।

সকলে একত্র। নমি তোমায়, নমি তোমায়, নমি তোমায় হে অগ্রহায়ণ—
তোমার পরশে উঠেছে আকাশে—
বিন্ধ্যরাজের বিজয় কেতন ॥

বিন্ধ্য। জয় গুরু! তুমি সত্য,—তুমি জ্যোতির্ম্ময় কায়া।
বিন্ধ্য শুধু ছায়া তব.—তুমিই প্রকাশ!
কোথা—তুমি! এসো—এসো—
খুলে দাও আলোর নির্ঝর।
হে মহাজ্যোতি! এসো—এসো—
তব প্রতীক্ষায়, তুলিয়া অনন্ত শির অনন্ত আকাশে,
নির্ণিমেশ নেত্রে চেয়ে আছি—
এসো—এসো তুমি গুরু!

ভীমরুল। গুরু! কোথা গুরু তব মহারাজ!
কেবা গুরু?—গুরু তুমি—গুরু তুমি—
আর গুরু কেবা?

বিন্ধ্য। চুপ্ চুপ্ ওরে মূর্খ, ওরে অবিশ্বাসী;
বিন্ধ্যের মুখের বাণী—চিরসত্যময়।

আছে গুরু,—ছিল গুপ্ত এতদিন এই বক্ষ মাঝে,
দীক্ষামন্ত্র সনে রেখেছিনু অতি সন্তর্পণে—
কেহ জানে নাই—এজগতে গুরু কেবা দুর্জ্জয় বিন্ধ্যের!
ওরে, ওরে, যার দেওয়া শক্তির অঞ্জলি লয়ে
বিন্ধ্য আজ ভূমণ্ডলে তুলিয়াছে শিহরণ—
ভেবে দেখ্—সে শক্তি উৎস কতই বিশাল, কতই বিপুল।

শার্দ্দুল। তুমি জাগিয়াছ—তুলিয়াছ শির,
অস্থির ব্রহ্মাণ্ড তায়,
গুরু যদি দেখে ব্যথা পায়, মহারাজ?

বিন্ধ্য। গুরু যে আমার ব্যথাহারী,
ঘুচাইতে ব্যথা—তাঁহার প্রকাশ,
আমি যে দাঁড়ায়ে শুধু তাঁরই প্রতীক্ষায়,
দীক্ষা লইয়াছি, দিই নাই এখনো দক্ষিণা!
যে যোগ্যতা করেছি অর্জ্জন,
তুষ্ট কি হবেন গুরু—
শিষ্যের এই উগ্র আয়োজনে? কে জানে!

ভীমরুল। সত্য কি আসিবে গুরু—
তোমারে তুষিতে বিন্ধ্যরাজ?

বিন্ধ্য। আসিবে না? আসিবে, ওরে, সত্যই আসিবে।
আমি শুনিতেছি তার পদধ্বনি,—
বিন্ধ্যের বিশাল বক্ষে উঠেছে কম্পন!
গুরু মোর সত্য আসিতেছে।

পর্ব্বতস্থ বিন্ধ্যসহচরগণ। ওকি—ওকি—দেখ—দেখ!

ভীমরুল। দেখ—দেখ মহারাজ!—

বিন্ধ্য। তাইত! মানব বাহিত যান, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—
আসিতেছে অম্বর ভেদিয়া।
সূর্য্য ভীত আজি লঙ্ঘিতে আমায়,
রুদ্ধ তার গতি;
কে ঐ সারথী—
শূন্যে বহে রথ বিন্ধ্যের উদ্দেশে—
অসীম স্পর্দ্ধায়?
ওকি—ওকি—রথি সশঙ্কিত,
ফিরাইতে চায়—বাহকের তীব্র গতি—

নেপথ্যে নহুষ। কোথায় বহিছ রথ—হে অন্ধ সারথী!
জান নাকি বিন্ধ্যাচল আজি শির তুলি রুধিয়াছে
প্রচণ্ড সূর্য্যের গতি!
ফেরাও ফেরাও রথ—ধর অন্য পথ—

নেপথ্যে অগস্ত্য। লক্ষ্য পথ চিরদিন অভ্রান্ত আমার,
করো না আমারে উচাটন।

নেপথ্যে নহুষ। অন্ধ তব হয়েছে নয়ন,
বিন্ধ্য সনে আসন্ন সংঘাত!
সম্বর—সম্বর—চূর্ণ বুঝি হ'ল রথ—

বিন্ধ্য সহচরগণ। ওকি—ওকি—দেখ—দেখ—মহারাজ!

বিন্ধ্য। রথ ছাড়ি লাফ দিয়ে পড়ে রথি!
বাহক পশ্চাতে ধায়! আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!
কেবা রথি—কে ঐ বাহক?

বেগে নহুষ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগস্ত্যের প্রবেশ

অগস্ত্য। দাঁড়াও—দাঁড়াও—স্বর্গাধীপ্ !
রজ্জু হেরি হল সর্পভ্রম তব,
রথ ত্যজি পড়িলে ভূতলে ?
নহুষ। অন্ধ—অন্ধ তুমি অর্ব্বাচীন,
ধ্বংস মুখে রথ লয়ে তুমি ছুটেছিলে—
অগস্ত্য। ধ্বংসমুখে আমি ছুটি নাই,
ধ্বংসপথে নামিয়াছ তুমি—নিয়তি নির্দ্দেশে ;
এই তব কর্ম্মফল। পথভ্রষ্ট তুমি সতীর নিশ্বাসে।
নহুষ। আন রথ, লয়ে চলো—
ভিন্ন পথে পুনরায়।
অগস্ত্য। আর চলিবে না রথ।
মনে নাই সেদিনের অঙ্গীকার ?
রথগতি রুদ্ধ নাহি হবে পথে,
তুমি যদি রুদ্ধ কর গতি—অধোগতি হইবে তোমার !
নহুষ। তুচ্ছ তব অঙ্গীকার,
আমি স্বর্গাধীপ,
পাল আদেশ আমার।
অগস্ত্য। আর তুমি নহ স্বর্গাধীপ !
স্বর্গভ্রষ্ট তুমি, রথভ্রষ্ট হয়ে।
নহুষ। নাহি জান—সুবিপুল তপস্যার বল,
অফুরন্ত পুণ্যফল—অমোঘ প্রতাপ,

সর্ব্বশক্তি-সংহার-দক্ষতা,
সর্ব্বত্র দুর্ব্বার গতি—ক্ষমতা আমার !

অগস্ত্য। সর্ব্বহারা তুমি আজ সতীর সংঘাতে,
স্বর্গভ্রষ্ট পুণ্যভ্রষ্ট—তুমি নরাধম
অধঃপতিত পুনরায় নরলোকে।

নহুষ। আর আর—তুমি—নরোত্তম নর !
এই পদাঘাতে আমি তব—ও ! ও ! ও !

কম্পন ও তৎপর আড়ষ্ট ভাব

অগস্ত্য। মানবতার গ্লানি তুই কলঙ্ক মর্ত্ত্যের,
নরদেহে সর্পের আকার হেরি,
সর্প হতে পূর্ব্বপুণ্যে হয়েছিলি নর,
কর্ম্মগুণে—নরোত্তম নর,
কর্ম্মদোষে ধর্ পুনঃ সর্পের আকার—

দেখিতে দেখিতে নহুষ-দেহ অজগর সর্পে পরিণত হইল

এ কি করিলাম ক্রোধবশে !
সেই সৌম কলেবর—অমরার অধীশ্বর—
হল অতিকায় সর্প-ভয়ঙ্কর !
মা—মা ! এ কি করালি !
যে শক্তি দিয়েছিলি—করিলাম তার—
এই অপব্যবহার !

দৈববাণী। শচী আজ ভয়হীনা, শাপমুক্ত ইন্দ্র পুনরায়।
হে অগস্ত্য ! তুমি ধন্য, মহামানব তুমি এ ধরায়

বিন্ধ্য। ঐ ত—ঐ ত—আমার গুরু—

এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবিতেছিলাম তাই—
কেবা ঐ—কোন্ মহাজন ?
ঐ ত বিন্ধ্যের গুরু—এই তাঁর যোগ্য পদধ্বনি !
দ্যুলোক ভূলোক মথিত করিয়া—
দিক্‌পালে দলি পদতলে—
গুরু মোর এসেছে ধাইয়া।
এই ত বিন্ধ্যের গুরু !
ওরে বিন্ধ্য ! গুরু যে সম্মুখে তোর—
শির নামা—শির নামা—
রুধেছে সূর্য্যের গতি,
শতসূর্য্যসমদ্যুতি গুরু যে সম্মুখে !
ওরে ওরে শির নামা—গুরুপদতলে

সপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গসহ বিন্ধ্য অগস্ত্যপদতলে নত ও প্রণত হইলেন

লহ—লহ—গুরু বিন্ধ্যের প্রণাম।

অগস্ত্য। বিন্ধ্য ! বিন্ধ্য ! শিষ্য অগস্ত্যের !
নত পদতলে ! তুমিই না এতক্ষণ
তুলি এই শির—ঐ অনন্ত আকাশে
ছিলে দাঁড়াইয়া—স্তব্ধ করি নিখিল সংসার ?

বিন্ধ্য। তোমারি আশায় প্রভু, তোমারি আশায়।
দেখিতেছিলাম, একান্ত ব্যাকুল হয়ে,
রুদ্ধ করি সর্ব্বগতি,
কতক্ষণে সিদ্ধ হয় বিন্ধ্যের সাধনা।

অগস্ত্য। শিষ্য! মুগ্ধ আমি তব নম্রতায়।
ভদ্র তুমি, নম্র তুমি, অতি সদাশয়।
এই ভাবে এই স্থানে এইরূপ নত হয়ে—
রহ প্রাণাধিক—যাবত না ফিরি আমি পুনরায়।
পারিবে থাকিতে বিন্ধ্য, প্রিয় ভক্ত, প্রিয় শিষ্য,
প্রিয়তম সন্তান আমার! পারিবে?

বিন্ধ্য। পারিব না গুরু? কেন এ সন্দেহ আজি?
দক্ষিণা দিবার তরে—দ্বাদশ বৎসর ধরে
করেছি প্রতীক্ষা,—আজি পেয়েছি তোমায়।
পুনরায় দর্শন আশায়—ঐ চরণ কমল দু'টি
এই বক্ষে ধরিবার তীব্র আকাঙ্খায়—
পারিবে অনন্তকাল প্রতীক্ষা করিতে গুরু।

অগস্ত্য। কি বলিলে বিন্ধ্য? কি বলিলে?
ওরে ওরে প্রাণাধিক—সত্যাশ্রয়ী—
হাঁ হাঁ—পারিবে—তুমি,
এ সত্য রাখিতে দক্ষ—শুধু—শুধু তুমি—
রাখিতে গুরুর মুখ,
সার্থক করিতে তার দীক্ষাদান।
হে বিন্ধ্য, হে শিষ্য, হে প্রিয়,
তুমি-তুমি—একমাত্র মহাভক্ত
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। রহ—রহ—রহ প্রাণাধিক—
রহ তুমি এইভাবে—গুরু প্রতীক্ষায়,—
গুরু তব লইয়া তোমার সৃষ্টি

প্রাণের স্পন্দন দিতে তোমারি রচিত বিসৃষ্টির পথে
মহাযাত্রী—প্রথম পথিক !

অগস্ত্য ফিরিয়া পর্ব্বতের পথে যাত্রা আরম্ভ করিলেন

বিন্ধ্য। তাই হবে গুরু—
বিন্ধ্য রহিবে এইভাবে—তব প্রতীক্ষায়।

সকলে। জয় গুরু—জয় গুরু—জয় বিন্ধ্যরাজ।

সুশর্ম্মা, লোপামুদ্রা ও দৃঢ়স্থের প্রবেশ

দৃঢ়স্থ। মা ! মা !—দাদু—দাদু !—ঐ ঐ

লোপামুদ্রা। ওগো ! একবার একবার ফিরে চাও—
শেষ দেখা—একবার—একবার—একবার—

অগস্ত্য। নিরুপায় দেবী, কর্ত্তব্য সম্মুখে,
পশ্চাতের পথরেখা না হেরিব আর।
দেখিবার মহামূল্য নিধি ফেলিয়া চলেছি—
তারে দেখো—

অগ্রসর হইতে লাগিলেন

লোপামুদ্রা। ঐ—ঐ—
আর্য্যজগতের রবি হ'ল অস্তমিত !

নির্নিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন

দৃঢ়স্থ। মা গো ! আর কি হবে না দেখা !
এই কি আমার তাঁরে শেষ ডাকা !
বাবা ! বাবা !—না-না-বাধা নাহি দিব—
তুমি সাথে সাথে থেকো—

এই বুকে দৃঢ়স্থের মনে—ধ্যানে—
মা—

মায় ক্রোড়ে মুখ লুকাইল

সুশর্ম্মা। মা! মা! ফিরে চাও—
দেখ ঐ সন্তান তোমার—
মহাযোগী বিন্ধ্যরাজ—বসিয়াছে যোগে।

লোপামুদ্রা। এই ত সন্তান—সান্ত্বনার নিধি—
প্রভু! প্রভু! তোমারি দান।
বিন্ধ্য! বৎস! পুত্র আমার—

বিন্ধ্য কে?—য়্যাঁ—মা—মা!
তুমি এসেছ জননী! লহ—লহ বিন্ধ্যের প্রণাম—
বিন্ধ্যের অচল দেহ
আলো কর জননী আমার - বিন্ধ্যবাসিনীরূপে!

যবনিকা

'মহামানব' সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রের অভিমত

দৈনিক বসুমতী—৯ই ভাদ্র ১৩৪১) লব্ধপ্রতিষ্ঠ—নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন নাটক 'মহামানব' অপার চিৎপুর রোডের 'রঙ্গমহলে' সগৌরবে অভিনীত হইতেছে। সুকৌশলী নাট্যকার নাটকের ভিতর দিয়া আর্য্য সভ্যতার গৌরব-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব—অনার্য্য সংঘর্ষের নির্য্যাতন লাঞ্ছনার মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের সাধনা মহিমা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন! বহুদিন পরে একখানি যথার্থ ভাল নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি!

নাচঘর—(১১ই শ্রাবণ ১৩৪১) * * * যে-যে গুণ থাকিলে বাংলা রঙ্গালয়ে নাটক যার-পর-নাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, 'মহামানবের' মধ্যে তার কোনটীরই অভাব নেই! এবং মহামানব যে বাঙালী দর্শকদের প্রীত করতে পেরেছে, সেদিনকার পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ দেখে সে-সত্যটি বুঝতে বিলম্ব হল না!

দুন্দুভি—মণিলাল বাবু বাজীরাও লিখে বহুপূর্ব্বেই বিখ্যাত হয়েছেন। * * নাট্যকার যে পৌরাণিক ভাবধারাকে আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিপাটিরূপে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন এদিক দিয়ে বর্ত্তমান যুগের ওপর 'মহামানবের' দাবি উপেক্ষা করা চলেনা। * * * 'মহামানবে'র অভিনয়ে রঙ্গমহলের নবীন শিল্পীগণের সাফল্যে বাস্তবিকই আনন্দিত হয়েছি!

আনন্দবাজার পত্রিকা—(২৯শে শ্রাবণ ১৩৪১) শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মহামানব নাটক লিখিয়াছেন, এবং আমাদের বর্ত্তমান সমাজের নারী-জাতির শোচনীয় অবস্থার কথা তিনি নাটকীয় চরিত্রের মুখ দিয়া সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন! * * * নাটকখানির অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে! আমরা এই নাটকখানির সাফল্য কামনা করি।

নায়ক—'মহামানবের' উদ্বোধন উৎসবে আমরা যোগ দিয়েছিলুম! এই উৎসবের পৌরহিত্য করেছিলেন রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন বাহাদুর! * * মহামানবকে যিনি রঙ্গমঞ্চে টেনে এনেছেন তাঁর নাম বঙ্গসাহিত্যে বহুদিন আগেই স্থান পেয়েছে! ইনি হচ্ছেন সেই 'বাজীরাও' প্রণেতা শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়! * * মহামানবের প্লটটী সুন্দর এবং আধুনিক সমাজ সমস্যার বিশ্লেষণ করে' তাকে সমাধান করবার জন্য নাট্যকার এই নাটকের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন! যে কোনও রঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানি দ্বি শতাধিক রজনীর অভিনয় স্পর্দ্ধা রাখে! * *

ভগ্নদূত (৩২শে শ্রাবণ ১৩৪১)—সে যুগের 'বাজীরাও' আর এ যুগের 'জাহাঙ্গীর'এর নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'মহামানব' নাটকের রচয়িতা! * * মহামানব অগস্ত্যের মহান চরিত্র অবলম্বনে নাটকখানি রচিত! মহামানবকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে নাট্যকারকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একটি 'মহাদানব' চরিত্র অঙ্কিত করতে হয়েছে। মহাদানব এবং মহামানব দু'টী চরিত্র ফুটে উঠে নাটকখানিকে উপভোগের বস্তু করে তুলেছে!

আর্যবাণী—(১লা ভাদ্র শনিবার ১৩৪১) 'মহামানব' নাটকের বিশেষত্ব এই যে বীররস, রৌদ্ররস থেকে আরম্ভ করে হাস্য-রস, অদ্ভুত-রস পর্য্যন্ত নবরসের কোনটিই বাদ পড়েনি ; অথচ এতগুলো রসের উপাদান জুগিয়েও নাট্যকার এক মহামানবের মহান চরিত্র এতে পরিস্ফূট করেছেন, এবং এক মহাদানবের সাথে সংঘর্ষে যে মহামানবের চরিত্র আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে ! তুটী চরিত্রেরই প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি সুষ্ঠভাবেই হয়েছে ; এবং নাটকের প্রত্যেকটী পটক্ষেপনের প্রাকমুহূর্ত্তে দর্শকের সমস্ত চৈতন্য একাগ্র করে বেশ একটি সুন্দর অবস্থার সৃষ্টি ক'রে অভিনয়কে হৃদ্য করে তোলা হয়েছে !